

ভারত 'অসহযোগী', ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ভারতসহ সাতটি দেশকে 'অসহযোগী' (আন-কোঅপারেটিভ) দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগ সংস্থা (আইসিই)। বাকি দেশগুলো হলো-রাশিয়া,

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

আজ ১৬ই ডিসেম্বর

ভিন্ন আমেজে দেশ-বিদেশে বিজয় দিবসের নানা কর্মসূচি

বিশেষ প্রতিনিধি: ষোলই ডিসেম্বর বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের এইদিনে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের অবসান ও চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। অবিস্মরণীয় এই বিজয়ের মাধ্যমে বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। জাতীয় জীবনে সূচিত হয় নতুন অধ্যায়। ৩০ লাখ শহীদের আত্মদান ও অগণিত মুক্তিকামী মানুষের অপরিসীম ত্যাগ মুক্তিযুদ্ধকে জাতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই যুদ্ধ ও বিজয় জাতীয় অগ্রগতির অভিযাত্রায় অন্তহীন

বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়

The Weekly Bangla Patrika

সফলতার ২৮ বছর পেরিয়ে ২৯এ পদার্পণ

বাংলা পত্রিকা

www.banglapatrikausa.com

বর্ষ ২৯ ॥ সংখ্যা ১৩ ॥ সোমবার পৌষ ১, ১৪৩১ ॥ জমাদিউস সানি ১৩, ১৪৪৬ ॥ Vol. 29 ॥ Issue 13 / December 16, 2024 USA. Free in NY, Other State $1

সিডিপ্যাপ নাকি পিসিএ কোনটা প্রয়োজন?



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের প্রায় ৬ শতাধিক হোম কেয়ার সেবা কোম্পানী ও এজেন্টরা সিডিপ্যাপ সার্ভিস প্রদানের দায়িত্ব হারাচ্ছেন। সম্প্রতি নিউইয়র্ক স্টেটের ডিওএইচে'র নতুন নিয়োগকৃত পিপিএল এর কাছে সিডিপ্যাপ সার্ভিস হস্তান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে হোম কেয়ার সিডিপ্যাপ সার্ভিস গ্রহীতাকে পিপিএল এর কাছে হস্তান্তর করতে হবে। পিপিএল তার অধীনে থাকা নির্দিষ্ট কোম্পানী ও এজেন্টরা জানুয়ারি থেকে সিডিপ্যাপ সার্ভিসের আওতাধীন হোমকেয়ার সেবাদাতা ও গ্রহীতাদের মনিটরিং কার্যক্রম শুরু করবে।

এদিকে এ সিদ্ধান্তের পর অনেক সেবা কনজ্যুমার ও সেবা দাতা সিডিপ্যাপ প্রোগ্রাম এ থাকবেন নাকি পিসিএ-তে স্থানান্তর হবেন এমন সিদ্ধান্তহীনতায় ভূগছেন। এছাড়াও নতুন কোম্পানি সিডিপ্যাপ প্রোগ্রামে ঘণ্টা প্রতি হোম কেয়ারের বেতন কত দিবে এবং কিভাবে সিডিপ্যাপ প্রোগ্রাম পরিচালনা করবে সেটি নিয়েও দ্বিধাগ্রস্ত। পিপিএল নতুন নিয়মে কিভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং বেতন কাঠামো কি হবে সেটি এখনো স্পষ্ট করেনি। বাঙালি কমিউনিটির প্রায় কয়েক হাজার পরিবার হোকেয়ার সেবা গ্রহীতা ও সেবা দাতা কার্যক্রমে জড়িত। কমিউনিটির অনেকেই নিজের পরিবারের বয়োবৃদ্ধ পিতা-মাতা কিংবা নিজের আত্মীয় স্বজনের সিডিপ্যাপ হোমকেয়ার দিয়ে আসছেন। এছাড়াও বর্তমানে হোম কেয়ার সেবা কোম্পানী ও এজেন্টদের সাথে কাজ করে তারা অনেকেই অভ্যস্ত। কিন্তু সিডিপ্যাপ সার্ভি থেকে পিসিএ প্রোগ্রামে পরিবর্তন করলে রয়েছে ভিন্ন শর্ত। এমনকি সিডিপ্যাপের নতুন কোম্পানির শর্তে হেরফের হলেই হারাতে পারেন হোমকেয়ার। তাই সিডিপ্যাপ প্রোগ্রামে নতুন কোম্পানীর আধীনে যাবেন নাকি বর্তমান কোম্পানীর সাথে পিসিএ প্রোগ্রামে হোম কেয়ার সেবা পরিবর্তন করবেন এমন চিন্তায় রয়েছেন অনেকেই।

অপরদিকে বর্তমানে হোম কেয়ার সেবা দিচ্ছে এমন একাধিক প্রতিষ্ঠান ও তাদের সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন এ বিষয়ে কোর্টে মামলা করেছে। তারা চাইছে আগের নিয়মে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত হোমকেয়ার কোম্পানীর মাধ্যমে সিডিপ্যাপের সেবা দেওয়া হোক।

তাদের দাবি, নতুন এ পরিকল্পনায় সিডিপ্যাপ এর সেবায় কোন পরিবর্তন না হলেও সেটার নিয়ন্ত্রণ নির্দিষ্ট কোম্পানীর অধীনে চলে যাওয়ায় এতে জড়িত ক্ষুদ্র ব্যবসায় ধস নামবে। নিউইয়র্কে ছোট-বড় প্রায় ৬ শতাধিক এজেন্সী দীর্ঘদিন সিডিপ্যাপ প্রোগ্রামের আওতায় হোম কেয়ার সেবা পরিচালনার ব্যবসা করে আসছে। এতে প্রায় কয়েক হাজার কর্মী চাকরি করছেন। হোম কেয়ার সার্ভিসের পরিবর্তনে গভর্ণর এ পরিকল্পনায় ১২০০ নতুন কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এ ব্যবসায় জড়িত ৬ শতাধিক এজেন্সীর কর্মরত কর্মীরা চাকরি

বাকি অংশ ০৮ পৃষ্ঠায়

ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্ক ভারতীয় কনস্যুলেট-দূতাবাসের সামনে বাংলাদেশীদের বিক্ষোভ

বিশেষ প্রতিনিধি: ভারতীয় আগ্রাসন, সীমান্তে হত্যা, মিথ্যা অপপ্রচার এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অযৌক্তিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে নিউইয়র্কে কনস্যুলেট ও ওয়াশিংটন ডিসিতে

বাকি অংশ ১৮ পৃষ্ঠায়



বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার পাঠক, শুভানুধ্যায়ী ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সবাইকে মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।

-সম্পাদক

সর্বস্থান থেকে অবৈধ অভিবাসী গ্রেপ্তারের ক্ষমতা পাচ্ছে আইসিই!



- পরিবারের সাথে ইউএসএ জন্মগ্রহণকারী সিটিজেন সন্তানদেরও নির্বাসন করা হবে।
- বরখাস্ত নাগরিকদের তাদের দেশ গ্রহণ না করলে বন্ধ হবে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা।
- নিউউয়র্কের স্যাঙ্কচুয়ারি আইন শিথিলতায় নির্বাহী আদেশ স্বাক্ষর করবেন অ্যাডামস।

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের স্কুল-হাসপাতাল, ধর্মীয় উপসানালয়, বিভিন্ন অনুষ্ঠান সমাবেশসহ সর্বস্থান থেকে অবৈধ অভিবাসী গ্রেপ্তারের ক্ষমতা পাচ্ছে ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) এজেন্টরা। নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শপথ গ্রহণের পর দিনই নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে অবৈধ অভিবাসী গ্রেপ্তারে আইসকে এ ক্ষমতা দিবেন। বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গণমাধ্যম এনবিসি নিউজ একটি প্রতিবেদনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ একাধিক ব্যক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে গণ নির্বাসনের এ পরিকল্পনাটি তুলে ধরে।

এদিকে অনিবন্ধিত (অনাগরিক) অভিভাবকদের সাথে ইউএসএ জন্মগ্রহণকারী সিটিজেন সন্তানদেরও গণ ডিপোর্টেশন করা হবে। । টাইম ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমনটি জানিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ সময় তিনি আরো জানান, গণ ডিপোর্টেশনের কার্যক্রম যারা অমান্য করবে তাদের বরখাস্ত করা হবে।

অপর দিকে নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামস ট্রাম্পের গণ ডিপোর্টেশন কার্যক্রমকে বাস্তবায়নে স্যাঙ্কচুয়ারি সিটির আইন শিথিলতায় একটি নির্বাহী আদেশ স্বাক্ষর করবেন। এর মাধ্যমে নিউইয়র্কে অবস্থানরত অবৈধ অভিবাসীকে সহজেই গ্রেপ্তার করতে পারবে ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) এজেন্টরা।

এনবিসি নিউজের ওই প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন তথ্যানুসারে জানা গেছে , ২০১১ সাল থেকে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সময় গণ ডিপোর্টশনে স্কুল-হাসপাতাল, ধর্মীয় উপসানালয় ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান সমাবেশসহ সর্বস্থান থেকে অবৈধ অভিবাসী গ্রেপ্তারের ক্ষমতা সংকুচিত করা হয় ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) এজেন্টদের। আইস এজেন্টরা এসব স্থান থেকে অবৈধ অভিবাসী গ্রেপ্তার ও অভিযানে প্রবেশের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুপারভাইজার ও

বাকি অংশ ০৮ পৃষ্ঠায়

দেড় কোটি ডলার পাচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

এবিসি নিউজের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নবনির্বাচিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দায়ের করা মানহানির মামলা দফারফা করতে দেড় কোটি ডলার পরিশোধে রাজি হয়েছে দেশটির সংবাদমাধ্যম এবিসি নিউজ। প্রতিষ্ঠানটির উপস্থাপক জর্জ স্টেফানোপোলাস প্রমাণ ছাড়া ট্রাম্পকে ধর্ষণের জন্য অভিযুক্ত বলে মন্তব্য করার খেসারত দিতে হল গণমাধ্যমটিকে।

শনিবার তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে সংবাদমাধ্যম বিবিসি তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে।

বাকি অংশ ০৮ পৃষ্ঠায়

বিরোধীদের সন্ত্রাসবাদী হিসেবে প্রচার করেছে আ. লীগ

যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তরের রিপোর্ট



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশে বিরোধী রাজনীতিকে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেছে। নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীর

বাকি অংশ ৫ পৃষ্ঠায়

যে কোন ইন্স্যুরেন্স পেতে আজই যোগাযোগ করুন



EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
APOLLO
INSURANCE BROKERAGE
WE DO TLC INSURANCE
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

TIME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com



Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি'র আনন্দ সমাবেশ







দেশকে লুটে খাওয়ার দিন শেষ : আহবাব চৌধুরী খোকন

নিউইয়র্ক: পতিত স্বৈরাচার শেখ হাসিনা বিগত পনেরোটা বছর দেশকে লুটে পুটে খেয়েছে। দেশের মানুষ দিনের পর দিন গরীব হলেও আওয়ামী লীগের নেতারা দেশে বিদেশে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছে। তাই বিদেশের মাটিতে গড়ে উঠেছে বেগম পাড়া। সাধারণ মানুষের টাকায় কেনা গুলী দিয়ে শেখ হাসিনা দুই হাজার নিরাপরাদ ছাত্রকে গুলি করে হত্যা করেছে। দেশের মাটিতে এই গণহত্যার বিচার একদিন হবে। নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপির সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন সংগঠনের এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সম্প্রতি বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের দায়েরকৃত মিথ্যা গ্রেনেড মামলা থেকে অব্যাহতি পাওয়ায় গত ১০ নভেম্বর নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি আনন্দ সমাবেশের আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সিনিয়র সহ সভাপতি কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন সহ অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এ জিএম জাহাঙ্গীর হোসাইন, আব্দুর রহিম, সোহেব আহমদ, বেলাল আহমদ চৌধুরী, লিয়াকত আলী, মোহাম্মদ আলী রাজা, সেবুল খান মাহবুব, লিয়াকত আলী, আনোয়ারুল আলম ভূইয়া, সুলতান মাহমুদ সিদ্দিকি, জিল্লুর রহমান খান, শেখ আক্তার নানু, ফারুক কবির, তপদির রায় বরুন, কাওছার আহমদ, জিকরুল আমিন জুহেল, ইউছুফ আলী প্রমুখ ।

অনুষ্ঠানে ফয়েজ চৌধুরী বলেন, আওয়ামী লীগ রাজনীতি থেকে বিএনপি ও তারেক রহমানকে দুরে রাখতে চেয়েছিল বলে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে ফরমায়েশি রায়ের মাধ্যমে তারেক রহমানের জীবনকে বিপন্ন করতে চেয়েছিলো। আদালত তারেক রহমানকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়ায় প্রমানিত হয়েছে এই সকল মামলা পাতানো এবং ষড়যন্ত্রমূলক।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তারা বলেন, ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশের মাটিতে শেখ হাসিনা গণহত্যা এবং খুন ও গুমের বিচার হবে। সভায় বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন এবং সবাইকে মিষ্টি মুখে আপ্যায়িত করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

অনলাইনে পেমেন্টের সঠিক বিকল্প খুঁজুন।

নিম্নলিখিতগুলি সহ পেমেন্টের বিকল্পগুলি তাৎক্ষণিকভাবে অ্যাক্সেস করতে আপনার অনলাইন অ্যাকাউন্টে যান:

- পেমেন্ট এক্সটেনশন যদি অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হয়
- স্বয়ংক্রিয় পেমেন্ট যা একবার সেট করলেই আর ভাবতে হবে না
- সরাসরি পেমেন্ট যা কয়েক সেকেন্ডেই সম্পন্ন করা যায়

QR কোড স্ক্যান করুন অথবা আরো জানতে **coned.com/payplans** ভিজিট করুন।

conEdison



অন্তর্বর্তী সরকার সুশাসিত বাংলাদেশ গঠনে অঙ্গীকারবদ্ধ

প্রধান উপদেষ্টা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও সুশাসিত বাংলাদেশ গঠনে অঙ্গীকারবদ্ধ।

শনিবার 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস' উপলক্ষ্যে শুক্রবার দেওয়া এক বাণীতে তিনি এ আহ্বান জানান।

শহীদ বুদ্ধিজীবীসহ মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে ড. ইউনূস বলেন, 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় দিন। মহান মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিনগুলোতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা পরাজয় নিশ্চিত জেনে বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করতে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করে।'

তিনি বলেন, বাঙালি জাতির বিজয়ের প্রাক্কালে স্বাধীনতাবিরোধীরা দেশের শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, আইনজীবী, শিল্পী, প্রকৌশলী, দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদসহ দেশের মেধাবী সন্তানদের নির্মমভাবে হত্যা ও গুম করে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, শহীদুল্লাহ কায়সার, গিয়াসউদ্দিন, ডা. ফজলে রাব্বি, আবদুল আলীম চৌধুরী, সিরাজউদ্দীন হোসেন, সেলিনা পারভীন, ড. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতাসহ আরও অনেকে।

বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, স্বাধীনতাবিরোধীরা এই পরিকল্পিত নৃশংস হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে পরাজয়ের জঘন্যতম প্রতিশোধ নেয়।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির যেকোনো চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান প্রধান উপদেষ্টা।

সাম্প্রদায়িক যোগসূত্র নেই ৯ মৃত্যুর আটটিতেই

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীর হামলায় ৪ আগস্ট নিহত হন হবিগঞ্জ সদরের রিপন চন্দ্র শীল। তাঁর ছোট ভাই শিপন চন্দ্র শীল আগের দিন পুলিশের গুলিতে আহত হন। অভ্যুত্থানে শহীদের সরকারি তালিকায়ও আছে রিপন শীলের নাম। তবে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের তালিকায় রিপন শীলকে সংখ্যালঘু নিপীড়নে নিহত দাবি করা হয়েছে।

গত ১১ অক্টোবর পৌর শহরের অনন্তপুর আবাসিক এলাকার রিপনের বাসায় গিয়েছিলেন সমকালের হবিগঞ্জ প্রতিনিধি। সেদিন তাঁর মা রুবী রানী শীল, বোন চম্পা শীল এবং ভাই শিপন শীল নিশ্চিত করেছিলেন, শেখ হাসিনার পতন ঘটানোর আন্দোলনে অংশ নিয়ে রিপন শীল প্রাণ হারান।

হবিগঞ্জ ছাত্রদল সভাপতি শাহ রাজিব আহমেদ রিংগন বলেন, রিপন শীল ছিলেন বিএনপিকর্মী। ৪ আগস্ট বিকেলে হামলাকারী আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা হাজার হাজার আন্দোলনকারীর প্রতিরোধে টিকতে না পেরে তৎকালীন এমপি আবু জাহিরের বাসায় অবস্থান নেয়। আন্দোলনকারীরা বাসাটি ঘেরাওয়ের সময় রিপন শীল ছিলেন সামনের সারিতে। আবু জাহিরের বাড়ি থেকে ছোড়া গুলিতে তিনি শহীদ হন।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের পরিসংখ্যানে ৪ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত সংখ্যালঘু নিপীড়নের ঘটনা ২ হাজার ১০টি। হত্যাকাণ্ড হয়েছে ৯টি। ভুক্তভোগী পরিবার, প্রত্যক্ষদর্শী, আইন শৃঙ্খলাবাহিনীর সঙ্গে কথা বলেছেন এ প্রতিবেদক। আটটি হত্যায় সাম্প্রদায়িক সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রাপ্ত তথ্য বলছে, রাজনৈতিক সংঘর্ষ, জমি ও টাকা নিয়ে বিরোধ, পূর্বশত্রুতার জেরে নিহত হয়েছেন ছয়জন। থানা ঘেরাওয়ের সময় জনতার পিটুনিতে নিহত হয়েছেন এক পুলিশ কর্মকর্তা। হৃদরোগে মারা গেছেন একজন। আরেকজনের খুনের কারণ এখনও অজানা। এসব ঘটনায় মামলা হয়েছে আটটি।

ঐক্য পরিষদের তথ্য সংগ্রহ ও মনিটরিং সেলের সদস্য সচিব মনীন্দ্র কুমার নাথ বলেন, আগস্টে দেশে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ছিল না। সাংগঠনিকভাবে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে, তা একসঙ্গে করে তালিকা করা হয়েছে। আমরা তদন্ত সংস্থা না। সত্য কী, সরকার তদন্ত করে দেখুক।

অভ্যুত্থানে শহীদ রিপন শীলকে কেন সংখ্যালঘু নির্যাতনে নিহত দাবি করা হলো এ প্রশ্নে তিনি বলেন, ৪ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের যারা নিহত হয়েছেন, তাদের নাম রাখা হয়েছে এই তালিকায়।

ছাত্র-জনতাকে হটাতে গিয়ে নিহতকে সংখ্যালঘু নিপীড়ন দাবি

রংপুরে ৪ আগস্ট নিহত হন ওয়ার্ড কাউন্সিলর হারাধন রায় হারা। তিনি রংপুর মহানগর পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এবং আওয়ামী লীগের পরশুরাম থানার সভাপতি ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানা গেছে, ৪ আগস্ট সরকার পতনের একদফা দাবিতে নগরীর টাউন হলে জমায়েত হওয়া ছাত্র-জনতাকে হটাতে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা লাঠিসোটা নিয়ে মিছিল বের করে। আওয়ামী লীগের মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়া হারাধন রায় সংঘর্ষের একপর্যায়ে পালিয়ে কালীবাড়ি মন্দিরে ঢুকতে চাইলে তাকে পিটিয়ে হত্যা করে আন্দোলনকারীরা। এরপর সাত ঘণ্টা তাঁর লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়। একই সময় তাঁর সঙ্গে নিহত হন ফাত্তা সুরুজ নামে এক মুসলমান ব্যক্তি।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন রংপুরের নেতা নাহিদ হাসান বলেন, সংখ্যালঘু নিপীড়নের প্রশ্নই আসে না। হারাধনের নেতৃত্বে সেদিন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা গুলি করে ছাত্র-জনতাকে হত্যা করে। প্রতিরোধে হারাধন নিহত হন। ঐক্য পরিষদ এ হত্যাকে সংখ্যালঘু নিপীড়ন বলে দাবি করলেও হারাধনের স্ত্রীর

বাকি অংশ ০৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণ ভারতের জন্য উদ্বেগের



সংসদে জয়শঙ্কর

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণ ভারতের জন্য উদ্বেগের এবং নয়াদিল্লি আশা করে ঢাকা নিজ স্বার্থেই তাদের নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা নেবে।

শুক্রবার লোকসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে এসব কথা বলেন তিনি। খবর টাইমস অব ইন্ডিয়ার।

খবরে বলা হয়- কংগ্রেসকে সংসদ সদস্য মনীশ তিওয়ারির এক প্রশ্নের জবাবে জয়শঙ্কর বলেন, 'ভারত আশা করে বাংলাদেশের নতুন সরকার পারস্পরিক লাভজনক ও স্থিতিশীল সম্পর্কের দিকে এগিয়ে যাবে। আমরা আমাদের উদ্বেগের বিষয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।'

সম্প্রতি পররাষ্ট্র সচিব ঢাকা সফর করেছেন। সফরকালে বৈঠকগুলোতেও বিষয়টি উঠে এসেছে।

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ তাদের ওপর একাধিক হামলার ঘটনা ঘটেছে। আমাদের প্রত্যাশা, বাংলাদেশ তার নিজ স্বার্থে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থা নেবে।'

বাংলাদেশে উন্নয়ন প্রকল্পে ভারতের একটি ভালো অতীত রয়েছে উল্লেখ করে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'প্রতিবেশী প্রথম' এই নীতির অর্থ হলো, পাকিস্তান ও চীন বাদে প্রায় প্রতিটি প্রতিবেশী দেশেই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তাই। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের অংশীদারিত্ব রয়েছে জানিয়ে জয়শঙ্কর বলেন, ঢাকা-নয়াদিল্লি সম্পর্কের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষকে পরিপক্ব আচরণ করা জরুরি। আমাদের প্রতিবেশী দেশেরও নিজস্ব রাজনীতি আছে। সেখানে উত্থান-পতন হবে, এটা স্বাভাবিক। তবে আমাদের লক্ষ্য স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং সহযোগিতা বাড়ানো।

এর আগে ৯ ডিসেম্বর ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিশ্রি ঢাকা সফরে এসে বাংলাদেশের সঙ্গে একটি ইতিবাচক, গঠনমূলক এবং পারস্পরিক লাভজনক সম্পর্ক গড়ার কথা জানান। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে ভারতের আকাঙ্ক্ষার কথাও তিনি তুলে ধরেন।



ঢাকায় এক ঘণ্টা কোথায় ছিলেন বিক্রম?

এক্সক্লুসিভ

মিজানুর রহমান: উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছিল চারদিকে। ছিল নতুন নতুন গুজব। গত ৩ মাস ধরে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে যা ঘটেছে তা ৫২ বছরের ইতিহাসে নজিরবিহীন। কেন এমনটি হলো? ভারতকে তো বাংলাদেশের মানুষ বন্ধু-জ্ঞান করে। '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু ৫ই আগস্ট বাংলাদেশে রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের পর ভারতের সেই ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠলো। ঠুনকো কিছু ঘটনা নিয়ে শোরগোল ফেলে দিলো ভারতীয় মিডিয়া। একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করানো হলো। সবই হলো রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে টার্গেট করে সংখ্যালঘুদের নির্যাতন করা হচ্ছে এমন একটা সুর তুলে সীমান্তের ওপারে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটানো হলো। রক্ষা পেলো না বাংলাদেশের মিশনও। ভারতীয় রাজনীতিবিদরা অহেতুক, অপ্রয়োজনীয় বাক্যবাণে বাংলাদেশের গায়ে কালিমা লেপনের চেষ্টা করলেন! শান্ত এই ভূমিতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী পাঠানোর প্রস্তাবও করে বসলেন। হ্যাঁ এটা সত্য যে, ৩৬ জুলাই খ্যাত ৫ই আগস্ট বদলে দিয়েছে এই ব-দ্বীপের শাসন ব্যবস্থা তথা রাজনীতির হিসাবনিকাশ। দিল্লির সমর্থনে

বাকি অংশ ০৭ পৃষ্ঠায়

গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের কারও লাশ উত্তোলন করা যাবে না



সারজিস আলম

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে কোনো শহীদের লাশ উত্তোলন করা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক সারজিস আলম। আজ শনিবার দুপুরে রাজশাহী শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শহীদদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন।

সারজিস আলম বলেন, '১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের হত্যার সঙ্গে যারা জড়িত ছিল, তাদের বিচারের জন্য যদি শেখ মুজিবুর রহমানের ডেথ বডি (মরদেহ) উত্তোলনের প্রয়োজন না হয়, তাহলে এই ২৪-এর অভ্যুত্থানে খুনি শেখ হাসিনার হুকুমে এই বাংলাদেশে যারা গণহত্যা ঘটিয়েছে, জীবন নিয়েছে, তাদের বিচারের জন্য কেন শহীদদের লাশ উত্তোলন করতে হবে। ২৪-এর অভ্যুত্থানে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, হত্যা মামলাগুলোর জন্য তাঁদের কারও লাশ উত্তোলন করা যাবে না। আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আমাদের বিচারিক যে মন্ত্রণালয় রয়েছে, সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়কে একটি কথা বলে দিতে চাই, তাঁরা জীবন দিয়ে নতুন বাংলাদেশ এনে দিয়েছেন, যে ভাইয়ের জীবনের বিনিময়ে আপনি ওই চেয়ারে বসে আছেন। ক্ষতবিক্ষত বুক নিয়ে যে বাবা, মা, ভাই, বোন, সহধর্মিণী বেঁচে রয়েছেন, তাঁদের

বাকি অংশ ১৩ পৃষ্ঠায়



The Weekly Bangla Patrika
Editor: Abu Taher
Tel: 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়



বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস

আজ বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের এইদিনে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের অবসান ও চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। অবিস্মরণীয় এই বিজয়ের মাধ্যমে বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। জাতীয় জীবনে সূচিত হয় নতুন অধ্যায়। ৩০ লাখ শহীদের আত্মদান ও অগণিত মুক্তিকামী মানুষের অপরিসীম ত্যাগ মুক্তিযুদ্ধকে জাতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই যুদ্ধ ও বিজয় জাতীয় অগ্রগতির অভিযাত্রায় অন্তহীন প্রেরণার উৎস। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ইতিহাস জাতীয় স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সুরক্ষায় অনাগতকাল অনুপ্রেরণা যুগিয়ে যাবে। ইতিহাসের নানা পর্যায়ে আন্দোলন-সংগ্রাম করে, মুক্তিযুদ্ধ করে আমরা স্বাধীনতা ও জাতীয় প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছি। এই স্বাধীনতা ও জাতীয় প্রতিষ্ঠা যাদের রক্ত ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে, আজকের দিনে সেই মুক্তিসংগ্রামী, মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের আমরা বিনম্র শ্রদ্ধা ও গভীর ভালোবাসায় স্মরণ করছি। তাদের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

স্বাধীনতার লক্ষ্য ও প্রত্যাশা অর্জনে জাতীয়ভাবেই আমাদের ভূমিকা রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, জাতীয় ঐক্য, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, আইনের শাসন, সুবিচারের নিশ্চয়তা ও সুশাসনই কেবল দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিতে পারে। বাংলাদেশ এক অমিত সম্ভাবনার দেশ।

মহান স্বাধীনতা ও বিজয়ের ৫৩ বছর পূর্ণ হয়েছে। সঙ্গত বিবেচনাতেই আমরা কী পেয়েছি, কী পাইনি, সাদামাঠা হলেও তার একটা হিসাব করা দরকার। একথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই যে, স্বাধীনতার কিছু লক্ষ্য থাকে, যা আমাদেরও ছিল। স্বশাসন, সুশাসন, আইনের শাসন, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়েই স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল এবং সে সংগ্রামে আমরা বিজয়ী হয়েছি। জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট ও জনসমর্থিত লক্ষ্যগুলো অর্জিত না হলে এ বিজয়কে সার্বিক অর্থে বিজয় বলে চিহ্নিত করা যায় না। সত্য বটে, পরাধীনতা ও পরশাসন থেকে আমরা মুক্ত হয়েছি। রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক স্বাধীনতা পেয়েছি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকেও আমরা মুক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু সে মুক্তি আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতেই নতুন করে মুক্ত ও স্বাধীন হওয়ার লড়াইয়ে আমাদের অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। গোটা জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের মধ্যদিয়ে প্রত্যাশিত মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। বলতে দ্বিধা নেই, সেই ৭১-এর স্বাধীনতার সেই স্বপ্ন ও প্রত্যাশা তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার দুঃশাসনে। জাতির মধ্যে বিভক্তি স্পষ্ট রূপ লাভ করেছিল। সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ বেড়েছিল। অপরাজনীতির চর্চা ব্যাপকতা লাভ করেছিল। এটা জাতীয় স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের জন্য হয়ে পড়েছিল হুমকিস্বরূপ। কে না জানে, গণতন্ত্রের জন্য দীর্ঘ সংগ্রামের পথ ধরেই স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। '৭০-এর নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও তৎকালীন সরকার তা মেনে না নিয়ে গণতন্ত্রকে ব্যাহত করেছিল এবং দমন-পীড়নের পথ বেছে নিয়েছিল, যা থেকে সূচনা হয়েছিল, আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম। গণতন্ত্রে জনগণই ক্ষমতার উৎস। অথচ, স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরও আমাদের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় লড়াই করতে হচ্ছে। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে আমরা পারিনি।

৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভূতপূর্ব অভ্যুত্থানে ফ্যাসিস্ট হাসিনা ভারতে পালিয়ে গেছেন। তার সরকারের পতন ঘটেছে। দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনগণের আকাঙ্খার অনুবর্তী, অন্তর্বর্তী সরকার। দেশ নতুন করে মুক্ত ও স্বাধীন হয়েছে। এই নতুন স্বাধীনতার লক্ষ্য '৭১-এর স্বাধীনতা থেকে ভিন্ন নয়। এখন একটা সুযোগ এসেছে, এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের। গণতন্ত্রে সরকার পরিবর্তনের একমাত্র উপায় অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। সেই নির্বাচন শেখ হাসিনার স্বৈরাশাসনামলে বিতর্কিত হয়েছিল। পর পর তিনটি নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। এসব নির্বাচনে জনগণ ভোট দিতে পারেনি। ভুয়া নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একদলীয় জবরদস্তিমূলক শাসন জনগণের বুকের ওপর চেপে বসেছিল। সুশাসন, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার ও আইনের শাসনের মতো মৌলিক বিষয়গুলো হারিয়ে গিয়েছিল। রাজনৈতিক বিভক্তি, দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন স্থায়ী রূপ লাভ করেছিল। দেশ এক ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে পতিত হয়েছিল। অর্থনৈতিক মন্দা, রিজার্ভ-ঘাটতি, পণ্যমূল্যের অস্বাভাবিক স্ফীতি, দারিদ্র্য বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের অভাব, বিনিয়োগশূন্যতা ইত্যাদিতে মানুষের উদ্বেগ ও কষ্টের শেষ ছিল না। এসব সমস্যা ও সংকট নিরসনে যখন সকলের ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্তরিক প্রয়াস চালানো দরকার ছিল, তখন শাসক দল ও শ্রেণি হিংসা-বিদ্বেষে মত্ত ছিল এবং লুণ্ঠন ও অর্থপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। স্বাধীনতার আকাঙ্খা ও লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে হলে, উন্মুক্ত রাজনীতি, গণতন্ত্রের বিকাশ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। একই সঙ্গে নাগরিক নিরাপত্তা, বিনিয়োগ, ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস ও দুর্নীতি রোধ করা অপরিহার্য। গণতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ় এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে নিরন্তর প্রয়াস চালানো প্রয়োজন। এখন তথাকথিত বেশি উন্নয়ন, কম গণতন্ত্রের দিন শেষ। এখন গণতন্ত্র ও উন্নয়নকে একসঙ্গে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে। আমাদের গণতন্ত্র যেমন দরকার, তেমনি উন্নয়নও দরকার। ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, গণতন্ত্রে উন্নয়ন সুষম ও দ্রুতায়িত হয়। ফ্যাসিস্ট হাসিনার সরকার বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবয়ন করেছিল। এদিকে খেয়াল রেখে স্বাধীনতার লক্ষ্য ও প্রত্যাশা অর্জনে জাতীয়ভাবেই আমাদের ভূমিকা রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, জাতীয় ঐক্য, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, আইনের শাসন, সুবিচারের নিশ্চয়তা ও সুশাসনই কেবল দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিতে পারে। বাংলাদেশ এক অমিত সম্ভাবনার দেশ। সম্পদ, শক্তি ও উদ্যমে ভরা দেশটি ইতোমধ্যে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। দ্রুতই মধ্যম ও উন্নত দেশের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই চলা অব্যাহত রাখতে হবে। আমরা পেছনে হাঁটতে চাই না, সামনে এগিয়ে যেতে চাই। জাতিকে সামনে এগিয়ে নেয়ার প্রধান দায়িত্ব সরকার, রাজনীতিকদের। আমরা আশা করতে চাই, আমাদের সরকার, রাজনৈতিক নেতৃত্ব শুভবুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দেবে।

স্বাধীন মিডিয়ার পরাধীনতা

মোজাম্মেল হোসেন

মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর গত অর্ধশতাব্দী সংবাদমাধ্যমে একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসকে ধরে মাসের প্রথম দিন থেকে 'বিজয়ের মাস' স্মরণ করে প্রতিদিন সেই বিজয়গাথা নিয়ে কিছু-না-কিছু লেখা, ১৯৭১ সালের সেই দিনের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান ঘটনা বা অগ্রগতির বিবরণ এখনকার শিশু-কিশোর-তরুণদের জন্য তুলে ধরা সে-দিনের ছবি দিয়ে বা মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকারের নবায়ন বা পাওয়া না-পাওয়ার হিসেবের বিশ্লেষণ করা ইত্যাদি। কখনো এ ধরনের সাংবাদিকতার গতানুগতিকতা নিয়ে সমালোচনা-আত্মসমালোচনা হয়েছে, কখনো পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় একেকটি সংবাদপত্র বা টেলিভিশন চ্যানেল উপস্থাপনা ও বিষয়বস্তুর নতুনত্ব খুঁজে দেখার চেষ্টা করেছে। মুক্তিযুদ্ধ যেহেতু আমাদের ইতিহাসের সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ অনন্যসাধারণ বর্ণাঢ্য মহাকাব্যিক এক ঘটনা তাই তা নিয়ে জনসাধারণের আবেগ বেশি থাকা স্বাভাবিক এবং সংবাদমাধ্যম বা মিডিয়ায় তা প্রতিফলিত হয়।

একইভাবে আমরা ফেব্রুয়ারিকে 'ভাষার মাস' ও মার্চকে 'অগ্নিঝরা' বলে অভিহিত করি। ২৬শে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস ও ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস এবং এর মধ্যে শেষোক্তটি জাতীয় দিবস।

আবার আমাদের এই অর্ধশতকের ইতিহাস ভয়ঙ্কর উঠতি-পড়তি দ্বারাও চিহ্নিত। স্বাধীনতার জন্য তৃণমূলের কৃষকসন্তানসহ গোটা জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে জনযুদ্ধে লিপ্ত হলেও খুব অল্প সংখ্যক লোক ছিল পাকিস্তান সরকারের পক্ষে। এমনকি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালিদের ওপর গণহত্যা চালানোর পরও তারা ঐ সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছে রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনীর সদস্য হয়ে। রাজনৈতিক দল হিসেবে কেবল মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামী ছিল স্বাধীনতার বিরুদ্ধে। মুসলিম লীগ তুলনামূলক দুর্বল হওয়ায় এখানে প্রধান ভূমিকা ছিল জামায়াতের। পৃথিবীর ইতিহাসে সব দেশেই স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামে আপামর জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থানকারী কিছু গাদ্দার বা বেঈমান লোক পাওয়া যায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ক্রমে নানা রাজনৈতিক ও গোষ্ঠীগত স্বার্থের দ্বন্দ্বের কারণে মুক্তিযুদ্ধকালীন ঐক্য শিথিল হয় এবং কিছু শাসনব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে স্বাধীনতাবিরোধীরা শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। দেশি-বিদেশি স্বাধীনতাবিরোধীদের চক্রান্তে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট দেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিবারের অনেক সদস্যসহ নিহত হলে পরবর্তী দুই দশক সামরিক-আধা সামরিক শাসনের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হওয়ার সময় দেশের ঐক্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ থেকে দেশ সরে যেতে থাকে। গণতন্ত্র ও সাম্যের বিপরীতে দেশে অর্থনৈতিকভাবে লুটেরা শ্রেণির আধিপত্য তৈরি হয়। বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বকারী দল আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় ফিরে এলেও দেশ আর জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের কাঙ্ক্ষিত পথে অগ্রসর হতে পারে না। বরং আওয়ামী লীগেই মধ্যবিত্তরা পিছিয়ে পড়ে ও নব্য লুটেরা শ্রেণির আধিপত্য বাড়ে। বিশেষত ২০০৮ সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পরে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪-এর তিনটি সংসদ নির্বাচনে ন্যক্কারজনক কারচুপির মাধ্যমে শেখ হাসিনা একচ্ছত্রভাবে একটানা ক্ষমতায় থেকে যান। এ সময় দেশে বিশ্বের দৃষ্টিকাড়া উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলেও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয়-সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো ভঙ্গুর হয়ে পড়ে, দেশ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয় এবং শেখ হাসিনা জনপ্রিয়তা হারাতে থাকেন। এই তো সেদিনের ঘটনা আমরা সবাই জানি যে, কলঙ্কিত একতরফা সংসদ নির্বাচনের মাত্র ছয় মাস পরই সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে উদ্ভূত ছাত্র আন্দোলন দ্রুত সরকার উৎখাতের আন্দোলনে রূপ নেয় এবং অভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। দৃশ্যত সেনাবাহিনীর সম্মতিতে ছাত্ররা নোবেলজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান করে একটি অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় বসায়। দ্রুতই দৃশ্যমান হয় যে, এই সরকারে জামায়াতে ইসলামীসহ ইসলামপন্থি দল ও গ্রুপগুলোর আধিপত্য রয়েছে। আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপি দ্রুত জাতীয় নির্বাচন দাবি করলেও তার আগে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কারের কাজ এগিয়ে নিতে জামায়াত ও আন্দোলনের ছাত্রনেতারা বেশি প্রভাব খাটাচ্ছে।

এই রকম পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এসেছে বিজয়ের মাস ডিসেম্বর। পরিবর্তনটা এমনই যে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নাগরিকদের প্রশ্ন উচ্চারিত হয় যে, এবার বিজয় দিবস উদ্‌ যাপন হবে তো? হলেও কেমন হবে? বিজয়ের মাস কেমন যাবে? আর ডিসেম্বরের প্রথম দিন সকলেরই নজরে পড়ে যে সংবাদপত্র ও টেলিভিশনে বিজয়ের মাসের ঐতিহ্যবাহী বিশেষ প্রতিবেদন ও রচনাগুলো এবার নেই। একবারে যে নেই- তা নয়, তবে যা আছে তা বুড়ি ছোঁয়ার মতো। কোনো দৈনিক ঐতিহ্য বজায় রেখেছে প্রথম পৃষ্ঠায় 'বিজয়ের মাস' লোগো দিয়েই প্রতিবেদন প্রকাশে, কোনো পত্রিকা প্রতিদিন দিচ্ছে না বা পেছনের পাতায় দিচ্ছে, কোনো পত্রিকায় একবারেই নেই। সবচেয়ে লক্ষণীয় সম্প্রচার মিডিয়া তথা টেলিভিশনে একাত্তরের ডিসেম্বরে বিজয় অভিমুখে মুক্তিযুদ্ধের দুর্বার অগ্রগতির ফুটেজ দিয়ে যে প্রতিবেদনগুলো প্রতি বছর দেখা যেতো তা এবার কোনো চ্যানেলেই নেই।

কেন এই সংবরণ? বিজয়ের মাস উদ্‌ যাপনের ঐতিহ্য থেকে সংবাদমাধ্যমকে সরালো কে? স্পষ্টত সরকারি কোনো নির্দেশ নেই। থাকলে সব মিডিয়াই তা অনুসরণ করতো। নিকট অতীতে ১৫ই আগস্ট-পরবর্তী মোশ্‌ তাকের স্বল্পকালীন শাসন এবং জিয়া ও এরশাদের মার্শাল ল'র শাসনের সময় চোখ রাঙানি, চাপা ধমক ও তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে কোন খবর যাবে বা যাবে না- মর্মে দেয়া 'অ্যাডভাইস' নামের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আমরা জানি। এর বিপরীতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. ইউনূস স্বয়ং এবং তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম একাধিকবার সাংবাদিকদের



> **হাসিনা সরকার একটি ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছিল যার জন্য মিডিয়ায় স্বাধীনভাবে লেখা যায়নি। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে, মিডিয়ার উপর যত রকম নিয়ন্ত্রণ বা সেন্সরশিপ কার্যকর হয় তার মধ্যে একটি হচ্ছে সেলফ সেন্সরশিপ বা স্বনিয়ন্ত্রণ। ভয়ে অথবা কোনো সুবিধা পাওয়ার বিনিময়ে মিডিয়া নিজে থেকেই স্বাধীন সাংবাদিকতা করে না, শাসকদের মন যুগিয়ে চলে।**

বলেছেন, গণমাধ্যম এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং স্বাধীনভাবে লিখলেই বরং সরকার কোথাও ভুল হচ্ছে কি-না তা বুঝতে পারবেন।

শেখ হাসিনার পনের বছরের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে যতগুলো অভিযোগ তার মধ্যে অন্যতম হলো সংবাদ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা দমন। কুখ্যাত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রত্যাহারের জন্য শত দাবি তুলেও সফল হওয়া যায়নি। এই আইন ছাড়াও হাসিনা সরকার একটি ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছিল যার জন্য মিডিয়ায় স্বাধীনভাবে লেখা যায়নি। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে, মিডিয়ার উপর যত রকম নিয়ন্ত্রণ বা সেন্সরশিপ কার্যকর হয় তার মধ্যে একটি হচ্ছে সেলফ সেন্সরশিপ বা স্বনিয়ন্ত্রণ। ভয়ে অথবা কোনো সুবিধা পাওয়ার বিনিময়ে মিডিয়া নিজে থেকেই স্বাধীন সাংবাদিকতা করে না, শাসকদের মন যুগিয়ে চলে।

জুলাই/আগস্ট আন্দোলনের সময় মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর কয়েকটি খোলাখুলিভাবে হাসিনা সরকারের পক্ষ নিয়ে একপেশে সংবাদ পরিবেশন করলেও রাজপথে জনগণের জোর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মূলধারার মিডিয়া নির্ভীকভাবে সব সংবাদ পরিবেশন করেছে। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পরই দেখা গেল যে মিডিয়াগুলো আন্দোলনের তিন সপ্তাহ পুলিশের অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ ও বিপুল সংখ্যক ছাত্র-জনতা নিহত হওয়ার খবর প্রশংসনীয়ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিবেশন করেছে তারাই ৫ থেকে ৮ই আগস্ট পর্যন্ত পুলিশ নিহত হওয়া, থানা আক্রমণ, হিন্দু ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বাড়িঘরে আক্রমণ, সূফী মুসলিমদের মাজার ধ্বংসের খবরগুলো পরিবেশনে তত উৎসাহী নয়। পরে তো সরকারের তরফে ১৪ই অক্টোবর ঘোষণা করা হলো যে, ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ১৫ই জুলাই থেকে ৮ই আগস্ট পর্যন্ত ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারও বিরুদ্ধে মামলা, কাউকে গ্রেপ্তার ও হয়রানি করা হবে না।

অন্তর্বর্তী সরকার বিশেষত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক যারা সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদের আওয়ামী লীগ, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর জাতীয় মর্যাদা বিষয়ে পুনর্মূল্যায়নের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা 'ছাত্ররা রিসেট বাটন টিপে অতীত মুছে ফেলেছে, এভরিথিং ইজ গান' বলে ভয়েস অফ আমেরিকার কাছে যে উক্তি করেছেন তা এখন সর্বাধিক আলোচিত একটি বিষয়। ৫ই আগস্ট সরকার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই গণভবন, সংসদ ভবন, ধানমণ্ডিতে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ও স্মৃতি জাদুঘর এবং সারা দেশে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য, মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্যগুলো এক শ্রেণির বিক্ষুব্ধ মানুষের আক্রমণে ধ্বংস হলেও সরকার কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাননি, সেগুলো রক্ষার ব্যবস্থা করেননি। সরকার ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ও ১৫ই আগস্টকে সরকারি ছুটির তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন। আন্দোলনের প্রধান রূপকার বলে পরিচিতি পাওয়া উপদেষ্টা মাহফুজ আলম নিজে উদ্যোগ নিয়ে বঙ্গভবন থেকে বঙ্গবন্ধুর ছবি অপসারিত করেছেন এবং কোনো সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণা ছাড়াই সরকারি অফিসে বঙ্গবন্ধুর ছবি রাখা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। এই ঘটনাগুলো কি ভয়ের পরিবেশসহ একটি বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যার ফলে স্বাধীন মিডিয়া পরাধীন মনোভাবে স্বনিয়ন্ত্রিত হওয়ায় বিজয়ের মাসে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন কমে গেল?

এই লেখা যখন লিখছি তখন ১২ই ডিসেম্বর খবর এলো যে, বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করা 'রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স' নামের সংগঠন চলতি বছর সাংবাদিকদের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশের তালিকায় যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিস্তিন ও পাকিস্তানের পরই তৃতীয় অবস্থানে বাংলাদেশকে চিহ্নিত করেছে। পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে সাংবাদিকদের মৃত্যুর সংখ্যা দিয়ে এটি বিচার করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও মেক্সিকোতে মৃত্যু হয়েছে ৫ জন করে সাংবাদিকের।

আন্দোলনের পরে দেশে হত্যা মামলার আসামি হন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাংবাদিক যাদের কয়েকজন জেলে আছেন। এ বিষয়টি এখন সরকার একটি কমিটি গঠন করে পর্যালোচনা করছেন। দেড় শতাধিক সাংবাদিকের অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড বাতিল করা হয়েছে কোনো রকম অভিযোগ আনয়ন ও কারণ দর্শানোর সুযোগ ছাড়াই।

বিজয় দিবস পালন নিয়ে অনাবশ্যক সংশয় দেখা দিলেও সরকার তা মর্যাদার সঙ্গে পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। জাতীয় স্মৃতিসৌধে সরকারপ্রধান পুষ্পমাল্য অর্পণ করবেন। কেবল সশস্ত্র বাহিনীর ঐতিহ্যবাহী কুচকাওয়াজ বাতিল থাকবে এবং সারা দেশে বিজয়মেলা অনুষ্ঠিত হবে। এই লেখা নিয়ে জনতার চোখ ম্যাগাজিন প্রকাশিত হওয়ার পরের দিনই জাতি বিজয় দিবস পালন করবে এবং মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা ঢেলে দেবে।

বিরোধীদের সন্ত্রাসবাদী হিসেবে প্রচার করেছে আ. লীগ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) কিছু মানুষ বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। তারা অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। ২০২৩ সালে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বার্ষিক সন্ত্রাস বিষয়ক রিপোর্টে এসব কথা বলেছে। সারা বিশ্বে ওই বছর ঘটে যাওয়া বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনা নিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে- 'কান্ট্রি রিপোর্টস অন টেরোরিজম ২০২৩'। বাংলাদেশ অংশে বলা হয়, ওই বছরে বহুজাতিক সন্ত্রাসী সহিংসতার কোনো রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। বিশেষত কর্তৃপক্ষ উগ্র জঙ্গি, বিশেষ করে আল- কায়েদা সংশ্লিষ্ট গ্রুপ আনসারুল্লাহ বাংলা টিম এবং আইসিস সংশ্লিষ্ট জামাআতুল মুহাহিদীন বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য। যুক্তরাষ্ট্র প্রশিক্ষিত বাংলাদেশ পুলিশ ইউনিটগুলো সন্দেহজনক কয়েক ডজন সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করেছে। ইন্টারপোলের সঙ্গে তথ্য শেয়ার করে বাংলাদেশ। পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ জাতীয় পর্যায়ে সন্ত্রাসীদের একটি ওয়াচলিস্ট তৈরি করেছে। কিন্তু আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে কার্যকরভাবে তা শেয়ার করা হয়নি। বাংলাদেশ তার ওয়াচলিস্টের প্রক্রিয়া ও সুযোগের উন্নতিতে যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত প্রযুক্তিগত সহযোগিতাকে স্বাগত জানিয়েছে। ফ্লাইট পৌঁছার আগে এডভান্স প্যাসেঞ্জার ইনফরমেশন অথবা প্যাসেঞ্জার নেম রেকর্ড ডাটা ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার করে না বাংলাদেশ। রিপোর্টে আরও বলা হয়, মে মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামে দু'জন সেনা কর্মকর্তা নিহত হন। এরজন্য সরকার বিচ্ছিন্নতাবাদী উগ্রপন্থি কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টকে (কেএনএফ) দায়ী করে। একই রকম হামলায় মার্চ মাসে আরেক সেনাসদস্য নিহত হন। আলাদাভাবে কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেন যে, কেএনএফ আল-কায়েদা গ্রুপের আদর্শে উৎসাহিত গ্রুপ জামাআতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারকিয়া (জেএএইচএস)কে প্রশিক্ষণের নিরাপদ স্বর্গ করে দিয়েছে। ২০২২ সালের শুরুর দিকে এটা শুরু হয়েছে। কর্তৃপক্ষ বলেছে, তারা জেএএইচএস'কে ২০২৩ সালের শুরুর দিকে কর্মকাণ্ডে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। জুলাইতে এর কথিত আমীরকে গ্রেপ্তার করেছে। ২০২৩ সালে গ্রুপটি কোনো হামলা চালিয়েছে বলে জানা যায়নি। বাংলাদেশে ২০১৫ সালে প্রকাশক ফয়সাল আরেফিন দিপন হত্যায় অভিযুক্ত মইনুল হাসান শামীম ও আবু সিদ্দিক হোসেন। ২০২২ সালের নভেম্বরে তারা ঢাকার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ভবনে নিরাপত্তা হেফাজত থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু ২০২৩ সালেও অধরা থেকেছে তারা।

ভারত 'অসহযোগী',

(১ম পৃষ্ঠার পর)
পাকিস্তান, ইরান, ভুটান, কিউবা ও ভেনেজুয়েলা। এসব দেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বৈধতার নথি না থাকা অভিবাসীদের প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়ায় তারা যথাযথ সহযোগিতা করে না। এ ধরনের অসহযোগিতা কূটনৈতিক সম্পর্কেও চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করতে পারে।

গত শনিবার এনডিটিভির প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে আসে। প্রতিবেদনে বলা হয়, আগামী মাসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেবেন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি ইতোমধ্যেই অভিবাসন ইস্যুতে কঠোর হওয়ার বার্তা দিয়েছেন। নির্বাচনী প্রচারণায় এটা ছিল তাঁর অন্যতম অস্ত্র।

আইসিইর তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র থেকে বৈধতার কাগজপত্র না থাকা অবৈধ অভিবাসীকে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে ট্রাম্পের। এদের মধ্যে ১৮ হাজারের বেশি ভারতীয় আছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সম্ভবত ডোনাল্ড ট্রাম্পই সবচেয়ে অবৈধ অভিবাসী বিতাড়নে বড় পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন। নির্বাচনী প্রচারণার সময় তিনি জানান, নিজ দেশে বৈধতার নথি না থাকা অভিবাসীদের খোঁজ পেতে তিনি সেনাবাহিনীকেও কাজে লাগাবেন। পাশাপাশি মেক্সিকো সীমান্তেও নিরাপত্তা জোরদার করার কথা বলেন তিনি। শুধু অভিবাসীই নয়, আরেকটি বিষয়ে ভারতের প্রতি কঠোর হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্প। নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা করলেও তিনি বলেছেন, ভারত অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করে। এ জন্য তিনি পাল্টা তাদের ওপর বড় শুল্ক আরোপ করবেন।

সম্প্রতি টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদন জানায়, গত তিন বছরে ৯০ হাজার ভারতীয় অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের চেষ্টা করেছেন। তাদের মধ্যে অধিকাংশই গুজরাট, পাঞ্জাব ও অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের বাসিন্দা। তবে যুক্তরাষ্ট্রে বৈধতার নথিপত্র না থাকা অভিবাসীর তালিকায় ভারতীয়রা শীর্ষে নয়। সবচেয়ে বেশি হন্ডুরাস ও গুয়েতেমালার অবৈধ অভিবাসী সেখানে রয়েছেন। এ সংখ্যা যথাক্রমে ২ লাখ ৬১ হাজার ও ২ লাখ ৫৩ হাজার।

স্মৃতির জামালপুর

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
একইরকম। ষাট বছর আগের মতই মনে হলো। তবে কিছু সংস্কার হয়েছে। বেশ বড় একটা ফুটওভারব্রিজ নতুন সংযোজন। শেষ এই স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠেছিলাম পচ্চান্ন বছর আগে। আব্বা সরকারি চাকুরে ছিলেন। এই শহরে পোস্টিং সুবাদে পাঁচ বছর ছিলাম। '৬৯এ সাতক্ষীরা বদলী হয়ে গেলে আমাকে শহর ছাড়তে হয়। তবে ততদিনে কলেজের পাট শেষ হয়ে গেছে। এসে ভর্তী হই ঢাকায়। এর মাঝে আর এই স্টেশন ব্যবহার করা হয় নাই। '৮৮ কি '৮৯এ একবার এসেছিলাম, গাড়ী চালিয়ে। সে হিসেবে স্টেশনটা দেখা আমার পঞ্চান্ন বছর পর।

ট্রেনে থাকতেই জিলা স্কুলের (আমাদের সময়ের গভর্ণমেন্ট হাই স্কুল) হেড মিস্ট্রেস ফোন দিয়ে জানতে চেয়েছিলেন কতদুর। বলেছিলাম স্টেশনে নেমে সড়াসরি স্কুলে যাবো। সাতান্ন বছর পর যাওয়া। ভেতরে এক ধরনের অস্থিরতা কাজ করছিল। বারবার আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছিলাম। খালিদ বললো ব্যাগগুলো ডাকবাংলোয় রেখে গেলে ভাল হয়। আমার থাকার জায়গা ঠিক করেছে জেলা পরিষদের ডাকবাংলোয়। স্কুল থেকে কয়েক মিনিটের পথ। স্টেশনের বাইরে এসে দেখি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার সমাহার। এক সময় ছিল এক সড়কের শহর। এখন একটা বাইপাস হয়েছে। এ পাড়া ওপাড়ার কানেক্টিং রোড আগেও ছিল এখনও আছে। তবে কিছুটা করে বড় এবং পাকা হয়েছে। শহরে বাস সার্ভিস নাই। ব্যক্তিগত বাহনের বাইরে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট একমাত্র এই অটো। এগুলোই বাস সার্ভিসের কাজ করে। খালিদ জানালো শহরে এখন আর কোন প্যাডেলচালিত রিকশা নাই।

উঠে বসি একটা অটোয়। তাকাচ্ছিলাম চারদিকে। চেনা বাড়ী বা স্থাপনাগুলো বোঝার চেষ্টা করছিলাম। সড়কটা প্রশস্ত হয়েছে। তারপরও অটোর আধিক্যে কিছুকিছু জায়গায় জ্যাম লেগে থাকে। অবাক লাগলো শহরের এক প্রান্তে একটা ফ্লাইওভার বা উড়াল সড়ক দেখে। দেশে কোন বিভাগীয় শহরের বাইরে একমাত্র এই জেলা শহরে উড়াল সেতু! রাস্তার দুইধারে বড়বড় সব ভবন। দোকান মার্কেট। আগে ছিল টীনের বা ছাপড়া ঘর। এখন আধুনিক, ঝলমলে। প্রধান সড়কের জ্যাম এড়াতে ওরা আমাকে বসাক পাড়ার মাঝ দিয়ে নদীর পাড় বেঁধে বানানো নতুন বাইপাস সড়ক দিয়ে নিয়ে চললো। বসাক পাড়া অতিক্রম করার সময় মনে পড়লো বন্ধু ও ক্লাশমেট স্বপন কুমার নাথের কথা। ওরা বাবার একটা কাপড়ের দোকান ছিল। সম্ভবত: নাম বসাক বস্ত্রালয়। স্বপনের সাথে যোগাযোগ নাই বহুদিন। বেঁচে আছে কিনা তাও জানি না। বাইপাস সড়কে এসে আমি তো অবাক। নতুন করে নদীর পার বেঁধে বানানো হয়েছে এ রাস্তা। কিন্তু কোথায় নদী! কোথায় সে প্রমত্তা ব্রহ্মপুত্র! একটা প্রায় শুকনো খাল! তাও কেটে মাটি দিয়ে সড়ক বানানো হয়েছে বলে কিছুকিছু জায়গায় পুকুরের মত জলাশয়। বাকিটায় ধান চাষ! ও পাড়ে বসতি। বড় বড় গাছ। কিছু পাকা দালানও উঠে গেছে! আমাদের সময় ছিল চর, বর্ষায় ডুবে যেতো। আসার সময় ওরা দেখাচ্ছিলো এটা ছিল পাবলিক লাইব্রেরির ঘাট, এ জায়গাটা জিলা স্কুলের পেছনটা, এটা সে সময়ের এসডিওর বাসা। সেই পুরান গুদারাঘাট আর নাই। আমাদের বাসাটা ছিল তার পাশেই। চলতি পথে ঠাওর করতে পারলাম না। আরও এগিয়ে এসে জজকোর্ট আদালত চত্বর। ডিসি অফিস। সামনে হযরত শাহ জামালের (রহ:) মাজার। আগে ছিল সাদামাটা। এখন চত্বর বড় হয়েছে।

আমরা ডাকবাংলোয় ব্যাগপত্র রেখে বের হয়ে আসি। অটোতে সোজা আমার প্রাণের স্কুলে। ঢুকতেই হোঁচট খাই। কোথায় সে গেট! মাঠ! কোথায় পুরনো ভবন, যেখানে ছিল অফিস! বসতেন স্যারেরা। ভবনটা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। এখন সেখানে মাঠ। সড়ক ধরে ভবন। দুই ভবনের মাঝ দিয়ে প্রবেশ পথ। আমরা ক্লাশ করতাম যে ভবনে সেটা আছে। তার পাশে একটা নতুন ভবন। পুব দিকে আরও একটা। গেট দিয়ে ঢুকে ডান দিকে কিছুটা এগুলে হেড মিস্ট্রেস হালিমা ম্যাডামের রুম। রুমেই ছিলেন। টেলিফোনে বলেছিলেন যে সালে আমার এসএসসি সে সালে তার জন্ম। আমার সময়ে হেড টীচার ছিলেন নায়েব আলী স্যার। শিক্ষকদের কয়েকজনের নাম মনে আছে। প্রানেশ স্যার, মহিউদ্দিন স্যার, মোজাম্মেল স্যার। কেউ আজ নেই। সাথে আমার লেখা কয়েকটা বই নিয়ে গেছিলাম। অপরাজিতা নিশা আমার দেখা এরশাদ বাংলা কেন '৪৭য়ে স্বাধীন হলো না। হালিমা ম্যাডামের কাছে হস্তান্তর করলাম স্কুল লাইব্রেরীর জন্য। খানিকক্ষন পুরনো দিনের স্মৃতিচারন হলো। বাইরে বের হয়ে মাঠে কিছুটা হাঁটলাম। মনে পড়ছিলো স্কুল শুরুতে এ্যাসেম্বলী করা জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া পিটি করার দৃশ্যগুলো। স্কাউটদের ক্যাম্পফায়ার, লুতু-সুরুজের কেতুর নাচ, যোখাল বোলায়জা- শাখা সুরুজের মঙ্গল প্রহের মানুষ নাট্যাভিনয়।

ছুটে যাই আমাদের ক্লাশ রুমের ভবনে। সেই সিড়ি। তরতর করে উঠে পড়ি দোতালায়। যে রুমটায় বসে ক্লাশ করতাম, খুঁজে পাই। তেমনই আছে। সেখানে সে সময়ে বাচ্চারা ছিল। ছিলেন ক্লাশ টীচার। মনে হলো সেই লম্বা সাড়িসাড়ি বেঞ্চগুলোই যেন! এ সময়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ি। বুকঠেলে কান্না আসছিল। আমি সেই সৌভাগ্যবান- আটান্ন বছর পরে এসে সেই ক্লাশরুমটা পেলাম। স্যার এবং বাচ্চাদের অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করি। বসে পড়ি বেঞ্চে একটা বাচ্চার পাশে। বলতে চেষ্টা করছিলাম আমি এই রুমে বসে তোমাদের মত ক্লাশ করতাম। গলা আটকে আসছিলো। চোখদু'টো ভিজে গেল। কয়েক মূহুর্ত কাটিয়ে বের হয়ে এলাম রুম থেকে। কিছু ছবি তোলা হলো।

এরপর গন্তব্য জামালপুর হাই স্কুল। এখানে পড়েছি এক বছর। ঢাকার ওয়েস্ট এন্ড স্কুল থেকে এসে ভর্তী হয়েছিলাম ক্লাশ এইটে। স্কুলটার প্রতিষ্ঠা ১৯৬৪ সালে। সম্ভবত: ক্লাশ শুরু হয়েছিল পরের বছর থেকে। আমি সে বছরের ছাত্র। প্রধান শিক্ষক ছিলে নিজামউদ্দিন স্যার। খানিকটা জোর করে বৃত্তি দিইয়েছিলেন। দুই বিঘা জমিতে উপেন সাজিয়ে মঞ্চে তুলেছিলেন। সেই আমার অভিনয় শুরু। তখন স্কুলের নতুন ভবন ওঠে নাই। আমাদের ক্লাশ হতো পরবর্তীকালে শিল্পকলা একাডেমির বিল্ডিংয়ে। পরে গোলাম মোস্তফা পার্কের পশ্চিম পাশটায় নতুন বিল্ডিং ওঠে। মাঠের দক্ষিণধারে ছিল একটা প্রাইমারি স্কুল। এখন সেটাকে দেখলাম না। পুরো চত্বরটাই হাই স্কুলের। মনে পরলো এই স্কুলের অডিটোরিয়ামে আমরা নাটক করতাম। আমার লেখা দ্বিতীয় নাটক 'শিশির ভেজা শিউলি'র মঞ্চায়ন এখানেই করেছিলাম। স্কুলে এসে স্যারদেরকে পাই। প্রায় সবাই তরুন যুবক, আমার চেয়ে বয়সে কম। খুব আগ্রহ নিয়ে শুনলো স্কুল নিয়ে আমার স্মৃতিচারণ। পরে মাঠে এসে সবাইকে নিয়ে ছবি তোলা হলো।

দুপুরের খাবারের সময় অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। উত্তেজনায় খেয়ালই নাই। হাই স্কুল থেকে বের হয়ে শহরের একটা অভিজাত হোটেলে খাওয়া হলো। খুব অবাক হলাম এখানে এমন মানের একটা খাওয়ার হোটেল দেখে। বেশ ভীড়। রান্নাও ভাল।

দিনের আলো কমে আসছিল। যেতে হবে পুরান গুদারাঘাট সংলগ্ন আমাদের সেই বাসাটায়, যেখানে কাটিয়েছি কৈশোরের পাঁচটি বছর। আমার বেড়ে ওঠার কাল। নিজেকে তৈরী করার কাল। সে সময় মূল রাস্তা থেকে টেনিস গ্রাউন্ডের পাশ দিয়ে একটা সড়ু পায়েচলা পথ ছিল। ওটা দিয়ে হেঁটে সামনে এগুলে একটা বিল্ডিং। তখন একজন ম্যাজিস্ট্রেট থাকতেন সে বাসায়। তার লাগোয়া কিছুটা পেছন দিকে একটা টীনশেড বাসা, ওটাতেই থাকতাম আমরা। মুলিবাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল সীমানা। তার পেছনে জঙ্গল। সেখানে ছিল খাটাশ ওয়াপ বেজী গুইসাপদের বাস। উঠনে মুরগী পুষতাম। ওরা তক্কেতক্কে থাকতো বাচ্চা নিয়ে যেতে। জঙ্গল ঘেষেই ব্রহ্মপুত্র। বর্ষায় ফুলেফেপে উঠতো। অন্য সময় পানি থাকতো, আমরা তাতে গোসল করতাম সাঁতার কাটতাম। বাসার পাশে ছিল গুদারাঘাট। গুদারায় নদী পার হয়ে মানুষ চরে যাতায়াত করতো।

এখন টেনিস গ্রাউন্ডের পাশ দিয়ে যাওয়ার রাস্তাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিশাল টেনিস কমপ্লেক্স। আমাদেরকে যেতে হলো পেছন দিক দিয়ে। নতুন রাস্তার পাশে কিছু ভাঙ্গচোরা টীন দিয়ে বেড়া, তাতে একটা পাল্লামত। ওটাই সেই বাসার প্রবেশদ্বার। বন্ধ ছিল। ডাকলে ভেতর থেকে এক মহিলা এসে খুলে দেয়। খালিদ আগমনের হেতু জানালে আমরা বাসায় প্রবেশের অনুমতি পাই। ঢুকে দেখি এ আল্লাহ! বাসা কোথায়, এ যে ধ্বংশস্তুপ! সেই বড় টীনের ঘরটা নাই। পাকা ভিটেটা কোনমতে টিকে থাকলেও আগের কিছুই নাই। তদস্থলে কিছু টীন জোরাতালি দিয়ে একটা ঘর বানানো হয়েছে। সেখানেই কোন একটা পরিবার থাকে। লাগোয়া রান্নাঘরটাকে মনে হলো আগেরটাই। অথবা কিছু সংস্কার করা হয়েছে। ইঁদারাটা আছে। পার নীচু মনে হলো। হয়তো ভিটেতে মাটী ফেলে উঁচু করা হয়েছে। ল্যাট্রিনটা আগে ছিল উত্তর-পূর্বকোনে, বেশ দুরে। ওটাকে এগিয়ে আনা হয়েছে। গাছগুলোর মধ্যে তিনটা আম গাছ পাওয়া গেল। তখন ছিল চিকনচাকন এখন বেশ মোটা। গাছগুলোয় খুব একটা আম ধরতো না, যাই পাওয়া যেতো উঠে পেরে আনতাম। কাঁঠাল গাছ ছিলো দুইটা। একটাও নাই। এদিকওদিক ঘুড়ে সেই সময়ের ঘরের একটা টীন পাওয়া গেল, এখনকার ঘরে লাগানো হয়েছে। একটা আধাভাঙ্গা খুঁটি, তাতে বিদ্যুতের মিটার বসানো। বাসার জায়গাটা দুইভাগ করে আর একটা ইউনিট করা হয়েছে।

আঙিনায় দাঁড়িয়ে আম্মার কথা খুব মনে পড়ছিলো। আব্বা, ছোট ভাইবোনগুলো। রান্নাঘরের সামনে আম্মা বসে কাজ করতেন। আমি বটিতে মাছ কেটে দিতাম, রুটী বেলে দিতাম। উঠানে বানিয়েছিলাম ছোট একটা ফুলের বাগান। মুরগী পুষতাম। বাচ্চাগুলো নিয়ে সারা উঠান ওরা ঘুড়ে ফিরতো। দুইটা ছাগল ছিল। মা আর ছেলে। রূপা-পালোয়ান। একটা ব্যপার ভেবে অবাক হচ্ছিলাম। তখন মনে হতো ঘর থেকে কূয়াটা কত দুর। এখন মনে হচ্ছে এইতো মাত্র কয়েক পা। আসলে তখন পা'গুলো ছিল ছোটছোট। ছোটছোট কদম।

কিছু ছবি তুলে বের হয়ে আসি। পরের গন্তব্য বন্ধু শাহনেওয়াজদের বাসা। কাছেই। এক সঙ্গে কচিকাঁচার মেলা করেছি। দেওয়াল পত্রিকা বের করেছি। ম্যাগাজিন প্রকাশ করেছি। নাটক করেছি। শাহনেওয়াজ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম। শেষ দেখা সম্ভবত: পঞ্চান্ন বছর আগে। কোন যোগাযোগও ছিল না। অনেককে জিজ্ঞেস করেছি ও কোথায়। কেউ বলতে পারে নাই। কেউ বলেছে সে তো নাই। বহু আগে মারা গেছে। কেউ বলেছে কথাকলি মার্কেটে কাপড়ের দোকান দিয়েছিল। তারপর কোথায় জানে না। তবে ও যে দুনিয়ায় নাই এটাই মনে করে এসেছি এতকাল। তবুও বাসায় যাওয়া। অনেকগুলো ভাইবোন ছিল ওরা। বাবা ছিলেন সিংহজানি হাই স্কুলের শিক্ষক। কে কোথায় বা কেউ এখানে থাকে কিনা একটু খোঁজ নিয়ে আসা। শুনে খালিদ আর টোটন বললো শাহনেওয়াজ ভাই তো আছেন। জীবিত! আমি আকাশ থেকে পরি। বারবার বলতে থাকি কোন শাহনেওয়াজ বুঝতে পেরেছো তো! ওরা বলে পরে খেলাঘর করতো শাহনেওয়াজ একজনই। সে ঢাকায় থাকে। আমার আর তর সয় না।

যাওয়ার পথে হাতের বাঁ ধারে পড়ে প্রয়াত নাট্য ব্যক্তিত্ব আব্দুল্লাহ আল মামুনের বাসা। শুনলাম বাড়ীটা বিক্রি করে দিয়েছে উত্তরসূরীরা। কত হেঁটেছি এই রাস্তায়। বাসা থেকে হাই স্কুল যাওয়া আসার পথই ছিল এটা। শাহনেওয়াজদের বাসায় গিয়ে দেখা গেল সেই টীনের ঘরগুলো নাই। বাইরে একটা ছোট ক্লাবঘরের মত ছিল। ওটাকে আমরা কচিকাঁচার মেলার অফিস বানিয়েছিলাম। এখন পাশাপশি দুইটা বিল্ডিং। শাহনেওয়াজের ছোট দুই ভাই মোস্তফা আর শিল্পী। দুই ভাইকেই পাওয়া গেল। বললো শাহনেওয়াজ ঢাকায়ই থাকে। আমার তখন অবস্থাটা বুঝুন! মৃতের মর্তে প্রত্যাবর্তন! মোস্তফা কল দিলো ওর ভাইকে। কিছু চেষ্টার পর পাওয়া গেল। আমাকে পেয়ে তো সে হতবাক। আমি বিস্ময়ে বিমূঢ়। ও বললো ভিডিওতে আসো, তোমাকে দেখি। ভিডিও অপশন অন করলে দেখতে পাই দুই বন্ধু পরস্পরকে। সে কত আলাপ! ফুড ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতো। রিটায়ার করে এখন ঢাকার দক্ষিণ খান এলাকায় নিজের বাড়ীতে থাকে।

ফিরে পেলাম হারিয়ে যাওয়া বন্ধুকে। ঢাকায় ফিরে দেখা হবে কথা হবে বলে ফোন রাখি। এর পর খালিদ নিয়ে যায় পাশেই তার অফিসে। গ্রাফিক্সের কাজ করে পত্রিকা বের করে। জামালপুরের সাহিত্য সংস্কৃতিচর্চার সাথে আছে। এরপর ডাকবাংলোয় ফিরে গিয়ে কিছুটা সময় বিশ্রাম। রাতে যোগ দেই ভাষাসৈনিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী মতি মিয়া ফাউন্ডেশনের আয়োজন করা ছোট একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। মতি মিয়ার ছেলে স্বাধীন এই ফাউন্ডেশনটা করেছে বছর কয়েক হয়। নিজের বাড়ীতেই। পাঠাগার আছে। আছে একটা সাংস্কৃতিক সংগঠন। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। স্বাধীন যখন তার বাবার পরিচয় দিল আমি কিছুক্ষণ থ' হয়ে ছিলাম। ওরা বাবা মতি দিয়া বকুলতলায় একটা প্রেস চালাতো। পরে গভর্ণমেন্ট স্কুলের সামনে নিজে একটা প্রেস দেন। মনে আছে ওখান থেকে '৬৮ সালে আমি আর শাহনেওয়াজ 'নব জাগরণ' নামে একটা ম্যাগাজিন বের করেছিলাম। সে আর এক কাহিনী। অন্য কখনও বলা যাবে। স্বাধীনকে বললাম, আমি তো তোমার বাবার কাছে ঋণী। ম্যাগাজিন ছাপানোর পুরো টাকা দিতে পারি নাই। টাকা দেওয়ার ভয়ে কিছুদিন ওই প্রেসের সামনে দিয়ে হাঁটাচলাই বন্ধ করে দিয়েছিলাম। স্বাধীনদের সেই প্রেসটা এখন নাই। মতি মিয়াও মারা গেছেন বেশ আগে। বাবার স্মৃতি রক্ষার্থে ছেলের এই প্রয়াস বেশ ভাল লাগলো।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকজন শিল্পী আবৃত্তি এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান শেষে বেশ রাতে ফিরি সেখান থেকে। এভাবে কেটে যায় এবারের জামালপুর সফরের প্রথম দিন।

পরদিন সকালে ডাকবাংলোয় এলো ডঃ মুজাহিদ বিল্লাহ ফারুকী। সাথে খালিদ। ফারুকী আমার বেশ কয়েক বছর পরে এসএসসি করেছে। অধ্যাপনা দীর্ঘদিনের। বেশ কয়েক বছর সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলো। খবর পেয়েছে আমি আসছি। ফেসবুকেই যোগাযোগ করে রেখেছিল। আগে পরিচয় ছিল না। এসেছি জেনে দেখা করতে এসেছে। আলাপ পরিচয় হয়। আমরা এখান থেকে যাবো কলেজে। তারপর ফউতি গোরস্থান হয়ে আব্বার সাবেক অফিসের জায়গাটায়। স্টেডিয়াম। বকুলতলা। ফারুকী নিজেই তার গাড়ী ড্রাইভ করে এসেছিলো। বললো আমাদেরকে নিয়ে যাবে সে সব জায়গায়।

টেনিস কোর্টের মোড়টায় বেশ ভাল একটা রেস্টুরেন্ট হয়েছে। সেখানে নাশতা করার সময় এক পর্যায়ে আমার কলেজ জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শাহ খায়রুল বাসারের কথা ওঠে। ব্যতিক্রমী সাহিত্যকর্ম করতো। নামের সাথে যুক্ত করেছিল পথচারী। বহু বছর যোগাযোগ নাই। ঢাকা ওয়াসায় চাকরি করতো। এরপর কোথায় গেছে কোথায় আছে কোন খবরই জানতাম না। নাম আর বিস্তারিত শুনে ফারুকী বলে আপনার সেই খায়রুল বাসার সাহেব তো জামালপুরেই। আমি হা হয়ে তাকিয়ে থাকি তার মুখের দিকে। ফারুকী ফোন লাগায়। খায়রুল বাসারই ধরে। আমাকে দিলে গলা শুনেই চিনে ফেলি। সেই আস্তেআস্তে কথা বলার ঢং। খায়রুলও অবাক। এতদিন পর আমি কোত্থেকে! বলি এখন জামালপুর আছি। কিছুপর কলেজে যাবো, সে যেন দেরী না করে চলে আসে। কি কান্ড! হারিয়ে যাওয়া আরও একটা বন্ধুকে খুঁজে পেলাম!

নাশতা সেড়ে রওনা হই কলেজের উদ্দেশ্যে। পথিমধ্যে ফারুকী বলে আগে ফউতি গোরস্থানের ওদিকটা ঘুড়ে এলে সুবিধা হবে। প্রিন্সিপাল সাহেব তো কলেজেই আছেন। একটু পরে গেলেও দেখা হবে। আমরা ফউতি গোরস্থানের পথ ধরি। পথে প্রয়াত এ্যাডভোকেট সৈয়দ আব্দুস সোবহানের বাসা। আমি দেখেছি তাকে। সে সময়ে শহরের বেশ ডাকসাঁইটে আইনজীবি ছিলেন। সম্ভবত: কোন একটা রাজনৈতিক দলের সাথেও যুক্ত ছিলেন। তার মেয়ে শামিমা গোল্ডেন জামালপুর পেজের একজন এ্যাডমিন। বাসায় কেউ আছে কি না জানা নাই, ফলে নামা হলো না।

ফউতি গোরস্থান ছিল শহরের বেওয়ারিশ লাশ ফেলে দেওয়ার একটা ভাগাড়। সে সময়ে শহরে আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম বা দাবীহীন লাশ সৎকারের কোন সংস্থা ছিল না। লাশকাটা ঘর থেকে এ সব লাশ শহরের বাইরে খানিকটা দুরে একটা ফাঁকা মাঠের ধারে ঝোপের মধ্যে ফেলে আসা হতো। ঝোপে একটা বড় গর্ত করা ছিল। চাটাই দিয়ে ঢাকা থাকতো। ওই গর্তেই লাশ ফেলা হতো। প্রচন্ড দূর্গন্ধ হতো। আশেপাশে কোন বসতি না থাকায় কেউ টের পেতো না। জায়গাটা ছিল ভয়ের। মানুষ বিশ্বাস করতো সেখানে ভুতেদের বাস। ভুত না থাকলেও দশাসই সাইজের কিছু শেয়াল ছিল। ফেলে দেওয়া লাশ খেতে খেতে মানুষ খেকো হয়ে উঠেছিল। পাশ দিয়ে সড়ু একটা পায়ে চলা পথ ছিল। সন্ধ্যার পর কেউ ও পথ মাড়াতো না। হাটুরেরা কেউ দুরের গ্রামে যেতে হলে কয়েকজন একসাথে যেতো, উচ্চস্বরে কথা বলতে বলতে বা গান গাইতে গাইতে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাক আর্মি মুক্তিযোদ্ধাদেরকে হত্যা করে লাশ এখানে ফেলে যেতো। ফলে স্বাধীনতার পর জায়গাটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। লাশ ফেলা বন্ধ হয়। পুরো এলাকা পরিষ্কার করে গাছ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। গাছগুলো এতদিনে বেশ লম্বা হয়ে গেছে। ঢুকতেই বাঁ ধারে শহীদদের স্মরণে একটা স্মৃতিস্তম্ভ বসানো হয়েছে।

এই ফউতি গোরস্থানে যেতে আমার আগ্রহের অবশ্য ভিন্ন কারন আছে। এসএসসি পরীক্ষার আগে আমি আর বন্ধু সুরুজ (অঙ্কনশিল্পী হামিদুল ইসলাম) এক অমাবশ্যার রাতে এই গোরস্থানে একটা বিশেষ কাজে এসেছিলাম। সে আর এক উপাখ্যান, অন্য সময় বলা যাবে। অবশ্য এ অভিযানের বিস্তারিত আমি এর আগে এক পোস্টে লিখেছি। সেই লেখাটিই কিশোর এ্যাডভেঞ্চার হিসেবে সামনের বইমেলায় বই হয়ে আসার সম্ভাবনা আছে। নাম 'ফউতি গোরস্থান'ই। এবার এখানে আসার কারন জায়গাটা কেমন রয়েছে দেখা। গিয়ে সে জঙ্গলের কিছুই পেলাম না। সেই সড়ু পথটা এখন বেশ চওড়া পাকা রাস্তা। দুই ধারে সব দালান কোঠা। গোরস্থানের উল্টোদিকে বেশ বড় একটা মসজিদ, সাথে মাদ্রাসা। ভেতরে গিয়ে অন্তত: লাশফেলা সেই গর্তটা খুঁজছিলাম। এক জায়গায় একটু গর্তমতো দেখে মনকে প্রবোধ দিলাম হয়তো এটাই সেটা! অমাবশ্যার সে রাতে এ গর্ত থেকে পচা আধগলা লাশ তুলে আমরা কালীর সাধনা করতে গেছিলাম! সামনে ছিল এসএসসি পরীক্ষা!

জাতীয় ঐক্য বনাম জাতীয় সরকার

মহিউদ্দিন খান মোহন

সম্প্রতি দেশে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সংগঠন ইসকনের বহিষ্কৃত নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তার নিয়ে যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, সে সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বিশেষত চিন্ময় ইস্যুতে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া, কলকাতায় উপহাইকমিশনে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অবমাননা ও ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলার সহকারী হাইকমিশনে হামলার পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত সে বৈঠকে প্রধান আলোচ্য ছিল জাতীয় ঐক্য। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডত্ব রক্ষার প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্যের প্রশ্নে কারও দ্বিমত থাকার কথা নয়। প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে সব দলই জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নে একমত পোষণ করেছেন। তবে প্রশ্ন উঠেছে সে জাতীয় ঐক্য কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? তা কি কেবল সরকার তথা প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে মাঝেমধ্যে বৈঠক বা চা-চক্রে সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি তা কোনো সাংগঠনিক রূপ পাবে?

সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, দেশে বিদ্যমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনায় উল্লিখিত বৈঠকে দু-একটি দল বর্তমান সরকারকাঠামো পরিবর্তন করে 'জাতীয় সরকার' গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে। তবে বর্তমানে দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল বিএনপি জাতীয় সরকার গঠনের বিরোধিতা করেছে। তার পরিবর্তে তারা পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, পরবর্তী সময়ে দলটির বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতা জাতীয় সরকার সম্পর্কে তাঁদের অনীহা ও অনাগ্রহের কথা গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন। ফলে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার আহূত জাতীয় ঐক্য আদৌ বাস্তব রূপলাভ করবে কি না।

এটা ঠিক যে একটি দেশে রাজনৈতিক কোনো ইস্যুতে সব রাজনৈতিক দল ঐকমত্য পোষণ করে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলবে এমনটি আশা করা যায় না। সমাজে 'নানা মুনির নানা মত' বলে যে প্রবচনটি চালু রয়েছে, এ ক্ষেত্রে উপমা হিসেবে সেটাই উল্লেখ করা যায়। কারণ, রাজনৈতিক দলগুলো সব সময় নিজেদের দলীয় স্বার্থকে প্রধান বিবেচনায় রাখবে, সেটাই স্বাভাবিক। যদিও 'ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়' আপ্তবাক্যটি তারা সর্বদাই আওড়ে থাকে। তবে কার্যক্ষেত্রে তারা এর প্রমাণ দিতে পারে না। সে সময় তারা দেশের চেয়ে দলের স্বার্থকেই ঊর্ধ্বে স্থান দিয়ে থাকে।



বিভিন্ন সময়ে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। ২০০৫ সালে দেশের ৬৩টি জেলায় একযোগে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল সন্ত্রাসবাদীরা। সে সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সব রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে করণীয় নির্ধারণকল্পে আলোচনার জন্য। প্রায় সব রাজনৈতিক দল ও পেশাজীবী সংগঠন সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে আলোচনায় যোগ দিলেও জাতীয় সংসদে তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগ তাতে যোগ দেয়নি। যার ফলে সন্ত্রাসবাদ দমন, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সুরক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সফল হতে পারেনি।

২০১৬ সালে গুলশানের হোলি আর্টিজান রেস্তোরাঁয় সন্ত্রাসী হামলা, পরবর্তী সময়ে কিশোরগঞ্জের সোলাকিয়া ঈদগাহ মাঠে জঙ্গি হামলার পরে সন্ত্রাসবিরোধী জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন বিশিষ্টজনেরা। তাঁদের বক্তব্য ছিল, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নানা ইস্যুতে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা থাকলেও জাতীয় নিরাপত্তাসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দলমত-নির্বিশেষে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। সবাই যখন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সে জাতীয় ঐক্যের লক্ষ্যে সংলাপের প্রত্যাশার বেলুনে ফুঁ দিচ্ছিলেন, তখনই অপ্রত্যাশিতভাবে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে বেলুন এক 'বাক্যসুচ' দিয়ে ফুটো করে দিয়েছিলেন। ওই বছরের ১৬ জুলাই এক সংবাদ সম্মেলনে 'নতুন কোনো ঐক্যের প্রয়োজন নেই' বলে মন্তব্য করে তিনি বলেছিলেন, 'যাদের ঐক্য হলে সত্যিকারভাবে সন্ত্রাস দূর করা যাবে, তাদের ঐক্য ঠিকই গড়ে উঠেছে এবং এ ঐক্য থাকবে। তবে যারা এই সমস্ত সন্ত্রাসী জঙ্গিবাদ, পুড়িয়ে মানুষ মারা, যুদ্ধাপরাধ এসবের সঙ্গে জড়িত, তাদের কথা আলাদা।' অর্থাৎ তাঁর দল আওয়ামী লীগ ও অনুগামী ১৪ দলীয় জোটের ঐক্যকেই তিনি জাতীয় ঐক্য হিসেবে চালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আমাদের জাতীয় জীবনের অন্যতম ট্র্যাজেডি হলো, জাতির সংকটময় মুহূর্তে দেশবাসীর প্রত্যাশিত জাতীয় ঐক্যের বাস্তব রূপ দিতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা। সেই ব্যর্থতার দায় কার বা কার বেশি, কার কম, সে বিবেচনা এখানে অবান্তর। তবে একটি কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব জাতীয় ঐক্য গড়ার ক্ষেত্রে দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে ওঠার উদারতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে।

৫ আগস্টের পর একটি চিহ্নিত গোষ্ঠী বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষত হিন্দুধর্মাবলম্বীদের ওপর নির্যাতন হচ্ছে বলে যে অপপ্রচার চালাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভব করেছেন সবাই। আর সে আলোচনায় সংগত কারণেই প্রশ্ন উঠেছে, জাতীয় ঐক্যের রূপ কী হবে? যাঁরা সে জাতীয় ঐক্য গড়তে এ মুহূর্তে জাতীয় সরকার গঠনের কথা বলছেন, তাঁরা খুব অসংগত কথা বলেছেন, তা বলা যাবে না। কেননা, জাতীয় ঐক্যের একটি ভিত্তি অবশ্যই থাকা দরকার। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু থাকলে সরকার ও বিরোধী দল থাকত। তাদের মধ্যে ঐক্য হলে সেটাকে জাতীয় ঐক্য হিসেবে গণ্য করা যেত। যেহেতু এখন একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে অনির্বাচিত সরকার ক্ষমতায়, তাই সরকার ও অন্য দলসমূহের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব অযৌক্তিক নয়। শেখ হাসিনার পতন ও পলায়নের পর কেউ কেউ জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু তা না করে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে অরাজনৈতিক অন্তর্বর্তী সরকার। সরকারের ভেতরে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকায় উদ্ভূত রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান অনেক সময় দুরূহ হয়ে পড়ছে। রাজনৈতিক অভিজ্ঞ মহল বলছে, গণতন্ত্রে উত্তরণ এবং আগামী দিনে বাংলাদেশকে একটি উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে যে জাতীয় ঐক্য দরকার, তার ভিত্তি হতে পারে বর্তমান পরিস্থিতিতে জাতীয় সরকার গঠন। কিন্তু বিএনপির অনীহা ও অনাগ্রহ সে পথে অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলে আসছেন যে নির্বাচনে জয়লাভ করলে তাঁরা জাতীয় সরকার গঠন করবেন। ৮ ডিসেম্বরও তিনি দেশে অনুষ্ঠিত তাঁর দলের কয়েকটি অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বলেছেন, 'দেশকে পুনর্গঠন করতে হলে বিএনপি একা পারবে না। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে করতে হবে। সে জন্য আমরা জাতীয় সরকারের কথা বলছি।' এ কথার মধ্য দিয়ে দেশে রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় তারেক রহমানের আগ্রহের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাঁর দলের নেতারা কেন এ মুহূর্তে জাতীয় সরকারের বিষয়ে একেবারে বিপরীত মেরুতে অবস্থান নিয়েছেন তা বোধগম্য নয়। নির্বাচনের পরে জাতীয় সরকার হতে পারলে এখন কেন হতে পারবে না? সম্ভবত নির্বাচন-পরবর্তী জাতীয় সরকারের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে থাকবে, এখন হলে থাকবে নাড়এই চিন্তাভাবনা থেকেই তাঁদের এমন অবস্থান। তা ছাড়া, জাতীয় সরকার হলে যদি জাতীয় নির্বাচন অধিক বিলম্বিত হয়ড়এ শঙ্কাও তাঁদের মধ্যে কাজ করে থাকতে পারে। তবে রাজনৈতিক বোদ্ধা মহল মনে করছে, ৫ আগস্ট-পরবর্তী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে বেরিয়ে আসার দ্বার উন্মুক্ত করতে জাতীয় ঐক্য অত্যন্ত জরুরি। সে জন্য দরকার হলে গ্রহণযোগ্য দলগুলোর প্রতিনিধিত্বে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি জাতীয় সরকার গঠন করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলো সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে এগিয়ে আসবে বলে দেশবাসীর প্রত্যাশা।

NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052
OPEN 24 HOURS

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

সাম্প্রদায়িক যোগসূত্র নেই ৯ মৃত্যুর আটটিতেই

(৩য় পৃষ্ঠার পর)
করা মামলায় রাজনৈতিক সংঘর্ষ বলা হয়েছে।

ঘেরাওয়ের সময় গণপিটুনিতে পুলিশ নিহত

ঐক্য পরিষদের তালিকায় নিপীড়নে নিহত হিসেবে হবিগঞ্জের বনিয়াচং থানার উপপরিদর্শক সন্তোষ চৌধুরীর নাম রয়েছে। হবিগঞ্জ প্রতিনিধি প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হয়েছেন, সাম্প্রদায়িক হামলা নয়, থানায় জনতার পিটুনিতে নিহত হন সন্তোষ।

অন্তর্বর্তী সরকার এবং পুলিশ সদরদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, অভ্যুত্থানে নিহত পুলিশের ৪৪ সদস্যের ছয়জন হিন্দু। কেউই সাম্প্রদায়িক ঘটনায় নয়, থানায় হামলায় নির্মমভাবে নিহত হন। পুলিশের হত্যা তালিকায় সন্তোষের নামও আছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ৫ আগস্ট বেলা ১১টায় ছাত্র-জনতার মিছিলের ইটপাটকেলের জবাবে পুলিশ গুলি করে। এতে ঘটনাস্থলে চারজনসহ ৯ জন নিহত হন। দুপুরে শেখ হাসিনার পতনের খবরের পর হাজার হাজার মানুষ প্রতিবাদে থানা ঘেরাও করেন।

বানিয়াচং উপজেলা প্রেস ক্লাব সভাপতি এসএম খোকন বলেন, পুলিশের গুলিতে ৯ জন নিহতের খবরে ভয়াবহ ক্ষোভ দেখা দেয়। কোন কোন পুলিশ সদস্য গুলি করেছে এ প্রশ্নে উপপরিদর্শক সন্তোষের নাম আসে।

সন্তোষ রাইফেল দিয়ে গুলি করেছেন খবর ছড়ালে ১০ থেকে ১২ হাজার মানুষ দিনভর থানা ঘেরাও করে সন্তোষকে তুলে দেওয়ার দাবি জানায়। রাত ১১টার দিকে সেনাবাহিনী গিয়ে পুলিশ সদস্যদের উদ্ধার করলেও উন্মত্ত জনতা সন্তোষকে ছিনিয়ে নিয়ে পিটিয়ে মারে।

সন্তোষ হত্যায় সাম্প্রদায়িক উপাদান নেই জানিয়ে বানিয়াচং থানার ওসি কবির হোসেন বলেন, অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করে মামলা হয়েছে। এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

সাংবাদিক প্রদীপ নিহত সংঘর্ষে

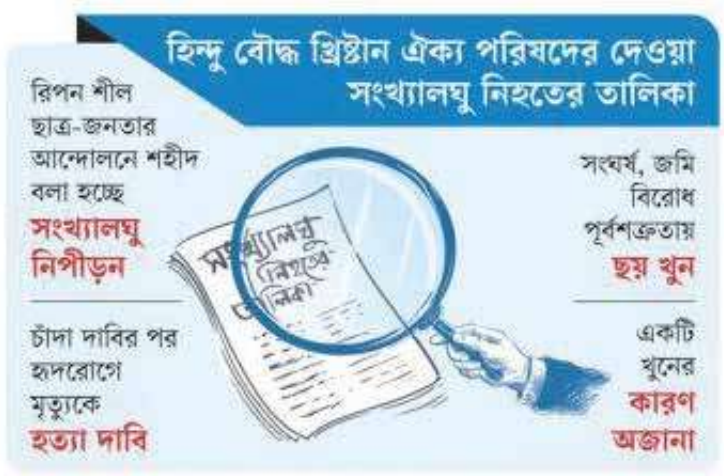
৪ আগস্ট সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে প্রেস ক্লাবে নিহত হন দৈনিক খবরপত্রের সাংবাদিক প্রদীপ ভৌমিক (৫৫)। তিনি ক্লাবের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) উপজেলা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সেদিন প্রেস ক্লাবে আওয়ামী লীগের পাঁচ নেতাকে হত্যা করা হয়। তাঁরা সবাই মুসলমান।

প্রত্যক্ষদর্শীর বরাতে জানা গেছে, ৪ আগস্ট রায়গঞ্জের ধানগড়া এলাকায় আন্দোলনকারীর সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীর সংঘর্ষ হয়। কার্যালয়টি গুঁড়িয়ে দেন আন্দোলনকারী। আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা প্রাণ বাঁচাতে পাশের প্রেস ক্লাবে আশ্রয় নেন। আন্দোলনকারীরা তখন প্রেস ক্লাবে হামলা করে। অন্য সাংবাদিকরা বেরিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে পারলেও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীর সঙ্গে আটকা পড়েন প্রদীপ ভৌমিক। তাঁকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

প্রেস ক্লাবের সভাপতি রফিকুল ইসলাম বলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয় এবং প্রেস ক্লাব পাশাপাশি। আওয়ামী লীগ অফিসের পর প্রেস ক্লাবেও হামলা হয়। এতে ১০ থেকে ১২ সাংবাদিক আহত হন।

সিরাজগঞ্জের সিপিবি নেতা মোস্তফা নুরুল আমীন বলেন, 'আমার দল আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ছিল।' তাঁর দাবি, এ কারণেই ফ্যাসিস্ট সরকারের দোসররা প্রদীপ কুমারকে হত্যা করেছে।

প্রদীপ কুমারের ছেলে সুজন কুমার ভৌমিক বলেন, 'বাবা পেশাগত দায়িত্ব পালনে প্রেস ক্লাবে ছিলেন। কারা খুন করেছে, নিশ্চিত নই। তাঁর সঙ্গে আওয়ামী লীগের পাঁচজনকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়। আওয়ামী লীগ কী তাদের নিজেদের লোকজনকে হত্যা করবে!' সুজন জানান, নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন, তাই মামলা করেননি।



ঐক্য পরিষদের এ হত্যাকে সংখ্যালঘু নিপীড়ন দাবি করলেও প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্টরা সমকালকে বলেন, আটকা পড়ে নিহত হন প্রদীপ। আওয়ামী লীগ ও ছাত্র-জনতার সংঘর্ষে নারকীয় পরিস্থিতি ছিল। কেউ কারও ধর্ম দেখে মারেনি।

হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক নরেশ চন্দ্র ভৌমিক বলেন, ঘটনার পর রায়গঞ্জ পরিদর্শন শেষে কেন্দ্রে জানিয়েছি।

যুদ্ধাপরাধের মামলার বাদী সাক্ষীরা আক্রান্ত, লাশ মেলেনি

শেখ হাসিনার পতনের পর ৫ আগস্ট ময়মনসিংহের ফুলপুরের বালিয়া ইউনিয়নের ডোমকোনা গ্রামে যুদ্ধাপরাধ মামলার বাদী আবদুল জলিল, সাক্ষী অজিত সরকার, রঞ্জিত সরকার, শাহেদ আলী ও তহুরা বেগমের বাড়িতে হামলা করে আসামির ছেলে এবং আত্মীয়রা।

বাদী আবদুল জলিল এখনও এলাকাছাড়া। আছেন গাজীপুরে আত্মগোপনে। সেখান থেকে তিনি সমকালকে বলেন, '৬৫ বছর বয়সী অজিত সরকারকে খুন করা হয়েছে। আমার বাড়ি ভেঙে দিয়েছে, ৩৪ শতাংশ জমি দখল করে নিয়েছে হামলাকারীরা।' ২০১৬ সালে একাত্তরের শান্তি কমিটির সদস্য গিয়াসউদ্দিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের মামলা করেন। এ মামলায় আদালতে সাক্ষী দিয়েছিলেন অজিত সরকার পেনু ও তহুরা বেগম।

মামলা চলাকালে ২০১৯ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর কারাগারে মারা যান গিয়াসউদ্দিন। আবদুল জলিল বলেন, বদলা নিতে ৫ আগস্ট দুপুরে গিয়াসউদ্দিনের ছেলে লাভলুর নেতৃত্বে হামলা হয়। অজিত সরকার প্রাণে বাঁচতে প্রতিবেশী মর্তুজা মিয়ার বাড়িতে আশ্রয় নেন। তাঁকে সেখান থেকে ধরে নিয়ে মামলায় সাক্ষী দেওয়ায় জুতার মালা দিয়ে মহিষাউন্দা বাজারে ঘোরানো হয়। এরপর নদীর পাড়ে হত্যা করে লাশ ফেলে দেয় লাভলুসহ চার পাঁচজন। ৮ আগস্ট সন্ধ্যায় ভাটিতে লাশ ভেসে উঠলে, কুপিয়ে টুকরো টুকরো করে কয়েক কিলোমিটার দূরে ফেলে দিয়ে আসে লাভলুর ভাতিজা মইজউদ্দিন।

আবদুল জলিল বলেন, 'হিন্দু-মুসলমান ঘটনা নেই। মামলায় কেন সাক্ষী দিছে, এল্লিগা পিডাই মাইরালছে।'

অজিত সরকারের ছোট স্ত্রী পূর্ণিমা রানী সরকার জানান, তাঁর স্বামী ৫ আগস্ট সকালে আওয়ামী লীগ অফিসে সভায় গিয়েছিলেন। বিকেল ৫টার দিকে ৩০-৪০ জন বাড়িতে হামলা করে। আসবাব, গরু, ছাগল নিয়ে যায়। ফিরে এসে জানতে পারি অজিতকে ধরে নিয়ে গেছে। আজো জানতে পারিনি তিনি বেঁচে আছেন না মরে গেছেন।

৫ আগস্টের পর দুই দফা সেনাবাহিনী এবং পুলিশ ডোমকোনায় যায়। অজিতসহ বাদী ও সাক্ষীদের ওপর হামলা খবর নিলেও মামলা হয়নি। ফুলপুর থানার ওসি আবদুল হাদি বলেন, লাশ না পাওয়ায় বলা যাচ্ছে না খুন হয়েছে কিনা। ঘটনা উদ্ঘাটনের চেষ্টা চলছে। যতদূর জানা গেছে, সংখ্যালঘু নিপীড়ন নয়, মামলার বিরোধ ছিল।

বাগেরহাটে জমির বিরোধে খুন

৫ আগস্ট রাতে বাগেরহাট সদরের রাখালগাছি ইউনিয়নের ছোট পাইকপাড়া গ্রামে নিজ বাড়িতে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয় ৬৫ বছর বয়সী অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মৃণাল কান্তি চ্যাটার্জিকে। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ এ হত্যাকে সংখ্যালঘু নিপীড়ন বলছে।

বাগেরহাট প্রতিনিধি নিহতের স্বজন, প্রতিবেশীদের সঙ্গে ৬ ডিসেম্বর কথা বলেছেন। মৃণালের স্ত্রী ৬০ বছর বয়সী শেফালী চ্যাটার্জি এবং ৩৫ বছর বয়সী ঝুমা রানী চ্যাটার্জি বিরোধপূর্ণ জমিটি ঘুরিয়ে দেখান। তারা জানান, বছরখানেক আগে আসামিরা এই জমিতে দাঁড়িয়েই হত্যার হুমকি দিয়েছিল।

হিন্দু হওয়ায় তাঁকে খুন করা হয়েছে কিনা প্রশ্নে শেফালী চ্যাটার্জি ক্ষুব্ধ হন। তিনি বলেন, 'হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব না, ওই জমির জন্যই হামলা হইছে।'

স্থানীয়রা জানান, ৫ আগস্ট সন্ধ্যায় জমি ছাড়তে হুমকি দেয় হুমায়ুন শেখ। রাতে হামলা হয়। হুমায়ুনের ভাই মিরাজ শেখ খুনের নির্দেশ দেন। ছিলেন নুরুল ইসলামও। ৯ জনের নামোল্লেখসহ মামলা হয়েছে। মৃণাল কান্তির বাড়িতে হামলা হলেও সেদিন রাখালগাছি গ্রামের আর কোনো হিন্দু বাড়ি আক্রান্ত হয়নি।

মৃণাল কান্তির সহকর্মী হাওলাদার হেমায়েত উদ্দীন ৬ ডিসেম্বরও খবর নিতে আসেন। তিনি বলেন, মৃণালের বাড়িতে কালীপূজায় হিন্দুদের চেয়ে মুসলমান অতিথিই আসত বেশি। সাম্প্রদায়িক কারণে হামলার প্রশ্নই আসে না।

বাগেরহাট মডেল থানার ওসি মো. সাইদুর রহমান বলেন, দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জমি নিয়ে বিরোধের জেরে হামলার কথা তারা স্বীকারও করেছে।

জমি বিরোধের জেরে খুনের ঘটনা কীভাবে সংখ্যালঘু নিপীড়নের তালিকায় এলো এ বিষয়ে ঐক্য পরিষদের স্থানীয় নেতাদের বক্তব্য জানা যায়নি। ফেসবুকে পাওয়া ভিডিওতে দেখা গেছে, সংখ্যালঘু নেতাদের কাছে শেফালী বলছেন, জমির বিরোধে খুন হয়েছে তাঁর স্বামী।

পাওনার বিরোধে খুন

গত ১৯ আগস্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়া নবীনগরের নদীতে লাশ পাওয়া যায় সুশান্ত সরকারের। আগের দিন ২৩ বছর বয়সী এ তরুণকে হত্যা করা হয়। পরিবার ও পুলিশের ভাষ্য, মোটরসাইকেলে বিক্রির পাওনা টাকা নিয়ে বিরোধে খুন হন সুশান্ত।

নবীনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি জানিয়েছেন, সুশান্তের মায়ের মামলায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তারা হলেন কবির হোসেন শুক্কু, জুনায়েদ আহাম্মেদ কায়েস ও হক সুজন। তারা জবানবন্দিতে স্বীকার করেছেন, মোটরসাইকেল বিক্রির পাওনা টাকা নিয়ে বিরোধে সুশান্তকে খুন করা হয়েছে।

তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশের উপপরিদর্শক নাসির উদ্দিন বলেন, সাম্প্রদায়িক নিপীড়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা নেই।

সুশান্তের মা রুপালি সরকার বলেন, 'সুশান্ত পুরোনো মোটরসাইকেল আশিক ও জুয়েলের কাছে বিক্রি করেছিল। আশিক টাকা দেয়নি। এ নিয়ে ঝগড়া হয়। আশিক ডেকে নিয়ে আমার ছেলেকে মেরে মেঘনায় লাশ ফেলে।' সুশান্তের মা যে জুয়েলের কথা বলেছেন, তিনিও হিন্দু। তাঁর নাম জুয়েল দাস।

শ্যামসগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. সামসুজ্জামান খান মাসুম বলেন, সুশান্ত যাদের সঙ্গে চলত, তাদের মধ্যে বিরোধেই এই খুন হয়েছে। শ্যামগ্রাম গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা প্রবীর ভট্টাচার্য বলেন, সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটেনি। লেনদেন নিয়ে এ খুন হয়েছে।

হত্যার কারণ জানতে চায় স্বপনের পরিবার

৮ আগস্ট রাতে খুন হন খুলনার পাইকগাছার ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক সদস্য স্বপন বিশ্বাস। মামলা হলেও পুলিশ কাউকে ধরতে পারেনি, খুনের কারণও উদ্ঘাটন করতে পারেনি।

কয়রা (খুলনা) প্রতিনিধি ৭ ডিসেম্বর দেলুটি গ্রামে যান। স্বপন বিশ্বাসের স্ত্রী মীরা বিশ্বাস জানান, সরকার পতনের পর সবাই আতঙ্কে ছিলেন। স্বপন গ্রামে পাহারা বসান। ৮ আগস্ট সন্ধ্যায় রাস্তার পাশের দোকানে বসেছিলেন। ফোন এলে হাটের দিকে যান। রাত সাড়ে ১০টার খবর আসে হাটের পাশে স্বপন বিশ্বাসকে হত্যা করা হয়েছে।

মীরা বিশ্বাস বলেন, 'কারও সঙ্গে শত্রুতা ছিল না। কী কারণে প্রাণ দিতে হলো, কারা খুনি, জানতি পারলি মনরে বুঝ দিতি পারতাম।'

স্থানীয়রা জানান, ৭ আগস্ট দেলুটি হাটের কয়েকটি দোকানে তালা দেয় কয়েক দখলদার। স্বপন বিশ্বাস উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এনামুল হকের কাছে অভিযোগ করেন। এনামুল এসে তালা খুলে দেন। এ ঘটনার পরের দিন স্বপন খুন হন। দেলুটি গ্রামের বিশ্বজিৎ সরকার জানান, চিংড়ি ঘের নিয়ে দ্বন্দ্বে গ্রামের অনেকে আতঙ্কে ছিলেন। ঘেরের দ্বন্দ্বও মেটাতে চেয়েছিলেন স্বপন।

পাইকগাছা থানার ওসি মো. উজ্জল হোসেন বলেন, মাথায় আঘাত করা হয়েছিল। হত্যা রহস্য উদ্ঘাটনে চেষ্টা চলছে।

অতিরঞ্জিত বর্ণনা

ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদনের ১৩ নম্বর পৃষ্ঠায় ঢাকা বিভাগের ৫৬ নম্বর ঘটনা হিসেবে প্রেস নারায়ণগঞ্জ নামের অনলাইনের বরাতে লেখা হয়েছে, 'নারায়ণগঞ্জের নয়ামাটি এলাকার চাঁদার দাবিতে ধারালো অস্ত্রের আঘাত এবং মারধরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হোসিয়ারি ব্যবসায়ী টিংকু রঞ্জন সাহা মৃত্যুবরণ করেছে।'

চাঁদা চাওয়ার সত্যতা পাওয়া গেলেও স্থানীয়দের ভাষ্যে ধারালো অস্ত্রের আঘাত এবং মারধরের প্রমাণ মেলেনি। তারা জানান, ৭ আগস্ট টিংকু সাহার মালিকানাধীন বেবি টেক্সটাইলে গিয়ে ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে শাহ আলম ও পুলিশের সোর্স হিসেবে পরিচিত রনির নেতৃত্বে ১৫ থেকে ২০ জন। হিন্দু ও মুসলমান সবার কাছেই চাঁদা চাওয়া হয়।

ছোট ভাই রিংকু রঞ্জন সাহা জানান, এতে ভয়ে টিংকু সাহা হার্ট অ্যাটাক করেন। ১১ আগস্ট ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে তিনি মারা যান। টিংকু সাহার বৌদি পাপড়ি জানান, কারা হুমকি দিয়েছিল, তা বলে যেতে পারেননি টিংকু।

টিংকুর মৃত্যুর পর ১১ আগস্ট প্রতিবাদ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় কাউন্সিলর অসিত বরুণ বিশ্বাস। ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বদিউজ্জামান বদু বক্তব্য দিয়েছিলেন। অন্য মুসলিম ব্যবসায়ীরাও বক্তব্য দেন। হিন্দু ও মুসলাম দুই সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীরাই তাদের ওপর চাঁদাবাজির অভিযোগ করে বিচার চান।

তবে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের নারায়ণগঞ্জ মহানগরের সভাপতি লিটন চন্দ্র পাল বলেন, ব্যবসায়ীদের কথায় জেনেছি, চাঁদাবাজদের ভয়ে হার্ট অ্যাটাকে টিংকুর মৃত্যু হয়।

সূত্র সমকাল

ঢাকায় এক ঘণ্টা কোথায় ছিলেন বিক্রম?

(৩য় পৃষ্ঠার পর)
বাংলাদেশের মানুষের ঘাড়ে চেপে বসা শেখ হাসিনার স্বৈরশাসনের শোচনীয় পতন হয়েছে ওই দিনে। জনরোষ থেকে প্রাণে বাঁচতে হাসিনা তার দুনিয়ার একমাত্র মিত্র ভারতেই আশ্রয় নিয়েছেন। তার প্রতি ভারতের ভালোবাসা নিখাদ। এটা প্রমাণিত। কিন্তু তাই বলে বাংলাদেশকে তারা পরিত্যক্ত ঘোষণা করবে? না, বোদ্ধাদের ভাষ্য মতে, এদেশের সঙ্গে ভারতের বন্ধন অকাট্য। সম্পর্কে টানাপড়েন হতেই পারে। যার প্রমাণ দিলো দিল্লি। সব আলোচনা-সমালোচনা তথা সম্পর্কের চরম টানাপড়েনের মুহূর্তে ঢাকায় পা রাখলেন দিল্লির বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি। ভোরে দিল্লি থেকে দেশটির বায়ুসেনার বিশেষ চপারে উড়ে এলেন তিনি। দিনের শুরুতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় দুই পররাষ্ট্র সচিব একান্ত বৈঠকে বসলেন। পরে বসলেন পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বাৎসরিক, স্টক টেকিং বা স্ট্রাকচার্ড আলোচনায়। নাম ফরেন অফিস কনসালটেশন বা এফওসি। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা স্থায়ী ওই আলোচনা মধ্যাহ্নভোজের মধ্যদিয়ে শেষ হলো। আনুষ্ঠানিক আলোচনায় দ্বিপক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে পয়েন্ট টু পয়েন্ট বিস্তৃত আলোচনা হলো। সেখানে গুরুত্ব পেলো ভারতে বসে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিষয়টি। বৈঠকে অবশ্য তাকে ফেরানো নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। যদিও ঢাকায় এ নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। বৈঠক বিষয়ে নিজ নিজ অবস্থান তুলে ধরতে পরবর্তীতে দুই পররাষ্ট্র সচিব আলাদা আলাদা ব্রিফ করলেন। ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব একগাদা প্রশ্নের জবাব দিলেন। দিল্লির বিদেশ সচিব কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে রাজি হলেন না। মনে হলো তারা নিজ অবস্থানে অনড়!

বৈঠক সূত্রে আগেই খবর বের হয়, বাংলাদেশে ভারত বিরোধিতা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন দিল্লির প্রতিনিধিরা। ঢাকার প্রতিনিধিরা ব্যাখ্যাসহ জবাব দেন। খোলাসা করে যেটা বলা হয় তা হলো- দুই প্রতিবেশীর সম্পর্ক 'বন্ধুত্ব, 'পারস্পরিক নির্ভরশীলতা' এবং মাঝেমধ্যে 'উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা'র মিশেলে হয়ে থাকে। এটাই বাস্তব। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে যায় যখন বর্ডারে রক্ত ঝরে। তাছাড়া মানুষের সেন্টিমেন্টে লাগে এ সব ঘটনা যখন সামনে আসে। বিশেষত অভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে যখন বড় করে দেখানো হয় এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা সরকারি পর্যায়ে এটা নিয়ে যখন কথা বলা হয়। বাংলাদেশ সমস্যা অ্যাড্রেস করে এবং এ নিয়ে বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে ভারত কূটনৈতিক চ্যানেলে বার্তা দিলেও মানুষের মধ্যে ক্ষোভের এতো সঞ্চার হতো না বলে মনে করে ঢাকা। আলোচনায় উভয়ের তরফেই বলা হয় বাস্তবতা অস্বীকার করার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। বরং এতে সমস্যা বাড়বে। তাই উভয়ের যৌক্তিক কনসার্ন যত দ্রুত অ্যাড্রেস করা যাবে, ততই মঙ্গল। সেগুনবাগিচায় কয়েক মিনিটের সংক্ষিপ্ত ব্রিফিংয়ে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধের অনুরোধ রেখে গেলেন ভারতীয় সচিব। ব্রিফিং শেষে চটজলদি বেরিয়ে গেলেন। তখনো প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক বাকি। ৪টা ৫ মিনিটে যমুনায় ঢুকলেন। ড. ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎটি ব্যাপক মিডিয়া কভারেজ পেলো দু'পাড়ে। কিন্তু এটা খুব রহস্য যে, সন্ধ্যার আগে সরকারি সব কর্মসূচি শেষ করা দিল্লির বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি পরবর্তী ক'ঘণ্টা কোথায় কি বৈঠক করলেন। বিশেষ করে সন্ধ্যা ৭টা ৩০ থেকে ৮টা ৩৫ পর্যন্ত এই এক ঘণ্টা কোথায় ছিলেন তিনি। কার সঙ্গে দেখা করলেন তিনি ও তার দু'জন সফরসঙ্গী।

ওয়াকিবহাল সূত্র বলছে, ৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে বিক্রম মিশ্রি একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেছিলেন ঢাকা সেনানিবাসে। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ কাম বৈঠকটি হয় তার। সেই বৈঠকে কী আলোচনা হয়েছে তা নিয়ে জানা ও বুঝার চেষ্টার কোনো কমতি ছিল না। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ভারতীয় হাইকমিশনে যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত একাধিক দায়িত্বশীল সূত্র এটা নিশ্চিত করেছে যে, সেনানিবাসস্থ বাসভবনে সফররত ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিবের নেতৃত্বে ৩ সদস্যের প্রতিনিধিদল সেনাপ্রধানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। সেই সাক্ষাৎ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তথা বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্বশীলরা পরবর্তীতে বিস্তারিত অবহিত হয়েছেন। যেটুকু জানা গেছে সম্পর্কে মেঘ দূর করার বিষয়ে ঘণ্টাব্যাপী ওই বৈঠকে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। বিশেষত দূরে থেকে বিদেশ সচিব বা দিল্লি যা ভাবছিল বাংলাদেশ সফর করে একটি ইতিবাচক ধারনা নিয়েই ফিরেছেন বিদেশ সচিব।

নিউইয়র্কের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
স্যাঙ্কচুয়ারী। গণ-ডিপোর্টেশনে স্যাঙ্কচুয়ারী সিটি হিসেবে এবং পুলিশ আইসকে সহযোগিতা করতে পারেনা। এরকম গণ-ডিপোর্টেশন সিটি সমর্থন করেনা।

রোববার ফক্স এবং সিবিএস নিউজসহ যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি গণমাধ্যম টম হোম্যানের বিভিন্ন স্টেটের মেয়রদের সাথে বৈঠক ও গণ-ডিপোর্টেশন বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদনে এ বিষয়টি তুলে ধরে।

গণমাধ্যমে হোম্যান বলেন, শিকাগো থেকে শুরু হবে গণ-নির্বাসন কার্যক্রম। গণ-নির্বাসনে আইস'কে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন নিউইয়র্কে মেয়র অ্যাডামস। তাঁরা তাদের সিটিকে নিরাপদ রাখতে চায়। এখানে কে রিপাবলিকান আর কে ডেমোক্র্যোট সেটি মুখ্য নয়। দেশের ও নাগরিকদের স্বার্থে এবং নিরাপত্তায় কাজ করা প্রয়োজন। দেশের নিরাপত্তা যাতে হুমকিতে না পড়ে সেজন্যই আমাদের গণ-নির্বাসন কার্যক্রম। এজন্য অবৈধ ও অপরাধী অভিবাসীদের নির্বাসনে আমাদের সহযোগিতা করবে অ্যাডামস ও তাঁর প্রশাসন। আমাদের এ কার্যক্রমের পক্ষে তাঁর অবস্থান সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। এ জন্য আমি তাঁকে সম্মান জানাই।

শিকাগোতে লো এন্ড এনফোর্সমেন্ট এর ক্লাব অনুষ্ঠানে হোম্যান মেয়র ব্র্যান্ডনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, গণ-নির্বাসন কার্যক্রমে আপনাদের মেয়র আমাদের যদি কোন সহযোগিতা না করেন। গণ-নির্বাসনে কোন প্রকার বাধা দেন এবং জেনে শুনে অবৈধ অভিবাসীকে আশ্রয় কিংবা লুকিয়ে রাখেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নিবো।

একাত্তরকে ভুলতে পারে উন্মাদ ও বিকৃত মানুষ

মহিউদ্দিন খান মোহন

জাতীয় ঐক্যের কথা বলতে হলে প্রথমেই বুঝতে হবে কার বিরুদ্ধে ঐক্য এবং কিসের জন্য ঐক্য। কার বিরুদ্ধে ঐক্য সেটা একাত্তর সালে আমরা জানতাম, ঐক্য ছিল পাকিস্তানি শোষকের বিরুদ্ধে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ার জন্য ঐক্য। এখন ওই ঐক্য নেই। এখন প্রতিটি মানুষ কেবল নিজের সমৃদ্ধি নিয়ে ভাবছে। নিজের স্বার্থ দেখছে। অন্য কোনো আদর্শ নেই। মুক্তিযুদ্ধের যে আদর্শ, সে আদর্শকে সামনে আনতে হবে। সে আদর্শটা ছিল একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ওই আদর্শে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এই ঐক্যটা শুধু মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে-বিপক্ষে কথা বলে আসবে না। একাত্তর সালে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাটি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে হওয়ার নিরিখ নয়। নিরিখটা হচ্ছে, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, যার পৃষ্ঠপোষক সাম্রাজ্যবাদ।

এটা অবিশ্বাস্য, লজ্জাজনক ও দুঃখজনক যে অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনামলে অপ্রত্যক্ষে জামায়াত কী করে এই রাষ্ট্রের শাসনে আসে? এই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তারা ছিল, সেই অবস্থান তারা যে পরিত্যাগ করেছে, এমন কোনো ঘোষণা তারা দেয়নি। একাত্তর সালে তাদের ভূমিকার জন্য তারা জাতির কাছে ক্ষমা চায়নি। অথচ জামায়াত নেতারা অবলীলায় দেশবাসীকে জ্ঞান দিয়ে চলেছেন। বর্তমান সরকার এদের মেনে নিচ্ছে কোন যুক্তিতে? জামায়াত রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে। এ কারণেই তাদের একাত্তরের ভূমিকার কথা ভুলে যেতে হবে? ভুলে যেতে হবে বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে জামায়াতের প্রত্যক্ষ জড়িত থাকার কথা? জনসমর্থনের দিক থেকেও জামায়াত একাত্তরে খুব এগিয়ে ছিল না, এখনো নেই। আমাদের জনগণ কিন্তু ঐতিহাসিকভাবেই ধর্মনিরপেক্ষ, এই অর্থে যে তারা রাষ্ট্র ও ধর্মকে এক করে দেখে না।

নানা রাজনৈতিক পটপরিবর্তনেও মৌলবাদের বিকাশের ক্ষেত্রটা নষ্ট হচ্ছে না। বরং সেটা তাজা হচ্ছে দিন দিন, বিশেষভাবে দারিদ্র্যের কারণে। দরিদ্র মানুষ মুক্তির কোনো পথ পাচ্ছে না। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বলে যাঁরা নিজেদের মনে করেন, তাঁদের আচরণ আদর্শ আচরণ নয়। ব্যক্তিগত স্বার্থকে তাঁরাও বড় করে দেখছেন। কাজেই মানুষের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে মাদ্রাসাশিক্ষাকে ক্রমাগত সব সরকারই উৎসাহিত করেছে। মাদ্রাসার শিক্ষা পেয়ে গরিব মানুষ আরও গরিব হচ্ছে। বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভটাও প্রকাশের পথ খুঁজে পাচ্ছে না। যার ফলে মানুষ মৌলবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এটা আন্তর্জাতিকভাবেও সত্য। আমরা তুরস্ক এবং আলজেরিয়াতেও সেটা দেখছি। ওসব দেশে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে মানুষের যে বিক্ষোভ, সে বিক্ষোভ প্রকাশের জন্য গণতান্ত্রিক পথ খুঁজে পাচ্ছে না। ফলে সেটা অন্ধকারের দিকে চলে যাচ্ছে।

আমাদের শাসকশ্রেণি মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য থেকে সরে এসেছে। যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করার ফলে আমাদের যে নৈতিক জয়টা অবশ্যম্ভাবী ছিল, তা অনেকাংশেই খর্ব হয়ে গেল। সব অপরাধীর না হোক, মূল অপরাধীদের যদি বিচার করতে পারতাম, তাহলে আমাদের নৈতিক শক্তি অনেক বাড়ত। এটা প্রতিহিংসার ব্যাপার নয়। একটা অন্যায় হয়েছে, যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে



একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের বর্তমানের মধ্যে প্রবহমান রয়েছে। ছবি সৌজন্য: মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ।

আমাদের সংগ্রাম ছিল, এটা সে সংগ্রামেরই অংশ। অন্যায়ের তো বিচার হতে হবে। অন্যায়কারীরা চিহ্নিত হবে, তাদের বিচার হবে, তাদের অপরাধ জানা যাবে, এটা ওই যুদ্ধেরই অংশ। জয় অসম্পূর্ণই রয়ে গেল, কেননা আমরা তাদের বিচার করতে পারলাম না। বলা হচ্ছে, ক্ষমা করে দিচ্ছি। কে ক্ষমা করবে? এটা তো ক্ষমার কোনো ব্যাপারই না। খুনের অপরাধীকে ক্ষমা করা যায়? যে রাষ্ট্রে এত বড় অপরাধীর শাস্তি হয় না, সে রাষ্ট্রে ছোট ছোট অপরাধের শাস্তি হবে কী করে? এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। মনে হবে, এখানে অপরাধ করে পার পাওয়া যায়। অপরাধ জিনিসটা তাই সেভাবে চিহ্নিত হচ্ছে না। মনস্তাত্ত্বিকভাবে এটা প্রতিষ্ঠিত হলো যে এখানে বিচার পাওয়া যাবে না।

একটা গণতান্ত্রিক সরকার হচ্ছে নির্বাচিত সরকার, কিন্তু নির্বাচিত সরকার মানেই গণতান্ত্রিক সরকার নয়। সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন পরস্পর সহনশীলতা, মূল্যবোধ, মর্যাদা, সেটা এই বড় দুই দলের মধ্যে নেই। যাঁরা নির্বাচিত হচ্ছেন, তাঁরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আসেননি। আর দলেই যদি গণতন্ত্র না থাকে, তাহলে সংসদে গণতন্ত্র আসবে কীভাবে? শাসকশ্রেণির দলের আদর্শগত অবস্থানও মৌলিকভাবে এক। তারা আসলে ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে, ক্ষমতা দখল করা মূল ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালে সহনশীলতা বা ধৈর্য থাকে না।

সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দল সংসদে অংশ নেবে। সরকার একটি মন্ত্রিসভা গঠন করবে, বিরোধী দল মন্ত্রিসভার পাল্টা একটা ছায়া সরকার গঠন করবে। তারা সরকারের ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিয়ে বিকল্প কী হওয়া উচিত, সেটা বলবে। এ জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের ব্যাপারে স্বতন্ত্র গবেষণা সেল থাকবে। এরপর আসে সংসদীয় কমিটি। অনেক বিষয় সংসদীয় কমিটির আলোচনাতেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে সংসদীয় কমিটিগুলো কাজ করে না। এ ছাড়া কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল আছেন, যিনি অডিট করেন। সেই অডিট রিপোর্ট সংসদে পেশ করার কথা, আলোচনা হওয়ার কথা, সেটা সংসদে করা হয় না। আমাদের সংসদে বিরোধী দল তো আসেই না। যে-ই পরাজিত হয়, সে-ই মনে করে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি, তাই তারা সংসদে অংশগ্রহণ করবে না। আর যিনি স্পিকার থাকেন, তিনি নিরপেক্ষ থাকেন না। বিরোধী দল সংসদে না থাকায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা পায় না। এটা আদায় করার দায়িত্ব বিরোধী দলের। সরকারি দল বাইরে যা-ই বলুক, আমার মনে হয় তারাও চায় না যে বিরোধী দল সংসদে থাকুক। আর দেখা যায়, সংসদ সদস্যরা নিজ নিজ এলাকার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। জাতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন না। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়েই সেখানে আলোচনা হওয়ার কথা। কিন্তু তা হয় না। সেদিক থেকেও সংসদ কার্যকর হয় না। তাই আমরা কখনো দেখি নির্বাচিত বা বৈধ স্বৈরাচার এবং কখনো দেখি অবৈধ, অসাংবিধানিক স্বৈরাচার মানে সামরিক স্বৈরাচার। স্বৈরাচার থাকছেই।

দেশের মানুষের ভাবমূর্তি খবরের কাগজে কী লেখা হলো, তার ওপর নির্ভর করে না। আজকের যুগে সবচেয়ে শক্তিশালী মিডিয়া হচ্ছে ইলেকট্রনিক মিডিয়া। আমাদের দেশের সরকারি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় তো খোলাখুলি আলোচনাই হতে পারে না। কিন্তু বিদেশি ইলেকট্রনিক মিডিয়া যে সংবাদ আমাদের দিচ্ছে, তাতে তো সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এই সংবাদ আমরাও পাচ্ছি, বিদেশিরাও পাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এই যুগে ভাবমূর্তির ব্যাপারে অতিরিক্ত স্পর্শকাতর হলে ভাবমূর্তি আরও নষ্ট হয়। তখন মনে হয়, অনেক কিছু লুকানোর আছে, যা প্রকাশ করা যাবে না। ভাবমূর্তি নির্ভর করবে আমরা কী করছি তার ওপরে। সমষ্টিগতভাবে আমরা কী করছি, সেটাই বিবেচ্য। সারা পৃথিবী এখন আমাদের চেনে সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে। আমাদের দেখে ভিক্ষুকের জাত হিসেবে। আমাদের এখানে জাকাতের কাপড় নিতে গিয়ে চাপা পড়ে মানুষ মারা যায়। মানুষের জীবনের চেয়ে শাড়ির দাম বেশি। লঞ্চডুবিতে প্রতিবছর কত মানুষ মারা যাচ্ছে। বোমা ফুটেছে সিনেমা হলে, চার্চে, সিপিবির সমাবেশে, রমনা বটমূলে, মিছিলে। এগুলো তো গোটা পৃথিবী দেখছে। ভাবমূর্তি তো এখানেই নষ্ট হচ্ছে। নির্বাচিত কিংবা অনির্বাচিত সরকারের দুঃশাসন যত দিন থাকবে, তত দিন ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে না।

প্রত্যাশা হচ্ছে, সমাজ গড়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধের যে আদর্শ তা বাস্তবায়ন করার জন্য আন্দোলন অব্যাহত রাখা। এ আদর্শ বাস্তবায়িত হলে মানুষ ওই চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হবে। এই ঐক্য তখন শাসকশ্রেণি দলের বাইরে একটা নতুন বিকল্প রাজনৈতিক শক্তিকে পুষ্ট করবে। শাসকশ্রেণি দলেরই বিকল্প দরকার এবং কোনো অবস্থাতেই তা দক্ষিণপন্থীদের কাছ থেকে আসবে না, সেটা আসতে হবে বামপন্থীদের কাছ থেকে।

একাত্তরকে ভোলার তো প্রশ্নই ওঠে না। গণহত্যা এবং হানাদারদের অক্সিলারি ফোর্স আলবদর রাজাকার, জামায়াতে ইসলামীর অনাচার ভুলতে পারে উন্মাদ বা বিকৃত মনের মানুষ। স্মৃতিভ্রংশ মানুষ যেমন স্বাভাবিক মানুষ নয়, স্মৃতিভ্রংশ জাতিও তেমন স্বাভাবিক জাতি নয়। চাইলেই কি আমরা একাত্তরকে ভুলে যেতে পারব? একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ তো আমাদের বর্তমানের মধ্যে প্রবহমান রয়েছে। সে কারণে একাত্তরকে ভোলার প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের দুটো কাজ করতে হবে। অতীতে যে ভালো কাজগুলো ছিল, সেগুলো বিকশিত করতে হবে। অতীতে যে গণতান্ত্রিক উপাদান, ঐক্য, যে সংগ্রামী চেতনা ছিল, তার বিকাশ চাই। আর যে খারাপ দিকগুলো ছিল, সংকীর্ণতা ছিল, পশ্চাৎপদতা ছিল, সেগুলোকে পরিহার করে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন করতেই হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

লেখক:
ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সর্বস্থান থেকে অবৈধ অভিবাসী গ্রেপ্তারের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হতো। এরপর থেকে আইস এজেন্টরা স্কুল-হাসপাতাল, ধর্মীয় উপসানালয় ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান সমাবেশে অবৈধ সন্ধান গ্রেপ্তার অভিযান পরিচালনা করতে পারতোনা। ১৩ বছর পর অবৈধ অভিবাসীদের গণ ডিপোর্টশনে আবারো আইস এজেন্টদের অবৈধ অভিবাসী গ্রেপ্তারে বিশেষ ক্ষমতা দিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প শপথ গ্রহণের পর দিনই নির্বাহী আদেশ জারীর পরিকল্পনা করেছেন। এনবিসি নিউজ ট্রাম্পের অন্যতম উপদেষ্টা স্টিফেন মিলারের উদ্ধৃতি দিয়ে জানায়, ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতা নেওয়ার পরদিন গণ ডিপোর্টশনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে একাধিক নির্বাহী আদেশ জারী করবেন। নির্বাহী আদেশের পরপরই এসব আদেশ কার্যকর করা হবে। এসব আদেশের মধ্যে থাকবে গণ ডিপোর্টশন ও সীমান্ত সীল কার্যক্রম। এতে করে ১৩ বছর পর স্কুল-হাসপাতাল, ধর্মীয় উপসানালয় ও বিয়েসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সমাবেশ এবং কোন ধরণের প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে অবৈধ অভিবাসীদের গ্রেপ্তার করতে পারবে আইস। এরপর সকল প্রক্রিয়া শেষে গণ ডিপোর্টেশন করতে পারবে তারা। এছাড়াও সীমান্ত দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ সুযোগ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে।

একইদিন টাইম ম্যাগাজিনের একান্ত সাক্ষাতাকারে অনিবন্ধিত (অনাগরিক) অভিভাবকদের সাথে ইউএসএতে জন্মগ্রহণকারী সিটিজেন সন্তানদেরও গণ ডিপোর্টেশন করা হবে বলে জানিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ইউএসএতে জন্মগ্রহণকারী সিটিজেন সন্তানদের তাদের পরিবার থেকে আলাদা করার নীতি পুনরুদ্ধার করছেন কিনা? টাইম ম্যাগাজিনের এমন প্রশ্নের জবাবে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, পরিবার থেকে আলাদা করার নীতি এটা আমার ছিলোনা। এটা ওবামা করেছিলেন। তিনি তাদের জন্য কারাগার তৈরী করেছিলেন। ওবামার ক্ষমতাকলীন ২০১৪ সালের দিকে ফিরে দেখেন এটা কার নীতি ছিলো।

তিনি আরো বলেন, ডেমোক্র্যোটদের সময় ৩২৫০০০ হাজার শিশু জন্ম নিয়ে নাগরিকত্ব পেয়েছে যাদের অভিভাবকরা অবৈধ অভিবাসী। আমি ওই শিশুদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করবোনা। পরিবারের সাথেই তাদেরকে নির্বাসিত করবো। আমরা চাই বৈধভাবে সবাই এদেশে আসুক, জেল থেকে আসুক এটা চাইনা।

আরেক প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, আমার প্রশাসনের অধীনস্থ সবাই দেশের ও প্রেসিডেন্টের নীতির অনুগত। তাই আমাদের সকল নীতির সাথে তাদের কাজ করতে হবে। যেটা গণ ডিপোর্টেশন কিংবা অন্যান্য যত সিদ্ধান্ত হোক তা পালনে তারা কাজ করবে। আর এটা যারা অমান্য করবে তাদের বরখাস্ত করা হবে আর যারা মানবে তাদের ইনটেন্সিভ সহায়তা দেওয়া হবে।

ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্র থেকে বরখাস্ত নাগরিকদের তাদের দেশ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে সে সব দেশে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ বন্ধ করে দেয়া হবে। এছাড়াও সেসকল দেশে যুক্তরাষ্ট্রের সব সহযোগিতা বন্ধ রাখা হবে।

অপরদিকে গত বুধবার ট্রাম্পের গণ ডিপোর্টেশন কার্যক্রমকে বাস্তবায়নে সীমান্ত জার হিসেবে খ্যাত টম হোম্যানের সাথে স্বাক্ষাত শেষে নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামস সংবাদ সম্মেলনে জানান, অনিবন্ধিত ও অপরাধীদের জায়গা নিউইয়র্কে হবে না। অবৈধদের নির্বাসনে আইস গ্রেপ্তারে কোন প্রতিবন্ধিকতা ছাড়া অভিযান চালাতে পারে, তাই স্যাঙ্কচুয়ারি সিটির আইন শিথিলতায় একটি নির্বাহী আদেশ জারী করা হবে। এর মাধ্যমে নিউইয়র্কে অবস্থানরত অবৈধ অভিবাসীকে সহজেই গ্রেপ্তার করতে পারবে ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস) এজেন্টরা।

দেড় কোটি ডলার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মীমাংসার শর্ত হিসেবে স্টেফানোপোলাসের বক্তব্যের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চেয়ে বিবৃতি দেবে প্রতিষ্ঠানটি। এবিসি নিউজ ট্রাম্পের পক্ষে একটি প্রেসিডেন্ট ফাউন্ডেশন অ্যান্ড মিউজিয়াম স্থাপনের জন্য দেড় কোটি ডলার প্রদান করবে। এছাড়াও ট্রাম্পের আইনি খরচের জন্য ১০ লাখ ডলার দেবে এবিসি নিউজ।

চলতি বছর ১০ মার্চ সাউদ ক্যারোলিনার রিপাবলিকান কংগ্রেসপার্সন ন্যান্সি ম্যাসের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন স্টেফানোপোলাস। সে সময় ট্রাম্পকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যটি করেন তিনি।

স্টেফানোপোলাস বলেন, বিচারক ও দুটি পৃথক জুরি ট্রাম্পকে ধর্ষণের জন্য দায়ী বলেছে। ট্রাম্পকে সমর্থনের পেছনে ম্যাসের কারণ জানতে চেয়ে সাক্ষাৎকার চলাকালে ১০ বার এই মন্তব্য করেন তিনি।

২০২৩ সালে নিউ ইয়র্কের একটি আদালত রায় দিয়েছিল, ম্যাগাজিন কলামিস্ট ই. জিন ক্যারলকে যৌন নির্যাতন করেছেন ট্রাম্প। যৌন নির্যাতন ও মানহানির জন্য ট্রাম্পকে পৃথক দুই মামলায় দায়ী করে আদালত।

তবে আদালত বলেছে, নিউ ইয়র্কের আইনে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা অনুযায়ী ধর্ষণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। এক মামলায় ক্যারলকে ৮ কোটি ৩৩ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য ট্রাম্পের প্রতি নির্দেশনা জারি করা হয়।

ঘটনার মীমাংসার বিষয়ে এবিসি নিউজের একজন মুখপাত্র জানান, মামলাটি নির্ধারিত শর্তে মীমাংসায় পৌঁছেছে বলে আমরা সন্তুষ্ট।

বিবিসির যুক্তরাষ্ট্র অংশীদার প্রতিষ্ঠান সিবিএসের বিরুদ্ধেও 'প্রতারণামূলক আচরণের' অভিযোগে মামলা করেছেন ট্রাম্প। এর আগে, ২০২৩ সালে সিএনএনের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করেছেন তিনি। তার অভিযোগ, অ্যাডলফ হিটলারের সঙ্গে তাকে তুলনা করেছে প্রতিষ্ঠানটি। অবশ্য এই মামলাটি খারিজ হয়। এছাড়া নিউ ইয়র্ক টাইমস ও ওয়াশিংটন পোস্টের বিরুদ্ধে করা মামলাও বাতিল হয়েছে।

সিডিপ্যাপ নাকি পিসিএ কোনটা প্রয়োজন?

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হারাবেন। তাছাড়া সিডিপ্যাপ এর আড়াই লাখ কনজ্যুমারকে একসাথে হস্তান্তর এবং একটি এজেন্সীর দ্বারা সেবা প্রদানে বেশ জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। কমিউনিটির অনেক সেবা গ্রহীতা যারা তারা পুরাতন এজেন্সীর মাধ্যমে সেবা গ্রহণে অভ্যস্ত। এছাড়াও এসব কোম্পানী কিভাবে সেবা দিবে এবং বেতন কাঠামো কি হবে সেটা নিয়ে স্পষ্ট কোন ধারণা পাচ্ছেনা এ খাতে জড়িতরা। অনেকে মনে করছেন ঘণ্টা প্রতি বেতন কমে যেতে পারে। কারণ কোম্পানি যে বেতন নির্দিষ্ট করবে সেই বেতনেই হোমকেয়ার সেবা দিতে হবে। তবে প্রাথমিকভাবে এর সাথে জড়িতরা ধারণা করছেন সেখান থেকে নতুন কোম্পানী সরাসরি ওই বেতন থেকে সার্ভিস চার্জ ও ট্যাক্স কর্তন করে নিবে।

জানা গেছে, হোমকেয়ার সেবায় অনেকে পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের সেবা দিয়ে ইনকাম করছেন। এর মধ্যে কিছু মানুষ এ সেবার সুযোগ নিয়ে নানা অপব্যবহার ও অনিয়ম করেছেন। এমন অভিযোগে এবং এ খাতে বিশাল ব্যয় সংকোচনে কর্তৃপক্ষ নতুন করে নির্দিষ্ট একটি সংস্থাকে দিয়ে এ কার্যক্রম চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। নিউইয়র্ক স্টেটজুড়ে পার্টনারশীপ হিসেবে 'পাবলিক পার্টনারশীপ এলএলসি' (পিপিএল) কাজ করবে। এই পিপিএল এর নিয়ন্ত্রণে নিউইয়র্কের বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক ও উপ আঞ্চলিক প্রায় ২৯ টি এজেন্সী হোমকেয়ার সেবা মনিটরিং কার্যক্রম চালাবে। বেতন কাঠামো কত হবে সেটি স্পষ্ট করেনি পিপিএল। সিডিপ্যাপ এর আওতায় আড়াই লাখ কনজ্যুমার রয়েছেন। এর মধ্যে বাঙালি কমিউনিটির কয়েক হাজার পরিবার নিজের পিতা-মাতা কিংবা আত্মীয় স্বজন এর সেবা দিয়ে আসছেন।

পিপিএল তাদের ওয়েবসাইটে বলছে, প্রতিযোগিতামূলক ক্ষতিপূরণ ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। কনজ্যুমারের অবস্থানের ওপর ও স্থানান্তর প্রক্রিয়ার পর সেবা দাতার বেতন নির্ধারণ এবং বেতন হার ভাগ করা হবে।

ইমিগ্র্যান্ট এল্ডার হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও সিইও গিয়াস আহমেদ বলেন, সিডিপ্যাপ সার্ভিস এর হোম কেয়ার সেবা বন্ধ হচ্ছে না। এটি নতুন নিয়মে পিপিএল এর অধীনে কোম্পানীর অধিনে পরিচালিত হবে। সেই নিয়ম করা হয়েছে। এটি আগামী মাস থেকে স্টেটে এবং সিটিতে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কাযর্কর করার কথা বলা হয়েছে। আমরা চাই বর্তমানে যে নিয়মে আছে সেই নিয়মেই চলুক। তিনি বলেন, নতুন নিয়মের পর সেবা গ্রহিতাদেরকে সিডিপ্যাপ প্রোগ্রাম ছেড়ে পিসিএ প্রোগ্রামে যাওয়ার জন্য বলছে। কিন্তু এটা ঠিক হচ্ছে না। কারণ কেউ যদি সিডিপ্যাপ প্রোগ্রাম থেকে পিসিএ-তে স্থানান্তর হলে বেশ কিছু ভিন্ন শর্ত রয়েছে। যেমন পিসিএ-তে সেবা গ্রহীতাকে তার পরিবারের স্বজনরা সেবা দিতে পারবেন না। অনেকে পিসিএ-তে পরিবর্তন করে ভিন্ন ঠিকানা ও পরিচয়ে নিজের পরিবারের বয়স্কদের সেবা দেওয়ার চিন্তা করছেন। পিসিএ কেবল বাইরের মানুষকে সেবা দিতে পারেন। এটা কখনো করা ঠিক হবেনা। তাহলে মিস ইনফরমেশনে মিথ্যা তথ্য যদি ধরা পড়ে তাহলে সেটা মেডিকেইড ফ্রড হবে। এর জন্য জরিমানাসহ নানা জটিলতায় পড়তে পারেন। পরিবারের সদস্যদের সেবা নিতে ও দিতে হলে সিডিপ্যাপ এ থাকতে হবে।

গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের কর্ণধার শাহ নেওয়াজ বলেন, পিপিএল কিভাবে এ কাজ করবে এবং বেতন কাঠামো কি হবে এ বিষয়ে আমরা এখনো স্পষ্ট ধারণা পাইনি। পিপিএল যে সিদ্ধান্ত নিবে সেটাই মানতে হবে। আমরা চেষ্টা করছি আদালতের মাধ্যমে এই নিয়ম বন্ধ করতে।

একাত্তরের যে ঘটনা বিজয়ের আনন্দকে মলিন করেছিল

তারেকুজ্জামান শিমুল

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিকেলে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ বাহিনীর কাছে নিজের পিস্তল তুলে দিয়ে যখন আত্মসমর্পণ করেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী, সেদিন ঢাকার রাস্তায় নেমে এসেছিল হাজার হাজার মানুষ। একের পর এক আনন্দ মিছিলে মুখরিত হয়ে উঠেছিল অলিগলি-রাজপথ।

কিন্তু ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই আরেকটি ঘটনা সামনে আসে, যা জাতির বিজয়ের আনন্দকে রীতিমত বিষাদে পরিণত করে দিয়েছিল।

বিজয়ের পরের দিন জানা যায় যে, আত্মসমপর্ণের আগে পাকিস্তানি সেনারা পরিকল্পিতভাবে শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিকিৎসকসহ শত শত বাঙালি বুদ্ধিজীবীকে ধরে নিয়ে হত্যা করেছে।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলোতে বের হতে থাকে একের পর নিহত বুদ্ধিজীবীর মরদেহ সনাক্তের খবর। ঘটনাটিকে "মানবেতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড" বলে বর্ণনা করেছিল দৈনিক ইত্তেফাক।

অন্যদিকে, "রক্তস্নাত বাংলাদেশ কাঁদো" শিরোনামে খবর ছেপে দৈনিক পূর্বদেশ লিখেছিল, "স্রোতস্বিনী পদ্মা-মেঘনা-যমুনার পানি আমাদের প্রিয়জনদের রক্তে লাল হয়ে গেছে। একদিকে স্বাধীনতার আনন্দ, অন্যদিকে লাখো মানুষের আত্মহুতি।"

বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়ার তথ্যানুসারে, মুক্তিযুদ্ধের সময় সবমিলিয়ে সারা দেশে এগারো শ' জনের বেশি বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়েছিল।

এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রায় দেড়শ জনই হত্যার শিকার হয়েছিল ঢাকায়, যাদের বেশিরভাগেরই মরদেহ পাওয়া গিয়েছিল রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে।

কিন্তু তখন কীভাবে ওই বধ্যভূমির খবর সামনে এসেছিল? প্রথমদিকে কাদের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল? সেগুলোর অবস্থা কেমন ছিল?

বুদ্ধিজীবী হত্যার খবরে বাংলাদেশ সরকারেরই-বা কী প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল? সেইসময় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় সংবাদ থেকে সেই তথ্যই তুলে ধরা হয়েছে এই প্রতিবেদনে।


THE DAILY ITTEFAQ

সোনার বাংলায় মানবেতিহাসের

নৃশংসতম হত্যাযজ্ঞ

সাংবাদিক সাহিত্যিক অধ্যাপক
চিকিৎসক ও বুদ্ধিজীবীসহ শতাধিক
সোনার দুলাল নিহত

আজ আওয়ামী লীগের সভা

শান্তি ও শৃঙ্খলা

১৯৭১ সালের ১৯শে ডিসেম্বরের দৈনিক ইত্তেফাক

মরদেহের খোঁজ মিলেছিল যেভাবে

যুদ্ধ জিতে বাংলার মানুষ যখন বিজয়োল্লাস করছিল, তখন ঢাকার রায়েরবাজারে জনশূন্য একটি নিচু এলাকায় শতাধিক মানুষের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন আশেপাশের বাসিন্দারা।

তবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ওইসব মরদেহের মধ্যে যে বুদ্ধিজীবীদের মৃতদেহও রয়েছে, সেটি অবশ্য প্রথমদিকে কেউ ধারণা করতে পারেননি বলে সেসময় প্রকাশিত খবর থেকে জানা যাচ্ছে।

"শুক্রবার (১৭ই ডিসেম্বর) অপরাহ্নে ঢাকার কতিপয় সাংবাদিক কোন এক সূত্রে আভাস পাইয়া এই বধ্যভূমিতে গিয়া ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞের আলামত দেখিতে পান," ১৯শে ডিসেম্বর প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

খবর পেয়ে ১৭ই ডিসেম্বর বিকেলে স্থানীয় গণমাধ্যমের বেশ কয়েকজন সাংবাদিক ঘটনাস্থলে যান। সেই সঙ্গে বাড়তে থাকে উৎসুক মানুষের ভিড়ও।

প্রাথমিকভাবে তারাই কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর মরদেহ খুঁজে পান বলে তখনকার সংবাদপত্রের খবর থেকে জানা যায়।

এরপর নিহত বুদ্ধিজীবীদের পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হলে তারা ঘটনাস্থলে যান এবং স্বজনের মরদেহ সনাক্ত করেন।

এদিকে, নিখোঁজ বুদ্ধিজীবীদের মরদেহ পাওয়ার খবর জানাজানি হওয়ার পর ১৭ই ডিসেম্বর ভোরে থেকে বিদেশি গণমাধ্যমের কর্মীরাও রায়েরবাজারে উপস্থিত হতে শুরু করেন।

প্রথমদিকে যাদের মরদেহ পাওয়া গিয়েছিল

১৭ই ডিসেম্বর রায়েরবাজারে বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর মরদেহ সনাক্ত হওয়ার পরেরদিন ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রধান শিরোনাম ছিল 'সোনার বাংলায় মানবেতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড'।

আট কলামব্যাপি এই খবরটিতে বলা হয়েছে যে, ১৭ই ডিসেম্বর বিকেলে রায়েরবাজারে বধ্যভূমিতে তিনজন বুদ্ধিবীজীর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল।

তারা হলেন: তৎকালীন সময়ের স্বনামধন্য গণিতজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. আবুল কালাম আজাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল খায়ের এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডা. ফজলে রাব্বী।

রায়েরবাজারে বধ্যভূমির একটি গর্তে তাদের মৃতদেহ একইসঙ্গে পাওয়া গিয়েছিল বলে খবরে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা নাগাদ একই এলাকা থেকে আরও কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর মরদেহ উদ্ধার হয়, যাদের মধ্যে ডা. এএফএম আবদুল আলীম চৌধুরীর মৃতদেহও ছিলেন।

এ ঘটনার বেশ কয়েকদিন আগে তাদের সবাইকে "অপহরণ" করেছিল পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা। একইভাবে আরও অনেক শিক্ষক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও চিকিৎসককে তুলে নেওয়া হয়েছিল, যাদের খোঁজ তখনও পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব হয়নি।

এ অবস্থায় যেহেতু বেশ কয়েকজনের মৃতদেহ পাওয়া গেছে, সেই ধারণা থেকে দৈনিক ইত্তেফাক সেদিন লিখেছিল যে, অপহরণের শিকার ঢাকার "শতাধিক" বুদ্ধিজীবীর প্রায় সবাইকে হত্যা করা হয়েছে।

মরদেহের যে অবস্থা দেখা গিয়েছিল

দেশ স্বাধীনের পরপরই রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে বুদ্ধিজীবীদের মরদেহ যে অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, সেটিকে এক কথায় "বিভৎস্য" বলে বর্ণনা করেছে তখনকার সংবাদপত্রগুলো।

"ফেরাউনের আমল হইতে হিটলারের গ্যাস চেম্বার পর্যন্ত বহু অমানুষিক ও লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের কাহিনী আমরা শুনেছি। কিন্তু সোনার বাংলায় এই সোনার সন্তানদের হত্যাকাণ্ড বিশ্বের সকল জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডকে ম্লান করিয়া দিয়াছে," ১৯৭১ সালের ১৯শে ডিসেম্বর প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার খবরে বলা হয়েছে।

খন্দকার মাহবুব হোসেন


দৈনিক ইত্তেফাক

সোনার বাংলায় মানবেতিহাসের

নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড

ঢাকার শতাধিক সাংবাদিক সাহিত্যিক অধ্যাপক চিকিৎসক ও বুদ্ধিজীবী নিহত

১৯৭১ সালের ১৮ই ডিসেম্বরের দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা

এর আগেরদিনের খবরে রায়েরবাজারে সন্ধান মেলা বুদ্ধিজীবীদের মরদেহগুলোর একটি বিবরণ পাওয়া যায়।

সেখানে বলা হয়েছে যে, জনমানবহীন ওই এলাকার বিভিন্ন খানা-খন্দ, ইটের গাদা ও কিছুর গর্তের ভেতরে অপহরণের শিকার বুদ্ধিজীবীদের মৃতদেহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল।

"ইতিহাসের এই জঘন্যতম নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডের শিকার বাংলার বুদ্ধিজীবীদের মৃতদেহের সবগুলিই পেছনে হাত বাঁধা এবং বুক ও মাথায় গুলী ও বেয়োনেটের আঘাতের চিহ্ন। অনেকগুলির চোখ উপড়ানো," ১৮শে ডিসেম্বর প্রকাশিত ইত্তেফাকের খবরে বলা হয়েছে।

বেশ কয়েকদিন পড়ে থেকে মরদেহের অনেকগুলো পঁচে দুগন্ধ ছড়াচ্ছিল। বেশ কয়েকটির শরীরের হাড় ও কংকাল পর্যন্ত বের হয়ে গিয়েছিল।

"অনেকগুলি মৃতদেহ শকুন, শৃগাল, কাক ও কুকুরের আহার্যে পরিণত হইয়াছে। অনেকগুলির শুধু কংকাল ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সমগ্র এলাকা পুঁতিগন্ধে বিষাক্ত," খবরটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সবমিলিয়ে অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে, কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে মরদেহগুলো দেখে স্বাভাবিক থাকা সম্ভব ছিল না বলে খবর থেকে জানা যাচ্ছে।

"বধ্যভূমির বিভৎস দৃশ্য দেখিয়া অনেকেই সেখানে মূর্ছিত হইয়া পড়েন," ১৯শে ডিসেম্বরের ইত্তেফাক পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

বিকৃত হয়ে যাওয়ায় অনেকের স্বজনরাও মরদেহ সনাক্ত করতে পারছিলেন না।

"এদের শোকাভিভূত আত্মীয়-স্বজন জামাতের সৃষ্ট এই বধ্যভূমিতে পাগলের মতো এদের লাশ খুঁজে ফিরছে। কিন্তু এই বধ্যভূমিতে যে শত শত লাশ গলে-পঁচে যাচ্ছে, সেগুলি আর সনাক্ত করার কোনো উপায় নেই....যে লাশটি অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর বলে মনে করা হয়েছিল, পরে জানা যায় তা তার লাশ নয়," ২০শে ডিসেম্বর প্রকাশিত দৈনিক বাংলার খবরে উল্লেখ করা হয়েছে।

এমন পরিস্থিতিতে স্বজনদের অনেকেই তখন মরদেহ সনাক্ত করেছিলেন মৃতের পরনের কাপড়, জুতা ইত্যাদি দেখে। তবে এমন অনেক মরদেহও ছিল, বিকৃত হয়ে যাওয়ার কারণে যাদের পরিচয় পরবর্তীতে আর কখনোই সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

সরকার যা বলেছিল

রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে একের পর এক বুদ্ধিজীবীর মরদেহ খুঁজে পাওয়ার ঘটনায় ২০শে ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানায় স্বাধীন বাংলাদেশের তৎকালীন অস্থায়ী সরকার।

আত্মসমর্পণের আগে পাকিস্তানি বাহিনী পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের কয়েকশ বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে বলে মুজিবনগর সরকারের বরাত দিয়ে পরের দিন খবর প্রকাশ করে জাতীয় দৈনিকগুলো।

সেখানে বলা হয়েছে যে, বুদ্ধিজীবী হত্যার পেছনে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নরের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী খান।

আর এই কাজে তাকে সাহায্য করেছিল জামাতে ইসলামীর আল বদর বাহিনী।

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছিল যে, বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি বাংলাদেশের উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদেরও হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী খান।

এ লক্ষ্যে তাদেরকে সেনানিবাসে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু কর্মকর্তারা "বুদ্ধি করে" সেখানে না যাওয়ায় প্রাণে বেঁচে যান বলেও সরকারের বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়।

মি. খানের পরিকল্পনার সঙ্গে পাকিস্তানের আরও বেশ কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তা জড়িত ছিলেন বলে জানান অস্থায়ী সরকারের একজন মুখপাত্র।

খুব শিগগিরই জড়িত অন্যান্যদের নামও প্রকাশ করা হবে বলে তখন জানানো হয়েছিল।

ঢাকার তৎকালীন গভর্নমেন্ট হাউস থেকে মি. খানের একটি নোটবুক উদ্ধারের খবর সে সময় প্রকাশ হয়েছিল। সেই নোটবুক থেকে বুদ্ধিজীবী হত্যার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে বলেও তখনকার পত্র-পত্রিকার খবরে উল্লেখ করা হয়।



১৯৭১ সালে হত্যাকাণ্ডের শিকার বুদ্ধিজীবীদের কয়েকজন।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist
আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

GLOBAL MULTI SERVICES, INC



তারেক হাসান খান, সিইও

অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়

- INCOME TAX
- IMMIGRATION
- ACCOUNTING
- TAX AUDIT
- BUSINESS SETUP
- TRAVELS



37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864, Email: globalmsinc@yahoo.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে

প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়



আমরা বাংলায় কথা বলি



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

SEEMA GULIANI, ESQ / ATTORNY AT LAW

LAW OFFICE OF SEEMA GULIANI

BY APPOINTMENT ONLY

☎ 212-691-4343

Em@il *seemagulianiesq@gmail.com*

198-42 FOOTHILL AVE. HOLLIS NY. 11423

WE SPECIALIZE IN

- VAWA
- ASYLUM
- NVC PROCESS
- NATURALIZATION
- TOURIST VISAS (B1/B2)
- RELIGIOUS WORKER
- UNCONTESTED DIVORCES
- FAMILY BASED PETITIONS
- FIANCE/MARRAIGE VISAS
- LEGAL PERMANENT RESIDENCY
- EMPLOYMENT BASED VISAS

(H-1B. PERM, I-140. EB1, EB2, EB3

আজ ১৬ই ডিসেম্বর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রেরণার উৎস। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ইতিহাস জাতীয় স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সুরক্ষায় অনাগতকাল অনুপ্রেরণা যুগিয়ে যাবে। ইতিহাসের নানা পর্যায়ে আন্দোলন-সংগ্রাম করে, মুক্তিযুদ্ধ করে দেশের মানুষ স্বাধীনতা ও জাতীয় প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। এই স্বাধীনতা ও জাতীয় প্রতিষ্ঠা যাদের রক্ত ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে, আজকের দিনে সেই মুক্তিসংগ্রামী, মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও গভীর ভালোবাসা।

সঙ্গত কারণেই এবার নতুন আঙ্গীকে, নতুন পরিবেশে দেশ ও প্রবাসে মহান বিজয় দিবস পালিত হচ্ছে। গণতন্ত্রেও আড়ালে লুকিয়ে থাকা স্বৈর শাসক শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর স্বৈরাচার-ফ্যাসিস্ট সরকার মুক্ত বাংলাদেশে বিজয় দিবস পালিত হচ্ছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে দেশ ও প্রবাসে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায় ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন নানা কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

যুক্তরাষ্টের ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাস, জাতিসংঘের বংলাদেশ মিশন, নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট ইতিমধ্যেই বিজয় দিবস স্মরণে স্ব স্ব কার্যালয়ে বিজয় দিবস পালন করেছে। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ গত ৯ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনার আয়োজন করেছে। জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন (জেবিএ) বিজয় দিবস উললক্ষ্যে রোববার (১৫ ডিসেম্বর) জ্যামাইকায় শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এছাড়াও বাংলাদেশ সোসাইটি সোমবার (১৬ ডিসেম্বর) তিব্বতিয়া কমিউনিটি সেন্টারে, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠন মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ২৩ ডিসেম্বর সোমবার ওজনপার্কের আল মদিনা পার্টি হলে বিজয় দিবস পালনের কর্মসূচী গ্রহন করেছে।

চলতি বছর বাংলাদেশ মহান স্বাধীনতা ও বিজয়ের ৫৩ বছর পূর্ণ হয়েছে। সঙ্গত বিবেচনাতেই আমরা কী পেয়েছি, কী পাইনি, সাদামাঠা হলেও তার একটা হিসাব করা দরকার। একথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই যে, স্বাধীনতার কিছু লক্ষ্য থাকে, যা আমাদেরও ছিল। স্বশাসন, সুশাসন, আইনের শাসন, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়েই স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল এবং সে সংগ্রামে আমরা বিজয়ী হয়েছি। জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট ও জনসমর্থিত লক্ষ্যগুলো অর্জিত না হলে এ বিজয়কে সার্বিক অর্থে বিজয় বলে চিহ্নিত করা যায় না। সত্য বটে, পরাধীনতা ও পরশাসন থেকে আমরা মুক্ত হয়েছি। রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক স্বাধীনতা পেয়েছি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকেও আমরা মুক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু সে মুক্তি আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতেই নতুন করে মুক্ত ও স্বাধীন হওয়ার লড়াইয়ে আমাদের অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। গোটা জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের মধ্যদিয়ে প্রত্যাশিত মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। বলতে দ্বিধা নেই, সেই ৭১-এর স্বাধীনতার সেই স্বপ্ন ও প্রত্যাশা তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার দুঃশাসনে। জাতির মধ্যে বিভক্তি স্পষ্ট রূপ লাভ করেছিল। সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ বেড়েছিল। অপরাজনীতির চর্চা ব্যাপকতা লাভ করেছিল। এটা জাতীয় স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের জন্য হয়ে পড়েছিল হুমকিস্বরূপ। কে না জানে, গণতন্ত্রের জন্য দীর্ঘ সংগ্রামের পথ ধরেই স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। '৭০-এর নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও তৎকালীন সরকার তা মেনে না নিয়ে গণতন্ত্রকে ব্যাহত করেছিল এবং দমন-পীড়নের পথ বেছে নিয়েছিল, যা থেকে সূচনা হয়েছিল, আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম। গণতন্ত্রে জনগণই ক্ষমতার উৎস। অথচ, স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরও আমাদের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় লড়াই করতে হচ্ছে। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে আমরা পারিনি।

৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভূতপূর্ব অভ্যুত্থানে ফ্যাসিস্ট হাসিনা ভারতে পালিয়ে গেছেন। তার সরকারের পতন ঘটেছে। দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনগণের আকাঙ্খার অনুবর্তী, অন্তর্বর্তী সরকার। দেশ নতুন করে মুক্ত ও স্বাধীন হয়েছে। এই নতুন স্বাধীনতার লক্ষ্য '৭১-এর স্বাধীনতা থেকে ভিন্ন নয়। এখন একটা সুযোগ এসেছে, এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের। গণতন্ত্রে সরকার পরিবর্তনের একমাত্র উপায় অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। সেই নির্বাচন শেখ হাসিনার স্বৈরাশাসনামলে বিতর্কিত হয়েছিল। পর পর তিনটি নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। এসব নির্বাচনে জনগণ ভোট দিতে পারেনি। ভুয়া নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একদলীয় জবরদস্তিমূলক শাসন জনগণের বুকের ওপর চেপে বসেছিল। সুশাসন, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার ও আইনের শাসনের মতো মৌলিক বিষয়গুলো হারিয়ে গিয়েছিল। রাজনৈতিক বিভক্তি, দুর্নীতি, দুর্বৃত্তাচার স্থায়ী রূপ লাভ করেছিল। দেশ এক ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে পতিত হয়েছিল। অর্থনৈতিক মন্দা, রিজার্ভ-ঘাটতি, পণ্যমূল্যের অস্বাভাবিক স্ফীতি, দারিদ্র্য বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের অভাব, বিনিয়োগশূন্যতা ইত্যাদিতে মানুষের উদ্বেগ ও কষ্টের শেষ ছিল না। এসব সমস্যা ও সংকট নিরসনে যখন সকলের ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্তরিক প্রয়াস চালানো দরকার ছিল, তখন শাসক দল ও শ্রেণি হিংসা-বিদ্বেষে মত্ত ছিল এবং লুণ্ঠন ও অর্থপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। স্বাধীনতার আকাঙ্খা ও লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে হলে, উন্মুক্ত রাজনীতি, গণতন্ত্রের বিকাশ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। একই সঙ্গে নাগরিক নিরাপত্তা, বিনিয়োগ, ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস ও দুর্নীতি রোধ করা অপরিহার্য। গণতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ় এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে নিরন্তর প্রয়াস চালানো প্রয়োজন। এখন তথাকথিত বেশি উন্নয়ন, কম গণতন্ত্রের দিন শেষ। এখন গণতন্ত্র ও উন্নয়নকে একসঙ্গে উর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে। আমাদের গণতন্ত্র যেমন দরকার, তেমনি উন্নয়নও দরকার। ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, গণতন্ত্রে উন্নয়ন সুষম ও দ্রুতায়িত হয়। ফ্যাসিস্ট হাসিনার সরকার বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবয়ন করেছিল। এখন দেখা যাচ্ছে, দুর্নীতি ও অর্থ লুণ্ঠনই ছিল মেগা প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে প্রকল্পগুলো বোঝায় পরিণত হয়েছে। যাহোক, সরকারের আশু কর্তব্য হলো প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে গণতান্ত্রিক রাজনীতির চর্চা এবং গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। এটা খুবই সন্তোষের বিষয়, ছাত্র-জনতার আন্দোলন-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দৃঢ় জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পতিত স্বৈরাচার ও তার প্রভূ ভারত জাতীয় ঐক্যে ফাটল এবং অন্তর্বর্তী সরকারকে ব্যর্থ ও অজনপ্রিয় করার জন্য লাগাতার ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। জাগ্রত জনতা ও সতর্ক সরকার ইতোমধ্যে অনেকগুলো ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছে। ষড়যন্ত্র অব্যাহত আছে। এদিকে খেয়াল রেখে স্বাধীনতার লক্ষ্য ও প্রত্যাশা অর্জনে জাতীয়ভাবেই আমাদের ভূমিকা রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, জাতীয় ঐক্য, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, আইনের শাসন, সুবিচারের নিশ্চয়তা ও সুশাসনই কেবল দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিতে পারে। বাংলাদেশ এক অমিত সম্ভাবনার দেশ। সম্পদ, শক্তি ও উদ্যমে ভরা দেশটি ইতোমধ্যে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। দ্রুতই মধ্যম ও উন্নত দেশের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই চলা অব্যাহত রাখতে হবে। এমন মন্তব্য সচেতন বাংলাদেশীদের।

কমিউনিটির ল্যান্ডমার্ক মদিনা মসজিদটির

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক মাসের মধ্যে সবার সহযোগিতায়, আবার মসজিদে জুম্মাসহ প্রতি ওয়াক্ত নামাজের কার্যক্রমে ফিরতে চায় মসজিদ কমিটি। সে লক্ষ্যে প্রথমেই খুব দ্রুত দুই মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন। এই অর্থ পেলে রমজানের আগে মসজিদটি আবার নামাজের জন্য চালু করা সম্ভব হবে। আর এ অর্থ সহায়তার জন্য নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা মসজিদের জন্য সহযোগিতায় এগিয়ে আসবেন বলে আশাবাদ মসজিদ কর্তৃপক্ষের।

মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক এনায়েত হোসেন জালাল জানান, ইসলামিক কাউন্সিল অব আমেরিকা মদিনা মসজিদ ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর থেকেই শুধু আমেরিকা নয়, বিশ্বব্যাপী মসজিদটি সুপরিচিতি পায়। ইসলামী কাউন্সিল অব আমেরিকা মদিনা মসজিদ, বাঙালি মুসলমানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম মসজিদ এবং নিউইয়র্ক সিটির দ্বিতীয় মসজিদ। গত রমজানে মসজিদটির পুন:নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এখন ভিতরের সংস্কার কাজ শেষ করতে পারলে আবার মসজিদের ভিতরে নামাজসহ মসজিদের সকল কার্যক্রম শুরু করা যাবে দ্রুত। এজন্য প্রাথমিকভাবে দ্রুত এ কাজ শেষ করতে প্রয়োজস ২ মিলিয়ন ডলার। বাকিটা সংস্কারে আরো প্রায় ৫ ডলার মিলিয়ন প্রয়োজন। জানা গেছে, পাঁচ তলা এই মসজিদেও কনস্ট্রাকশন কাজ শুরু হয় গত মার্চ মাসে। এখানে মসজিদেও মুসল্লিদের জন্য রয়েছে ১৬টি রেস্ট রুম, ২২টি ওজুখানা, একটি গোসলখানা, মৃত ব্যক্তির গোসলখানার ব্যবস্থা ছাড়াও মৃতদেহ রাখার জন্য হিমায়িত লাশ রাখার ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়াও অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত, জনবহুল নিউইয়র্ক সিটিতে মদিনা মসজিদকে একটি দৃষ্টিনন্দন ল্যান্ডমার্ক মসজিদ হিসেবে নির্মাণে প্রয়োজন সাত মিলিয়ন ডলার। বর্তমানে চলতি ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে মসজিদটির ভিতরে নামাজসহ সকল কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব বেসমেন্ট, ১ম তলা ও ২য় তলার কাজ সম্পন্ন করে মুসল্লিদের ব্যবহারের সুবিধার্থে সাময়িকভাবে খুলে দেওয়ার ব্যাপারে কন্ট্রাক্টরকে অনুরোধ করা হয়েছে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে। কন্ট্রাক্টর দুই মাসের মধ্যে উল্লিখিত কাজ শেষ করার লক্ষ্যে দ্রুত কাজ করে যাচ্ছেন। এজন্য মসজিদের এ কাজ সম্পন্নে আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন। তারা ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইবোনদের কাছে মুক্ত হস্তে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে মদিনা মসজিদে দান করার অনুরোধ জানান। মসজিদে যারা নামাজ আদায় করতে আসেন, তাদের কাছেও অর্থ সহায়তা চাইছেন।

নিউইয়র্ক সিটিতে একমাত্র মদিনা মসজিদ যেখানে সিটিতে কর্মজীবি মানুষ নামাজ আদায়ের পাশাপাশি সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে একটু বিশ্রামও নেন। এজন্য এ মসজিদটি মুসলিম কমিউনিটির জন্য এক প্রশান্তির স্থান।

জরুরী ভিত্তিতে, মদিনা মসজিদ নির্মাণ কাজের জন্য, মোট সাত মিলিয়ন ডলারের মধ্যে, দুই মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন। মুক্ত হস্তে আপনার দান পাঠাতে www.nycmadinamasjid.org ওয়েবসাইট ব্যবহার করুন। অথবা তবষষব করুন ৪৭০-৭৭২-৮৩২৩ নম্বরে।

বর্তমানে মুসল্লিরা প্রতি ওয়াক্ত নামাজ প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে মসজিদের সামনে খোলা রাস্তায় আদায় করছেন। নির্মাণকাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার জুমার নামাজ ম্যানহাটনের ২য় এভিনিউয়ের সেন্ট মার্ক চার্চ ১৩১ ইস্ট ১০ম স্ট্রিটে সাময়িকভাবে তিনটি জামাত আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে ১ম জামাত ১২টা ১৫ মিনিটে, ২য় জামাত ১টায় ও ৩য় জামাত ১টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। এই চার্চে অজুও রেস্ট রুমের ব্যবস্থা নেই। এজন্য মুসল্লিরা কিছুটা দূর্ভোগে পড়েন। মসজিদ কর্তৃপক্ষ আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে নিজ নিজ ব্যবস্থায় অজু ও রেস্ট রুমের কাজ সেরে জুমার জামাতে শরিক হওয়ার জন্য মুসল্লিদের অনুরোধ করেছেন।

মসজিদ কর্তৃপক্ষ জানান, মদিনা মসজিদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিবছর দুজন কোরআনে হাফেজ দ্বারা খতমে তারাবির নামাজ নিয়মিত পড়ানো হচ্ছে। এ বছরও দুজন হাফেজ দ্বারা তারাবির নামাজ পড়ানো হবে। বর্তমানে মদিনা মসজিদে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হাফেজ দ্বারা সুমধুর কণ্ঠে তেলাওয়াতের মাধ্যমে নামাজ আদায় হচ্ছে। এ ছাড়া আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী একজন বিজ্ঞ হাফেজ আলেম মুফতি মাহদি চৌধুরী বর্তমানে ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব পালন করছেন। গত বছরও ইফতারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ বছরও সবার সহযোগিতা নিয়ে ইফতারের ব্যবস্থা করা হবে মদিনা মসজিদে।

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.
917-282-9256
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury, Esq
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(ফোন অফিস ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)



Timothy Bompart
Attorney at Law
Moin Choudhury
Attorney at Law
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের কারও লাশ উত্তোলন করা যাবে না

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

চোখের সামনে, তাঁদের ওই ক্ষতবিক্ষত কলিজার সামনে আপনারা কোনো দিন চার মাস পর তাঁদের লাশ উত্তোলন করতে পারেন না।'

এ সময় সারজিস আলম পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, 'যে শহীদ, আহতের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে আপনারা উপদেষ্টা, আইজিপি, ডিআইজি, পুলিশ সুপার, বিভাগীয় কমিশনার হয়েছেন, তাঁদের রক্তের সঙ্গে বেইমানি কীভাবে সম্ভব? চার মাস হয়ে গিয়েছে। আমরা আমাদের জায়গা থেকে কখনো এই বিবেকবোধের পরিচয় দেব না যে এই গণহত্যার সঙ্গে পুরো বাংলাদেশের পুলিশকে জড়িয়ে দেব। কিন্তু এই দায়সারা কথা আমরা বলব না যে, "খুনি হাসিনা হুকুম দিয়েছিল বলে আমি গুলি চালিয়েছি"। খুনি হাসিনা যদি গুলি চালানোর হুকুমও দেয়, তাহলে একজন ব্যক্তি হিসেবে আপনার বিবেকবোধ, দেশের মানুষকে সামনে রেখে যে শপথ নিয়েছিলেন, সেই মনুষ্যত্ব, সেই বিবেকবোধ কোথায় ছিল। যাঁরা ওই বিবেকবোধ দিয়ে ন্যূনতম এই বিচারটুকু করতে পারেননি, যে কতিপয় পুলিশ সদস্য সরাসরি এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলেন, হত্যাকাণ্ডে যাঁদের সরাসরি ভিডিও, ছবি, ডকুমেন্ট পাওয়া যায়, তাঁদের কেন এখনো বিচার হচ্ছে না।'

খুনের শাস্তি কি বদলি, এই প্রশ্ন তুলে সারজিস আলম বলেন, 'আজকে আমরা দেখছি, ওই কতিপয় পুলিশদের পোস্টিংয়ের নামে পুরো দেশের বিভিন্ন জায়গায় আবার তাদের কর্মকাণ্ড তারা চালিয়ে যাচ্ছে। খুনের শাস্তি কি এক জেলা থেকে আরেক জেলায় বদলি। এই বাংলাদেশে এখনো দেখতে পাচ্ছি অনেক পুলিশ কর্মকর্তা মামলা নিচ্ছে না, যেসব মামলায় তাদের বিভিন্ন পুলিশের নাম রয়েছে। এই মামলাগুলো নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক নেগোসিয়েশন (দেনদরবার) হচ্ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ওই খুনি আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের অনেককে টাকার বিনিময়ে, ম্যানপাওয়ারের বিনিময়ে বাঁচানোর জন্য তারা ব্যাকডোরে (পেছনের দরজা দিয়ে) নেগোসিয়েশন করছে। বিভিন্ন জায়গায় মামলাবাণিজ্য হচ্ছে। এই বাণিজ্যের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী জড়িত আছে, তেমনি প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিও জড়িত রয়েছে। পুলিশ সদস্যরাও টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন জায়গায় নেগোসিয়েশন করছে।'

সারজিস আলম বলেন, 'যারা এই গণহত্যার সঙ্গে জড়িত ছিল, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ পুলিশের আপনারা যাঁরা জড়িত ছিলেন না, বিচারপ্রক্রিয়ায় যদি সহযোগিতা না করেন, মনে রাখবেন তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ওই খুনের সঙ্গে জড়িত, আর আপনারা পরোক্ষভাবে জড়িত হয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ পুলিশ প্রতিষ্ঠানটির গায়ের প্রতি বিশাল এক কালিমা লেগে গেছে। আপনারা স্বীকার করুন আর না করুন, এই কালো দাগ আপনাদেরকেই মুছতে হবে। আগামী দিনের কাজের মাধ্যমেই মুছতে হবে। যদি না করেন, মানুষের কাছ থেকে কোনো দিনই সম্মান ফিরে পাবেন না। আপনার চেয়ার, পোশাক কোনো দিনই আপনার সম্মান নিশ্চিত করবে না। আমরা এখনো আস্থা রাখতে চাই। আড়াই লাখ পুলিশ পরিবার যদি সৎ হয়, দুর্নীতি না করে, দালাল না হয়, ক্ষমতার তোষামোদী না করে, নিজের চেয়ার ও শপথের মূল্য বোঝে, তাহলে এই বাংলাদেশ আগামী ছয় মাসে অর্ধেক ঠিক হয়ে যাবে। আপনাদের জায়গা থেকে যদি দায়িত্বটা পালন করতে পারেন, এই বিচারপ্রক্রিয়া আগামী এক বছরে যতটুকু চাই, তার অনেকটুকু পূরণ হবে। কোনো রাজনৈতিক দলের দালালি করবেন না। বাংলাদেশের জনগণ যদি দাঁড়িয়ে যায়, আপনার কিছুই করতে পারবেন না।'

সারজিস আলম বলেন, 'আমরা শুধু বাংলাদেশ পুলিশ নয়, সেনাবাহিনী, অন্তর্বর্তী সরকার, সবাইকে অনুরোধ করতে চাই, আমরা কারও অন্ধ দালাল নই, ক্ষমতাপিপাসু নই। বিবেকবোধের জায়গায় যদি মনে হয়, আপনারা কেউ এই অভ্যুত্থানের স্পিরিটের জায়গার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন, এমনকি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসও যদি হন, আমরা তাঁকে ছেড়ে কথা বলব না। আমরা বিবেকবোধ বেচে দেওয়া ওই প্রজন্ম নই। বিবেকবোধ বেচা প্রজন্ম হলে আমার পাশে থাকা বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি ভারতের দালালি করতাম। কিন্তু আমরা তা করি না, করব না। আমরা আমাদের জায়গা থেকে স্পষ্ট করে বলেছি, পৃথিবীর যেকোনো দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হবে সমতার, মর্যাদার। কেউ বিন্দুমাত্র ডমিনেট (আধিপত্য) করার চেষ্টা করলে, তার সঙ্গে চোখ রাঙিয়ে কথা হবে, বুলেটের সামনে বুক পেতে দেওয়া হবে।'

জ্যামাইকায় যাত্রা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের হপকিন্স ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করা বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত মুজাহিদুর রহমানের পরিচালনায় 'ফোকাস টিউটোরিয়াল' এর শিক্ষা কার্যক্রম দায়িত্বে থাকবেন ৮ জন শিক্ষক-ইন্সট্রাক্টর। মান সম্পন্ন ও ডিজিটাল ক্লাসরুমে সপ্তাহের শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার মিডল স্কুল ও হাইস্কুলের শিক্ষার্থীদের ব্যাচ পদ্ধতিতে কোচিংয়ের ক্লাস নেওয়া হবে। বিকেল ৫টা থেকে ৮:৩০ পর্যন্ত কোচিংয়ের ক্লাস নেওয়া হবে। কোচিংয়ে স্যাট প্রিপারেশন টেস্ট, সাস্ট প্রিপারেশন টেস্ট, হাই স্কুল কোর্স, মিডল স্কুল কোর্স, হোমওয়ার্ক হেল্প ও কলেজ প্রিপারেশন কোর্সগুলোর ব্যবস্থা রয়েছে। সোমবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন আরমান চৌধুরী সিপিএ, এটর্নী গোলাম মোস্তফা, ইঞ্জিনিয়ার কামাল আহমদ, মাসুদ খান, ইমাম নজরুল ইসলাম, মো. শাহ আলম. মোহাম্মদ এম রহমান, আজিজুল হক প্রমুখ।

মুজাহিদুর রহমান জানান, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশীসহ বিভিন্ন কমিউনিটির শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠদানের মাধ্যমে প্রদান। আমাদের এখানে ৬টি প্যাকেজ এর মাধ্যমে ব্যাচ পদ্ধতিতে ক্লাস করানো হয়।

ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পপুলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
■ Road Lesson Local & H.Way
■ Road Test Appointment
■ Car for Road Test
■ 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
■ 6 Hours DDC Class
■ Good For TLC, Insurance & Point Redaction.
(Operate by JH office)

Operate by JH office)
বাসা থেকে সিকআপ এন্ড ড্রপ
২টি লেসন একত্রে
OPEN 7 DAYS
Please
Scan & Visit us!
৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
৯১৭-৩০১-২০৬৩
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই
Website. www.populardrivingschoolny.com
POPULAR DRIVING SCHOOL INC.
Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl.
Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453
Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw, Drew St & Forbell St, City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300 OFF
* Minimum $10000 cash purchase required
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel


Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটি





(শেষ পৃষ্ঠার পর)

উপস্থিত সদস্যদের কণ্ঠভোটে তারা নির্বাচিত হন। রচি বাংলা খবর ডট নিউজের সম্পাদক এবং মসিউর খবর সম্পাদক। এছাড়াও ৯ সদস্যের নির্বাচিত কার্যকরী কমিটির সদস্যদের মধ্যে আছেন: সহ সভাপতি- মনজুরুল হক (সপ্তাহিক প্রথম আলো), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- আবু বকর সিদ্দিক (সাপ্তাহিক আজকাল), কোষাধ্যক্ষ- মল্লিকা খাঁন মুনা (মাই টিভি), কার্যকারী সদস্য যথাক্রমে দর্পণ কবীর (সম্পাদক, দেশকণ্ঠ), মোহাম্মদ সাঈদ (সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রবাস), তোফাজ্জল লিটন (দৈনিক প্রথম আলো) ও শামীম আহমেদ (টিবিএন২৪ টিভি)। উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পেশাজিবী সাংবাদিকদের এ সংগঠন 'আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাব'।

এর আগে প্রেসক্লাবের বিদায়ী সভাপতি মোহাম্মদ সাঈদ'র সভাপতিত্বে সাধারণ সভা পরিচালনা করেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মনজুরুল হক। সভায় নিউইয়র্কের বিভিন্ন মিডিয়াতে কর্মরত ১৬ জনকে প্রেসক্লাবের নতুন সদস্য পদ প্রদান করা হয়। এ সময় উপস্থিত নতুন সদস্যদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। সভার শুরুতে ক্লাবের প্রয়াত সদস্য আব্দুল হাই স্বপনের বিদেহী আত্মারর মাগফেরাত কামনা, বেলাল আহমেদসহ অসুস্থ সদস্যদের জন্যে দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন ক্লাবের সিনিয়র সদস্য সৈয়দ ওয়ালিউল আলম। সভায় সভাপতির শুভেচ্ছা বক্তব্যের পর সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন পেশ করা হয়। সদস্যরা প্রতিবেদন দুটি অনুমোদন করেন।

এছাড়াও প্রেসক্লাবকে শক্তিশালী করার লক্ষে বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক দর্পণ কবীর, নতুন কমিটির সভাপতি শওকত ওসমান রচি, নতুন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোঃ মশিউর রহমান মজুমদার, মল্লিকা খান মুনা, সৈয়দ ওয়ালীউল আলম, পাপিয়া বেগম, এনামুল হক এনাম, শফিকুল ইসলাম সাবু, তাপস কুমার সাহা, সীমা সুস্মিতা, মোঃ আজিজুল হক, মোঃ আরিফুর রহমান, মোঃ মাহে আলম জেমস, এনাম চৌধুরী, দীপক কুমার আচার্য, খোরশেদ আলম রিংকু, উত্তম কুমার সাহা, শামীম আহমেদ, কামরুল হাসান প্রমুখ।

সবশেষে বর্তমান সভাপতি মোহাম্মদ সাঈদ উপস্থিত সকল সদস্যদের ধন্যবাদ এবং নতুন কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



বন্যার্তদের ২২ লাখ টাকার অনুদান দিলো 'বাপা'

নিউইয়র্ক: বন্যার্তদের ২২ লাখ টাকার অনুদান দিলো বাংলাদেশে-আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন (বাপা)। ৯ ডিসেম্বর বিকালে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদার কাছে বন্যার্তদের জন্য ২২ লাখ টাকার প্রতিকী চেক হস্তান্তর করেছেন বাংলাদেশে-আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন। কনসাল জেনারেলের হাতে চেক তুলে দেন বাংলাদেশে আমেরিকান পুলিশের অ্যাসোসিয়েশনের বাপা'র প্রেসিডেন্ট সার্জেন্ট এরশাদ সিদ্দিকী , সাধারণ সম্পাদক ডিটেকটিভ রাসেকুর মালিক। চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বাপার মিডিয়া লিয়াজোঁ ডিটেকটিভ জামিল সারোয়ার । এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন বাপা'র সাবেক সভাপতি লেফটেন্যান্ট সৈয়দ সুমন, সাবেক সভাপতি লেফটেন্যান্ট শামসুল হক, বাপা'র ট্রেজারার সার্জেন্ট মেহেদী মামুন , ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর সার্জেন্ট মুরাদ আহমেদ, কো ট্রেজারার অফিসার জসীম মিয়া, করেসপন্ডিং সেক্রেটারি অক্সিলারি পুলিশ ক্যাপ্টেন সৈয়দ এনায়েত আলী ,অফিসার জুয়েল গাজী এবং অফিসার নিয়ন চৌধুরী।

বাপা'র প্রদত্ত এই অর্থ বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে পাঠানো হয়। কনসাল জেনারেল হুদা বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বারদের স্বাগত ও ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশের এই বন্যায় দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেছেন এবং এখনো করে যাচ্ছেন।

বাপা'র প্রেসিডেন্ট সার্জেন্ট এরশাদ সিদ্দিকী তার বক্তব্যে বলেন, আমরা যদিও প্রবাসে থাকি তারপরও আমাদের প্রাণ পড়ে থাকে প্রিয় জন্মভূমিতে। তাছাড়া দেশের প্রতি আমাদের ঋণও রয়েছে। সেই কারণে আমরা বাংলাদেশের বন্যায় আক্রান্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। বাংলাদেশে আমেরিকান পুলিশের অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বাররা যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে না আসতো তাহলে আমাদের পক্ষে এইভাবে সাহায্য করা সম্ভব হতো না। সকলের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই আমর বিশ্বাস, এইভাবে আমাদের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবো ।

এছাড়াও তিনি বলেন যে বাংলাদেশ পুলিশ কে আরো অত্যাধুনিক করতে এবং আমাদের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশ পুলিশের সাথে শেয়ার করতে চাই।- প্রেস বিজ্ঞপ্তি





বিজয়ের পঙ্‌ক্তিমালা

সাহিত্য সাময়িকী

সাহসই শেষ ফয়সালা

মতিন বৈরাগী

ব্লেডের মতো ধারালো সাম্প্রদায়িকতার উস্কানী প্রতিবেশী বন্ধুর মুখে,
জানান দিচ্ছে তার নিত্য দিনের কাপুরুষ হুঙ্কার
আতঙ্ক নেই, দাঁড়াচ্ছে সাহস সড়কের দিকে খোলা দরোজা
ছোট্ট তৃণটিও ভোলেনি মাথা তুলে দাঁড়াবার প্রতিজ্ঞা,
ডাকছে কোলাব্যাঙ গাইছে বিজয় সঙ্গীত

কোনো গিরগিটি আর দাঁড়িয়ে নেই টিলার উপর
আকাশ বুঝি প্রাণোচ্ছল অনন্ততা নিয়ে ফোটাবে জীবন ফুল
নীলের জমিনে।

যারা মরে গেছে যারা বীর কোনো বিলাপ নেই তাদের
বুক দিয়ে রুখে গেছে ফ্যাসিজম আর যত টুল-টেবিল
পথে পথে হাস্য-উজ্জ্বল অন্তর্ভেদী চোখ গ্রাফিতির, তারা বলছে
বিজয় এখনও অনেক দূর--
সাহসই শেষ ফয়সালা।
বৃক্ষরা প্রত্যয়ী পায়ে নির্ধারণ করছে পথের দূরত্ব।

দাঁড়িয়ে যাচ্ছে মানুষ,
হেমন্তের মাঠে খেলা করছে অলৌকিক জ্যোৎস্না।

কুয়াশার আড়ালে

মেহেদী ইকবাল

নিভে যাওয়ার আগে
স্রোতের আগ্রাসী হা
কাশফুল সুন্দর দূর থেকে
নীরবে রোদ পোহায়
ফিচকুলে পাখি এক
যত্ন করে তোলা মাচান লাউয়ের।

হলুদ পাতার স্তুপ
নিকটে উর্বরতা
উড়ে হাওয়া মৃদুমন্দ গম্ভীর
অধীর অপেক্ষা কারো

উৎফুল্ল শালিকের ঝাঁক
কুয়াশার আড়ালে মুখ
দৃশ্যমান
আনন্দিত স্বজনের!

ভয়কে জয়ের স্বপ্ন আঁকে চোখ

কাজী আতীক

'ঘাতক কাঁটা'র এক সময়
যেমন চোরা ডুবোচরের ভয়ংকর জলপথ
আটকা পড়ার আগে জানা যায় না কিছুই,

অবিরাম এক বিপত্তি সংকুল
ঝুঁকিপূর্ণ বাঁকের পর যদি হারায় পথের দিশা
রুদ্ধদ্বার বাস্তবতায় যেনো বিপর্যস্ত বহমানতা,

তারপরও অবিরাম এক নির্ঝর প্রত্যাশা ফুল
যদিও কখনো মনের ভুল
কখনো যেমন মরীচিকা মরুর
যাহোক তবু- ভয়কে জয়ের স্বপ্ন আঁকে চোখ।

যতোই আশা নিরাশার শঙ্কা সংকুল সময়
তবুও প্রত্যয়ী প্রত্যাশার শত স্বপ্ন মুকুল
উন্মুখ- পাপড়ি মেলে শতদল শোভন সুষমায়
যেমন ষোল ডিসেম্বর একাত্তর, আমাদের বিজয়
উপমা যার- প্রজ্ঞা ও ত্যাগে মহান ও মহিমময়



বিজয়ের স্বর্ণকমল

মুস্তফা হাবীব

অধিকারবঞ্চিত মানুষের হাহাকার শুনে
পরদেশি মেঘ একটুও গলেনি
বৃষ্টি হয়ে বাংলার মাটিকে করেনি আলিঙ্গন,
বাইশ পরিবারের ছেলেখেলায় বিপন্ন এ দেশের মানুষ।

অবশেষে একাত্তরের ছাব্বিশ মার্চ কালুরঘাট বেতারে
বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে এক কিংবদন্তি সৈনিকের আহ্বান
যুদ্ধের দামামা বাজে।

বাংলার ঘরে ঘরে রণসঙ্গীতের সুরে
জ্বলে ওঠে তারুণ্যের দীপশিখা
জয়ের নেশায় বুক পেতে দেয় বুলেট বোমার সম্মুখে।

অতঃপর ঝড়ের আর্তনাদ থামে
ষোল ডিসেম্বর নীল আকাশে ওড়ে মায়াবী শঙ্খচিল
আড়মোড়া দিয়ে নাচে মুক্তিকামী মানুষ,
বন অটবির ডালে ডালে হাসে বিজয়ের স্বর্ণকমল।



লাঙ্গল ফেলে কৃষকের হাত অস্ত্র ধরে

শাহীন ইবনে দিলওয়ার

সহস্র হাতে শিকল পরানো যেমন সহজ নয়
দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা আগুন অজস্র মাঠের
শস্য পুড়িয়ে দিতে এলে লাঙ্গল ফেলে কৃষকের
হাত অস্ত্র ধরে জমিনের উর্বরতা মুখের অন্ন যোগায়।

আদিকাল থেকে ঘটে যাওয়া নাগরিক প্রলয়
দেখে যারা পাতা উল্টে সব ভুলে যায় তারা
সময় এলে মাটিতে লুঠিয়ে পড়ে আফসোস
তাদের ধরে ওঠানোর কেউ কোথাও নেই।

ভাইয়ের বুক গুলিতে ঝালিয়ে দিয়ে প্রাপ্তি শূন্য
শত্রুদের বড়ো হতে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেলে
হিসেব মেলাতে না পেরে পদদলিত পরাজিত
মুখ চেপে ধরে পরিশেষে ভয়ার্ত নির্বাক।

বিশালকায় দৈত্য যখন নির্লজ্জ দূর্বিনীত
যখন ধ্বংস ছাড়া তার কোনো শুভকামনা নেই
বন্ধু শত্রু হয় শত্রু ও মিত্র হতে পারে দু:সময়ে
অভিন্ন স্বার্থে হাত মেলাতে পিছপা হয় না।



আমি

দিলীপ কির্ত্তনিয়া

আমি জল নই-- বোতলের বুকে অবরুদ্ধ হয়ে
বানিজ্যে যাবো।
আমি সেই অভাগা পাখি নই-- যাকে খাঁচায় পুরে
প্রতিদিন দেয়া হয় দানা-পানি।
আমি বন্দী নদীর জল নই-- বুকের পরে বাঁধ!
আমি মুক্ত প্রান্তর-- আমি খোলা দুয়ার
আমি অবাধ নির্বাধ নদী।
আমি সেই এক পাখি-- যে শুধু ডানা মেলে
উড়ছি।
আমি গান-- আমি রবীন্দ্রনাথ
আমি নজরুল।
আমি সবুজ লাল সূর্য পতাকা
হ্যাঁ, আমি নিজেই।

বিজয়ের পঙ্‌ক্তিমালা

সাহিত্য সাময়িকী

প্রকৃতিসংগীত

ফারুক মাহমুদ

আপেল-সমষ্টি থেকে রক্ত-রক্ত ভীতি ঝরে পড়ে

যথেষ্ট কারণ আছে। তীক্ষ্ণ-করা ছুরিটি তখন
মোহাম্মদী বেগের মুখের মতো পাশে বসে থাকে

হীনম্মন্যতা চাষ করে সমাজে সংসারে যদি আনুগত্য মেলে
খেলাপি ঋণের স্ফীতি যদি হয় কৃতিত্বের সিঁড়ি
জলের লাশকে যদি বলা হয় 'মনোহর নদী'
তাহলে তো সব শব্দ ব্যর্থ হয়ে যাবে !

ঘৃণা-ক্রোধ-- অনেকে তা সেধে-সেধে বিলিয়ে বেড়ায়
প্রতিহিংসা কোনো সমাধান নয়। তার থেকে ওকে
বাধ্য করি, সে-ও যেন গাইতে শেখে প্রকৃতিসংগীত

ঘাস-বিছানার রোদ

মামুন সুলতান

সোনালি রোদের দিনে
খড়কুটো ওড়ানো হাওয়ায় পানকৌড়ি দোল খায়
পাতায় পাতায় জেগে ওঠে সুবর্ণ-স্বর্ণলতা
মুছে যায় বিষণ্নবেলার জটিল পথরেখা

তোমার মনখারাপের অসুখ হলে ঘাস-বিছানায় এসো
ধানকাটা মাঠের পরে নগ্নপায়ে ঘুরে যাও
মনের শীতল শিরা কেমন নেচে ওঠে দেখো
ঝর্ণার মতো সজীব হয়ে সেরে যাবে মনের অসুখ

জটিল জীবন নিয়ে ঘরে বসে লাভ নেই
প্রকৃতির ভাঁজে ভাঁজে
মিশিয়ে যাও দুঃখময় জীবনের দীর্ঘশ্বাস
মাটির গতরে পুঁতে রাখো অপ্রাপ্তির রসিকতা

সোনালি রোদের দিন মনে করো
এই উঠোনে নেমেছে মৌমাছি-কোলাহল
দাঁড়িয়ে নিশ্চুপ দেখো মৌমাছি-দুপুরের অভিসার
উদোম উল্লাসে খুলে ফেলো দুর্বোধ্য-জীবনের খোলস।



তুমি আমাদের অর্জিত অহংকার

নাসরীন নঈম

জীবনের ভোর বেলায় পাওয়া একটি নতুন স্বপ্ন
দুপুর বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত বুকের জমিতে
বীজতলা তৈরি করেছিলো একদিন।
পাথুরে পপ্রাসাদের ধাক্কা খেয়ে ইচ্ছের তানপুরাটায়
পলে অনুপলে ধ্বনিত হলো জীবনের অন্তহীন গান
তখনি অনুভূতির শেকড়ে পড়েছিলো টান।

ঐ টানেই বোধকরি জরিনা বেওয়ার যুবক ছেলেটা
ষোল নম্বর সেক্টরে কমান্ডার হলো, মাঝি বাড়ির
বৌ-ঝিয়েরা সব হাতের নাকের গহনা খোয়ালো
লোক-লোকান্তরে এক সরল রৈখিক সীমারেখা
ফিনিক্স পাখির মতো ডানা মেলে উড়াল দিলো
এক মহা স্বপ্ন নিয়ে যার নাম স্বাধীনতা।

মেঘের গায়ে ধনুক ছুঁড়ে
তোমাকে পেয়েছি স্বাধীনতা
ছেঁড়া হাওয়ায় ছাতার মতো
তুমি আমাদের অর্জিত অহংকার।

এক অপরূপ জাজিমগাথা

হাফিজ রশিদ খান

গোলাপটা খুব লাল ছিল
সবুজ পাতায় ঘেরা
ওটার অবিনাশিতা নিশ্চিত করার জন্যে
শুশ্রূষার ঘাম ঝরালো
বাংলাদেশের সন্তানেরা

তার পাপড়ির ভাঁজে-ভাঁজে
লক্ষ-লক্ষ প্রজাপতি রঙে-রঙে সাজে

গোলাপটা একদিন নিজস্ব উল্লাসে
পাপড়ি খুলে-খুলে
ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের
প্রত্যেক নদীর কূলে-কূলে
ফোয়ারার মতো ঝরতে-ঝরতে
অপরূপ এক জাজিম বানালো এই মর্তে

বিশ্বের সকল দিক তুলে কলরব
উঁকি দিয়ে দেখে নিল এই উৎসব...

ইতিহাস মিথ হয় না

জেবুন্নেছা জোৎস্না

আমরা ইতিমধ্যেই অনেক হারিয়ে ফেলেছি-
একাত্তরে স্বাধীনতাযুদ্ধে যিনি পিতৃহীন
চব্বিশের জুলাইয়ে সে হলো সন্তানহারা!
মুক্তিযুদ্ধে- বাঙালি'র শত্রু ভিনদেশি হন্তারক
চব্বিশে স্বদেশী বেলেহাজ বাহিনী-পেটোয়া!
সমাজ সংস্কারে- হাঁটু ভাঙা দ'য়ের বৈষম্যে মারে
আপন ভূমিতে মানুষ পরাধীনতা সহে।

সময়ের স্রোতে- শহুরে ছোঁয়ায় গ্রাম-গঞ্জ সাজে-
দৃষ্টিনন্দন হাইওয়ে- হাইরাইজ বিল্ডিং ওঠে-
গোয়েবলসের গুজব হাইস্পিড ওয়েবে ভাসে
চতুর বুর্জোয়া- দেশের সম্পদ শোষে !

রানার চলেছে ছুটে- দিন বদলের তৃষ্ণার তুফান বুকে!
ঝরা প্রাণ- হাজার প্রাণেতে ফিরে পাওয়া যায় না!
গণতন্ত্রে প্রয়োজন- তৃণমূলে নবীনের জাগরণ-
বদলে গেলে দিন- জেনো, ইতিহাস মিথ হয় না--!



স্বদেশের মুখ

হাসিদা মুন

পিঠের ওপরে ঠেসে কলমের ডগা
চেঁচিয়ে উঠছে অভিনেতার ভাষণ--
তোমরা উন্নতিচিহ্ন অনুভব করো
লিখেও জানাও চিত্র বেঢপ ভঙ্গিতে
এমনটা হয় প্রায় প্রভূত উপায়ে
বাতাস আলাদা করা সম্ভব হয় না
হাওয়ার অন্তর থেকে। প্রতাপ-প্রবাহে
যেন মরুঝঞ্ঝাঝড়-- খুব তেড়ে আসে!

বাস্তব হতেই চেষ্টা করছি। বস্তুত
অনেক খরচে তৈরি বাঁচার অভিধা,
শক্তির বিরুদ্ধশক্তি নীরব বারুদে
যদিও জ্বালাল আলো-- রক্ষাটি থাকে না
ফ্যাকাসে পাঠক যাচ্ছে, ভূখন্ড কোথায়!
আমি আছি। দৃঢ়। দেখি স্বদেশের মুখ...

ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্ক ভারতীয় কনস্যুলেট-দূতাবাসের সামনে বাংলাদেশীদের বিক্ষোভ



নিউইয়র্কে ভারতীয় কনস্যুলেটের সামনে বিক্ষোভ করেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র ও নাগরিক ঐক্য ফোরাম ইউএসএ।



ওয়াশিংটন ডিসিতে ভারতীয় দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ করেন বাংলাদেশী স্টুডেন্ট এন্ড কমিউনিটি।

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভারতীয় হাইকমিশন ভবনের সামনে প্রবাসী বাংলাদেশীরা প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশ কর্মসূচি পালন করেছে। প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র ও নাগরিক ঐক্য ফোরাম ইউএসএ বৃহস্পতিবার (১২ ডিসেম্বর) এই কর্মসূচী পালন করে। তবে এই কর্মসূচি চলাকালে কনস্যুলেটের নিরাপত্তা রক্ষীদের বাঁধার মুখে পন্ড হয়ে যায় প্রতিবাদ কর্মসূচি এবং কনস্যুলেটে স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচী। নিরাপত্তা রক্ষীদের বাধা এবং স্মারকলিপি গ্রহণে ভারতীয় কনস্যুলেটের অস্বীকৃতিতে বাকবিতন্ডাও হয়। অপরদিকে শুক্রবার (১৩ ডিসেম্বর) ভারতীয় দূতাবাসের সামনে এই বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশী স্টুডেন্ট এন্ড কমিউনিটি এই বিক্ষোভের আয়োজন করে।

গত পাঁচই আগস্ট বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের পরে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সূচনার পর শুরু হয় ড. মুহাম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পথচলা। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে দেশত্যাগী সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতিমধ্যেই দেশ-বিদেশে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের সাথে অন্তর্বর্তী সরকারের সমালোচনা করে ভার্চুয়ারী বক্তব্য রাখছেন। এর সাথে যোগ হয়েছে ভারতীয় নেতাদের উস্কানিমূলক বক্তব্য, ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে হামলা প্রভৃতি বাংলাদেশ বিরোধী ঘটনা। এসব ঘটনার প্রতিবাদে গত ১২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার নিউইর্কস্থ ভারতীয় দূতাবাসের সমানে সকাল এগারোটা থেকে ৫টা পর্যন্ত নির্ধারিত কর্মসূচি পালন করে নিউইয়র্কস্থ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র ও নাগরিক ঐক্যফোরাম ইউএসএ'র নেতৃবৃন্দ। প্রচন্ড ঠান্ডা উপক্ষো করে প্রতিবাদ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারীরা বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা আর প্লাকাড হাতে ভারতীয় কনস্যুলেট ভবনের সামনে স্লোগান চলে মুহুর মুহু। কর্মসূচীর শেষের দিকে কনস্যুলেটে স্মারকলিপি পেশ করার সময় নিরাপত্তা রক্ষীরা বাধা দেয় এবং স্মারকলিপি গ্রহন এবং জমা দিতে দেয়নি বলে জানান আয়োজকরা। ফলে বাধার মুখে নির্ধারিত সময়ের আগেই প্রতিবাদ সমাবেশ শেষ করতে হয় ছাত্র ও নাগরিক সমাজকে।

স্মারকলিপিতে বাংলাদেশে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে ভারতীয় মিডিয়ার অপপ্রচার এবং নেতাদের বক্তব্যের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়। প্রতিবাদ সমাবেশে সাবেক ছাত্র নেতা আলী ইমাম শিকদার, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আব্দুল কাদের, আখতার হোসেন সাগর, গোলাপী বেগম, ফাহাদ খান, জাহিদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এদিকে ওয়াশিংটন ডিসি থেকে জাহিদ রহমান জানান, 'সত্যি বল এবং ভুল মেনে নাও' শ্লোগানকে সামনে রেখে ওয়াশিংটন ডিসিতে ভারতীয় দূতাবাসের সামনে বাংলাদেশী স্টুডেন্ট এন্ড কমিউনিটি ভারতের আগ্রাসন এবং বাংলাদেশ সহকারি হাইকমিশনে হামলা ও মিথ্যা সংবাদ প্রচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। শুক্রবার (১৩ ডিসেম্বর) ভারতীয় দূতাবাসের সামনে এই বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. ফরিদ আহমেদ, প্রাক্তন গবেষক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ড. হাসমত সিকদার সহ কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মোহাম্মদ তফাদার, আবু সাইদ মাহফুজ, কাজি এম রহমান, মঞ্জুরুল আলম, মোহাম্মদ তোফায়েল, বোরহান উদ্দিন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ পরিচালনা করেন মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান গবেষক ড. নজরুল ইসলাম। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন মঞ্জুরুল আলম, মোহাম্মদ জাকির হোসেন, মোহাম্মদ তোফায়েল এবং এস এম জাহিদুর রহমান।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ভারতের মানুষ বাংলাদেশের সহকারি হাইকমিশনে হামলা, ভাংচুরের মাধ্যমে হীন মন-মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। ভারতের সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করতে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ প্রস্তুত আছে বলেও এই সমাবেশ থেকে জানানো হয়। বক্তারা বলেন, আওয়ামী ফ্যাস্টিট দলের সদস্যরা ভারতের সাথে ইন্ধন করে ইসকনের নামে বাংলাদেশে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। তবে তাদের সকল ধরনের অপতৎপরতা নস্যাৎ করা হবে।

প্রচন্ড ঠান্ড উপেক্ষা করে সমাবেশে অংশ নেওয়ায় সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন বক্তারা।

উল্লেখ্য গত ২ ডিসেম্বর, সোমবার ভারতীয়তরা আগরতলায় বাংলাদেশ দূতাবাসে হামলা, ভাংচুর এবং বিক্ষুব্ধ সদস্যরা সহকারী হাইকমিশনের ভেতরে প্রবেশ করে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা নামিয়ে ফেলেন এবং সেই পতাকা ছিঁড়ে ফেলেন। পরে ভবনের সামনে থাকা সাইনবোর্ড ভেঙে আগুন ধরিয়ে দেন।





অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো
Micro Credit ও Micro Finance



- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

FSR Multiservices Inc

মাল্টিসার্ভিস অফিস



বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য
আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পূণঃ মুদ্রণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।
- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- গ্রীনকার্ড পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- রেন্টাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাৎসরিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

GRAND OPENING! JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন



Naresh Gehi, Esq.

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট
অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।



Suryia Rahman, Esq

Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য



আপনাদের সেবায়

ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকার যে কোন বড় ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

অথবা ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বিদেশের এসেসে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অর্জনে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন রেজানীয় মর্যাদাসম্পন্ন হলে আপনি ও আপনার পরিবার খ ভিসার সুবিধা নিতে পারেন এবং দুবছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্রাসাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplle@gmail.com, Web: www.k-lplle.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- বিনিময় ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ঃ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

সফলতার ২৮ বছরে বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
banglapatrikausa@gmail.com
for More information Call: 718-482-9935

আবশ্যক

আবশ্যকঃ ব্রঙ্কস এ অবস্থিত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের জন্য একজন অভিজ্ঞ কারী শেফ আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৩২-১৫১৯।

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ

Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ

সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (Over night) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ

সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ

ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ

এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০ অথবা রিজ্যুমি প্রেরণ করুন:
southeasternmgm@gmail.com

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই:

ফ্যামিলি-ওরিয়েন্টেড, ভদ্র, সায়েন্টিস্ট (পিএইচডি অধ্যায়নরত-ঈঝ), বয়স: ২৭, উচ্চতা: ৫'৮", কমপ্লেক্সশন: উজ্জ্বল শ্যামলা, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাত্রের জন্যে কমপ্যাটিবল পাত্রী চাই। পাত্র ব্রিফলি ডিভোর্সড।

যোগাযোগ:

abdurrahman.bd144@gmail.com
(পাত্র নিজে)

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯ অথবা ৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

রুমমেট

রুমমেট আবশ্যক : নিউইয়র্ক সিটির ইস্ট এলমাস্টের নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্টিটের উপরে এক তলায় এবং দ্বি-তলায় রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

রুমমেটঃ এ মাস থেকে ১ জন রুমমেট আবশ্যক। এলমহার্স্ট সাবওয়ে সাথে। একজন মেয়ের সাথে শেয়ারে থাকার জন্য। একজন মেয়ে বা মহিলা আবশ্যক। ৪২-২৫, লেটন স্ট্রীট। ৯২৯-৪০১-৯৫০১.

রুমমেট আবশ্যকঃ ৯০ স্ট্রীট ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ অধূমপায়ী একজন হিন্দু রুমমেট আবশ্যক। জুলাই শেষ থেকে ভাড়ার যোগাযোগঃ ৩৪৭-৮৩২-৮১৫৫.

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ে স্ট্রীট এম, আর ট্রেনের অতি নিকটে একজন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৭১৮-৭৭২-৪৮৭৯.

রুমমেটঃ জ্যামাইকায় জুলাই মাস থেকে একজন রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৯৭-৮৯৭৮.

রুমমেটঃ জ্যাকসন হাইটস প্রাইম লোকেশন ৭৩ স্ট্রীট ৩৫ এভিনিউ, (আপনা বাজারের সামনেই) এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ কর্মজীবী পুরুষ ১জন, জুলাই মাস থেকে (বিল সহ ৫৬০ ডলার) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬ ৬৬৭ ৯০২০

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। জ্যাকসন হাইটস এলাকায় সাবওয়ের নিকটে মনোরম পরিবেশ জুলাই থেকে রুমমেট আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৪৫- ৯৩২৪.

রুমমেটঃ রুমমেট চাই। জ্যাকসন হাইটস/ সানিসাইডের সাবওয়ের সন্নিকটে ব্যাচেলারদের সাথে থাকার জন্য অধূমপায়ী, মদ্যপ নহে পরিচ্ছন্ন রুমমেট চাই। ৯২৯-৩২৮-৭০৭৯, ৬৪৬-৯৪৪-২২১২.

রুম ভাড়াঃ ১লা জুলাই হতে জ্যাকসন হাইটস এলমহার্স্ট হসপিটাল, এম ও আর সাবওয়ের সাথে একটি বড় বেডরুম সাবলেট দেয়া হবে। (স্বামী- স্ত্রী/ ছাত্রীর) কাছে। যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৯৬-৭৬৮১, ৪৭৫-২০৯-০৩৯৪.

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

৯৩-২৮ ১৯৭ স্ট্রীট, জ্যামাইকা, হলিস, নিউইয়র্ক-১১৪২৩ বেসমেন্ট -এ ১ বেড, ১ বাথ, লিভিং, ডাইনিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। ফোনঃ ৯১৭-৪৪৬-৮২৮৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে, ১লা আগষ্ট থেকে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: ৯১৭ ৮৬৩-৯০০২.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ

নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে। Right by the J, Z train line at Cleveland ST. Also close to A, C train line at Van Siclen Ave.
যোগাযোগ : **917-495-1391**
917-495-3908.

বাসা ভাড়া

রুম ভাড়া:

১ঃং ফ্লোর , একজন চাকুরী জীবি মহিলার নিকট ১লা অক্টোবর থেকে ভাড়া হবে। ১৪৪ (১৪৪) স্ট্রিট এফ ট্রেন (F train) সংলগ্ন।

ফোন- ১ (৬৪৬) ৬২৪-৯৪৮৪

রুম ভাড়া:

১লা অক্টোবর থেকে একটি বড় রুম ভাড়া দেয়া হবে. শুধুমাত্র একজন মহিলার/মেয়ের জন্য। জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ এবং ১৮৭ রাস্তার কাছে। পাতাল রেল এবং সমস্ত বাস থেকে হাঁটার দূরত্ব। বিস্তারিত জানতে text বা call (কল) করুন: ৯১৭-৫৬১-২৭৪৫, ৯২৯- ৬০৩-৬৬৯৬

বাসা ভাড়া :

ব্রুকলিনের ই-নিউইয়র্কে এলাকায় Van sicken subway থেকে ১ ব্লক দূরে (between Pitkin and Miller ave) ৩বেডরুমের বাসা ভাড়া হইবে (৩য় তালা)।

যোগাযোগ- রুবী ৮৪৮-৩৯১-৩৫৪০ ধন্যবাদ ।

বাসা ভাড়াঃ

কুইন্সের জ্যামাইকায় ২ বেড ১বাথ এবং ২ বেড ২ ব্যাথরুমের ২ টি বাসা অগাস্ট/সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগঃ রনজিত সাহা | 347- 235-7322 (9am-11pm)

বাসা ভাড়াঃ

বাসা ভাড়া হবে। ৩২ ১৭, ৭২ স্ট্রীট, ১ম তলা, ইস্ট এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক-১১৩৭০ এ দুই বেডরুম এর বাসা ভাড়া হবে জুলাই থেকে। ভাড়া ২৬০০ ডলার।

যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯৩৫-৫৯২৫.

রুম ভাড়া:

১ অক্টোবর থেকে একটি বড় রুম ভাড়া দেয়া হবে. শুধুমাত্র একজন মহিলার/মেয়ের জন্য। জামাইকার হিলসাইড অ্যাভিনিউ এবং ১৮৭ রাস্তার কাছে। পাতাল রেল এবং সমস্ত বাস থেকে হাটার দূরত্ব। বিস্তারিত জানতে কল করুন: ৯১৭-৫৬১-২৭৪৫, ৯২৯- ৬০৩-৬৬৯৬.

বাসা ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ১৭৭-২২, ১০৬ রোড, এক ব্লক দূরে বাস স্টপ এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে ১০/১২ মিনিট হাঁটার পথ। বাসার কাছেই মসজিদ। একটি তিন বেড, দুই বাথ, লিভিং রুম, কিচেন, ভাড়া দেয়া হবে। নভেম্বর মাস থেকে। মাসিক ভাড়া ৩০০০ ডলার (সব বিলসহ)। যোগাযোগ করুনঃ ৬৪৬-৩৩১-৫৬৫২.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার মান্নান গ্রোসারী ই ট্রেন হি লসাইড এবং টিলি পার্কের সন্নিকটে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪,
৩৪৭-২৫৫ ৪৮৪৬.

বাসা ভাড়াঃ

October থেকে ২ room full attic বাথরুম কিচেন। গ্যাস বিদ্যু ওয়াইফাইসহ বাংলাদেশি গ্রোসারী, মসজিদ ও F train subway এর নিকটে 187/91 avenue Jamaica ভাড়া হবে।

ফোনঃ ৯১৭- ৬৩৪-৪৮৬৫.

এপার্টমেন্ট ভাড়াঃ

উডসাইড, কুইন্স, নিউইয়র্ক এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ৩ বেডরুম, লিভিং এবং এক বাথরুম। যোগাযোগঃ সৌরভ: ৯২৯-৩৬৪-৬১৭৪, ৭১৮-২০৫-৯৬৩৬.

বাসা ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজের পাশে ই ট্রেন সংলগ্ন ২ বেডরুম ২ বাথ রুমসহ বাসা ভাড়া দেয়া হবে।

যোগাযোগঃ৭ ১ ৮ - ৩ ৫ ০ - ৬ ৫ ৬ ৭ , ৯২৯-৬০৬-৫১৩৪.

evmv fvov:

Queens G 3 bedrooms, 2 Full Bathrooms, Kitchen, Living Room mn Private house এর ৩ floor ভাড়া হবে। Q53, Q22, MQ16 Bus Ges A Train 1 ব্লক এর মধ্যে। ভাড়াটিয়া বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাস, গরম পানি, হিটিং বিল pay করবে। Section 8 এবং NYCHA program গ্রহণযোগ্য।
Address: 216 Beach 97 street, Rockaway Beach NY 11693.
যোগাযোগ : 347-635-0705.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

বেসমন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৬০০ ডলার। শুধু স্বামী-স্ত্রীর জন্যে অগ্রাধিকার। ৩৪-১৫ ৯১ স্ট্রীট। ৭ ট্রেন সংলগ্ন। ভাড়া এ মাস থেকে রেডি। কল করুন : ৩৪৭-৯৫২ ৬১৩৬.

স্টুডিও ভাড়াঃ

একটি স্টুডিও ভাড়া হবে। ১লা আগস্ট থেকে। মাত্র ২ মাসের জন্য। ৩৪ এভিনিউ এবং ৭৩ স্ট্রীট-এ। ৩৪৭-৩৪৫-৫২৪৩, ৩৪৭-৬৫৩-০৬৩২.

সেমিবেজমেন্ট ভাড়া :

কুইন্সের উডসাইডে (৩১-১২, ৬০ স্ট্রিট) দুই বেডরুম, ইট-ইন কিচেন, বাথরুম (স্ট্যান্ডিং শাওয়ার)সহ একটি সেমিবেজমেন্ট আগামী পহেলা আগস্ট থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৬১৭-৪৯১৯।

বাসা ভাড়াঃ

২৪৫ স্ট্রীট বেলরোজ কুইন্স এ সেমিবেসমেন্টে এক বেডরুমের বাসা (লিভিং / ডাইনিং, কিচেন) এবং প্রথম তলায় একটি সিঙ্গেল রুম ভাড়া হবে পহেলা আগস্ট হতে। LIRR 3 minutes walk. Parking available. Ph: 917-605-9315.

বাসা ভাড়াঃ

জ্যামাইকা পারসন্স বুলেভার্ড এলাকায় এফ ট্রেন এর ২ মিনিট হাঁটার দূরত্ব, ৩ বেডরুম এর বাসার একটি রুম/ শেয়ারে ভাড়া হবে। শুধুমাত্র পুরুষ ব্যাচেলারের জন্য।
যোগাযোগঃ ৯২৯-২৬১- ৯৯৪১.

বাসা ভাড়াঃ

রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ।
যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জজিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-
স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার।
ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ

কুইন্স ভিলেজ হিলসাইড এভিনিউ ২১৬ স্ট্রীট এবং ৯০ এভিনিউতে সেমিবেসমেন্ট অধূমপায়ী কর্মজীবী দম্পতি/ মহিলার নিকট ভাড়া দেয়া হবে। নিকটে মসজিদ, গ্রোসারী। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
৯১৭-৯৪৫-২০৭৫.

House for Rent:

3 bed rooms in Parkchester, Bronx, rent $3200. On sutter Ave. in East New York/ Ozone Parki, 4 beds, 2 baths, rent $3500. In Saint Albans, 4 beds, 2 baths duplex. Rent $4000. We accept City PHEPS & Section 8.
Please call to rent : 347-465-3220 Kamruz Zaman Baccu or
email:
kamruzbaccu1@gmail.com

House for rent:

(1) Renovated 4 bed ,1 bathroom. (1) New 3 bed and 1 bathroom basement. Queen Village. 631-568-6061. Close to Bus or train.

House For Rent: October 1st 3 bedroom 1 bath For rent in 2nd floor one block away from Mosque & Grocery . Q6 bus 3 stop to Sutphin Blvd E train . zip code 11433 . Next to Fresh Farm Halal Supermarket.
Contact- 347-925-3356 or 929-542-6400.

House for rent :

3551 Rochambeau Ave, 2nd Floor, 3 Bedroom, Big Living Room eat in Kitchen, Bronx NY 10462. Call or text-718 690-4556, 631-337 6029.

Apartment for rent:

1 BDRM in Ozone Park near Woodhaven Blvd. 1st Fl, all included. Mul tiple Bachelors preferred $1,900, available immediately. 646-267-7919.

Apartment for rent:

2 bedrooms 1st floor or 3 bedrooms 2nd Floor with living room at 143 Street and 84th Drive, Briarwood, Walking distance to E/F train. Good Credit and income re quired. Contact 646 389-8259.

Apartment For Rent

3-bedroom apartment in private house in Jamaica near 177th St and Liberty Avenue available for rent.
Please contact Mojib at (347) 234-8295.

টিএলসি কার ভাড়াঃ টিএলসি ভাড়া হবে। লং টাইমের জন্য হাইব্রিড কার ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৭১৮- ২৪৯-৯৫২৫. টিএলসি গাড়ি ভাড়াঃ টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড হোন্ডা একরড ২০১৮। ভাড়া সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার। আগ্রহীগণ যোগাযোগ (৭১৬) ৮০০-৭৬২৩

ড্রাইভারঃ জ্যাকসন হাইটস ও উডসাইড এলাকায় র‍্যাভ-৪ ইয়েলো ক্যাব গাড়ির জন্য দিনের শিফটের জন্য একজন ড্রাইভার আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯২৯-২২৯-৬৮৩৬.

ড্রাইভারঃ TLC **বাৎসরিক চুক্তিতে, চারশত মাস করে, আগ্রহীরা নিম্নের নম্বরে যোগাযোগ করুন। মোবাঃ ৬৪৬-৭০৪-৫৭৪৯.**

আল্লাহই সত্য আর সবই মিথ্যা

জাফর আহমাদ

"এসব কিছু এ কারণে যে, আল্লাহই হচ্ছেন সত্য এবং তাকে বাদ দিয়ে অন্য যেসব জিনিসকে এরা ডাকে তা সবই মিথ্যা, আর আল্লাহই সমুচ্চন ও শ্রেষ্ট।"(সুরা লোকমান:৩০)

প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতাধর কর্তা, সৃষ্টি ও পরিচালনা ব্যবস্থাপনার আসল ও একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ তা'আলা। তাঁকে বাদ দিয়ে লোকেরা যাদেরকে ডাকে তারা নিছকই তাদের কাল্পনিক খোদা। লোকেরা কল্পনার জগতে বসে ধারণা করে নিয়েছে যে, অমুকজন আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার অংশীদার এবং অমুক মহাত্মা সংকট নিরসন ও অভাব মোচন করার ক্ষমতা রাখেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের কেউ কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখে না। তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের উর্ধে এবং সবার শ্রেষ্ঠ। তার সামনে সব জিনিসই নিচু। প্রত্যেকের চেয়ে তিনি বড় এবং সবাই তার সামনে ছোট।

তিনি হক্ক, তিনি আলিয়্যু, তিনি কাবিরু। আল্লাহর তিনটি গুণবাচক নাম। তিনি হাক্কু অর্থাৎ তিনিই সত্য অন্যান্য উপাস্যরা মিথ্যা বা বাতিল। তিনি আলিয়্যু অর্থাৎ সমুচ্চ বা উর্ধে আর অন্যরা সবই নিচু, তাঁ উর্ধে কেহ নেই। তিনি মহান তিনি বড় আর সবই ছোট বা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র।

আল হাক্ক : মহাসত্য। প্রত্যেকটি জিনিসের যে বয়স তথা সময়-কাল নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে সেই সময় পর্যন্ত তা চলছে। চন্দ্র, সুর্য বা বিশ্ব-জাহানের অন্য কোন গ্রহ-নক্ষত্র কোনটাই চিরন্তন ও চিরস্থায়ী নয়। প্রত্যেকের যেমন সূচনাকাল আছে। তেমনি আছে সমাপ্তিকাল। তারপর আর তার অস্তিত্বই থাকবে না। এ আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বুঝিয়ে দেয়া যে, এ ধরনের ধ্বংসশীল ও ক্ষমতাহীন বস্তু ও সত্তাগুলো উপাস্য হয় কেমন করে ? প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতাধর কর্তা, সৃষ্টি ও পরিচালনা ব্যবস্থাপনার আসল ও একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ তা'আলা। এটিই সত্য এটিই বাস্তবতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"সেদিন তারা যে প্রতিদানের যোগ্য হবে, তা আল্লাহ তাদেরকে পুরোপুরি দিবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহই সত্য এবং সত্যকে সত্য হিসেবে প্রকাশকারী।"(সুরা নূর:২৫)

মানুষ যদি নিজের অস্তিত্বের বাইরে বিশ্ব ব্যবস্থাকে গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে তাহলে দুটি সত্য সুস্পষ্টভাবে তার দৃষ্টিগোচর হবে। এক: এ বিশ্ব-জাহানকে যথার্থ সত্যের ভিত্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা কোন শিশুর খেলা নয় যে, নিছক মন ভুলাবার জন্য নিজের খেয়ালখুশি মতো উল্টা পাল্টা ধরণের যে কোন রকমের একটা ঘর তৈরি করলো ও ভেঙ্গে ফেললো। বরং এটি একটি দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা। এর প্রতিটি অণু ও পরমাণু এ কথাইরই সাক্ষ্য দিয়ে চলছে যে, একে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা সহকারে একজন মহাকৌশলী তৈরি করেছেন। এর প্রতিটি জিনিসের মধ্যে একজনের আইন সক্রিয় রয়েছে। এর প্রত্যেকটি জিনিসই উদ্দেশ্যমুখি। মানুষের সমগ্র সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থ ব্যবস্থা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান কথারই সাক্ষ্যবহ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"এসব কিছু এজন্য যে, আল্লাহ সত্য, তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন এবং তিনি সব জিনিসের ওপর শক্তিশালী।"(সুরা হজ্জ:৬) সুরা হজ্জের প্রথম থেকেও আখিরাতের সত্যতা সম্পর্কে বক্তব্য চলে আসছে। এ ধারাবাহিক বক্তব্যের মধ্যে এ ব্যাক্যাংশটির তিনটি অর্থ হয়। এক, আল্লাহই সত্য এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবনদানের কোন সম্ভবনা নেই, তোমাদের এ ধারণা ডাহা মিথ্যা। দুই, আল্লাহর অস্তিত্ব নিছক কাল্পনিক নয়। কতিপয় বুদ্ধিবৃত্তিক জটিলতা দূর করার জন্য এ ধারণা গ্রহণ করা হয়নি। তিনি নিছক দার্শনিক চিন্তার আবিষ্কার, অনিবার্য সত্তার ও সকল কার্যকারণের প্রথম কারণই নয় বরং তিনি প্রকৃত স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন কর্তা, যিনি প্রতি মহূর্তে নিজের শক্তিমত্তা, সংকল্প, জ্ঞান ও কলাকৌশলের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব-জাহান ও এর প্রতিটি বস্তু পরিচালনা করছেন। তিন, তিনি কোন খেলোয়াড় নন যে, নিছক মন ভুলাবার জন্য খেলনা তৈরী করেন এবং তারপর অযথা তা ভেঙে চুরে মাটির সাথে মিশিয়ে দেন। বরং তিনি সত্য তাঁর যাবতীয় কাজ গুরুত্ব, উদ্দেশ্যমূলক ও বিজ্ঞানময়।

আলিয়্যু: তিনি সমুচ্চ। তিনি আ'লিয়ুল আজিম অর্থাৎ মহান ও শ্রেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তাঁর কর্তৃত্ব আসমান ও জমীনে বিস্তৃত। এ গুলোর রক্ষণাবেক্ষন তাঁকে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত করে না। মুলত: তিনিই মহান ও সর্বশ্রেষ্ট সত্তা।" (সুরা বাকারা ঃ ২৫৫) তিনি এমন এক সুমহান ও বিশাল সত্তা যে, অন্য কোন শক্তি তার গদি লড়াই করে চিনিয়ে নেয়ার ক্ষমতা রাখে না। ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও অধিকারে অন্যের ভাগ বসানোরও কোন সুযোগ নেই। কারণ তিনি একমাত্র আলিউল আজিম বা সুমহান ও বিশাল সত্তা। কাজেই তাঁকে বাদ দিয়ে বা তাঁর সাথে শরীক করে পৃথিবীতে বা আকাশে কোথাও আর কাউকে মাবুদ. ইলাহ্ ও প্রভু বানানো একটি নিরেট মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। আল্লাহ বলেন, "আসমান ও জমিনে যা আছে সবই তাঁর। তিনি সর্বোন্নত ও মহান।"(সুরা শূরা:৪) এই গোটা বিশ্ব জাহান আল্লাহর সাম্রাজ্য। মালিকের মালিকানায় অন্য কারো খোদায়ী কি করে চলতে পারে। বিশেষ করে যাদের খোদায়ী মানা হয় কিংবা যারা নিজেদের খোদায়ী চালাতে চায়, তারা নিজেরাও তাঁর মালিকানাভূক্ত। তিনি সর্বোন্নত ও মহান। তাই কেউ তার সমকক্ষ হতে পারে না এবং তাঁর সত্তা, গুনাবলী, ক্ষমতা, ইখতিয়ার এবং অধিকারের মধ্যে কোনটিতেই অংশীতার হতে পারে না।

আল কাবীরু: এটি মহান আল্লাহ তা'আলার বহুল উচ্চরিত একটি বিশেষ গুণ। দৈনিক পাঁচবার আজান ছাড়াও বিভিন্নভাবে আল্লাহর এই নামটি আল্লাহ আকবার, নারায়ে তাকবির আকারে উচ্চরিত হয়। এই নামের মাধ্যমেই রাসুল স: কে প্রথম হকের দাওয়াত দিতে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,"হে বস্ত্র মুড়ি দিয়ে শয়নকারী! ওঠো এবং সাবধান করে দাও, তোমার রবের শ্রেষ্টত্ব ঘোষনা করো।"(সুরা মুদ্দাসসির:১-৩) এ পৃথিবীতে এটা একজন নবীর সর্বপ্রথম কাজ। এখানে এ কাজটি তাঁকে আঞ্জাম দিতে হয়। তাঁর প্রথম কাজ হলো, অজ্ঞ ও মূর্খ লোকেরা এ পৃথিবীতে যাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপ মেনে চলেছে তাদের সবাইকে অস্বীকার করবে এবং গোটা পৃথিবীর সামনে উচ্চ কণ্ঠে একথা ঘোষনা করবে যে, এ বিশ্ব জাহানে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপ নেই। আর এ কারণেই ইসলামে আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) কথাটিকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। "আল্লাহু আকবার" ঘোষনার মাধ্যমে আযান শুরু হয়। আল্লাহু আকবার একথাটি বলে মানুষ সালাত শুরু করে এবং বার বার আল্লাহু আকবার বলে উঠে ও বসে। কোন পশুকে জবাই করার সময়ও 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে জবাই করে। তাকবীর ধ্বনি দিয়েই মুসলমানগণ সারা বিশ্ব জয় করেছে। আল্লাহু আকবার ধ্বনি শয়তানের অন্তরে কম্পন সৃষ্টি করে। আল্লাহু আকবার ধ্বনি যুগে যুগে কালে কালে মুসলমানদের ঈমানী জযবা বৃদ্ধি করেছে, অন্তরে অগ্নী স্পুলিঙ্গ সৃষ্টি করেছে আবার পৃথিবীর দুদণ্ড প্রতাপশালী স্বৈরাচার, জালিম শাসকদের তকতে শাহীতে ফাঁটল সৃষ্টি করছে। মিছিলে, আন্দোলনে, কঠিণ সংগ্রামে আল্লাহু আকবার মুসলমানের শক্তি যুগিয়ে এসেছে। তাকবীর ধ্বনি বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের সর্বাধিক স্পষ্ট ও পার্থক্যসূচক প্রতীক। কারণ, ইসলামের মহানবী স: আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্টত্ব ঘোষনার মাধ্যমেই কাজ শুরু করেছিলেন।

উল্লেখিত আয়াতে একটি সুক্ষ্ম বিষয় আছে যা ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার। এ সময়ই নবুয়তের গুরুভার দায়িত্ব পালনের জন্য প্রথমবারের মত রাসুলুল্লাহ স: কে তৎপর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ কথা স্পষ্ট যে, যে শহর, সমাজ ও পরিবেশে তাঁকে এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ নিয়ে কাজ করার জন্য তৎপর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তা ছিল শিরকের কেন্দ্রভূমি ও লীলাক্ষেত্র। সাধারণ আরবদের মত সেখানকার অধিবাসীরা যে কেবল মুশরিক ছিল তা নয়। বরং মক্কা সে সময় গোটা আরবের মুশরিকদের সবচেয়ে বড় তীর্থক্ষেত্রের মর্যাদা লাভ করেছিল। আর কুরাইশরা ছিল তার ঘনিষ্টতম প্রতিবেশী, সেবায়ত ও পুরোহিত। এমন একটি জায়গায় কোন ব্যক্তির পক্ষে শিরকের বিরুদ্ধে এককভাবে তাওহীদের পতাকা উত্তোলন করা জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করার শামিল। তাই 'ওঠো এবং সাবধান করো' বলার পরপরই 'তোমার রবের শ্রেষ্টত্ব ঘোষণা করো' বলার অর্থই হলো যেসব বড় বড় সন্ত্রাসী শক্তি তোমার এ কাজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে মনে হয় তাদের মোটেই পরোয়া করো না। বরং স্পষ্ট ভাষায় বলে দাও, যারা আমার এ আহবান ও আন্দোলনের বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে আমার 'রব' তাদের সবার চেয়ে অনেক বড়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমার রব যা চান সৃষ্টি করেন এবং (তিনি নিজেই নিজের কাজের জন্য যাকে চান) নির্বাচিত করে নেন। এ নির্বাচন তাদের কাজ নয়। আল্ল াহ পবিত্র এবং যে শিরক করে তার অনেক উর্ধ্বে।"(সুরা কাসাস: ৬৮) এখানে 'ত'আলা দ্বারা শিরককে খণ্ডন করা হয়েছে। মুশরিকরা আল্ল াহর অসংখ্য সৃষ্টিকে তাদের উপাস্য পরিণত করেছে। নিজেদের পক্ষ থেকে তাদেরকে বিভিন্ন মর্যাদা, পদ ও গুণাবলী দান করে। আল াহ তা'আলা এর প্রতিবাদ করেছেন যে, আল্ল াহর সৃষ্টি মানুষ, ফেরেশতা, জিন ও অন্যান্য বান্দাদের মধ্য থেকে তিনি নিজেই যাকে যেমন চেয়েছেন গুণাবলী, যোগ্যতা ও শক্তি দান করেছেন এবং যার মাধ্যমে যে কাজ নিতে চান নিয়ে থাকেন। তাই তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে কাউকে নিজেদের ইচ্ছামতো বিপদ থেকে উদ্ধারকারী, অন্নদাতা ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী ইত্যাদি মনে করার অধিকার মুশরিকরা কেমন করে ও কোথা থেকে লাভ করলো। কিভাবে তারা যাকে ইচ্ছা তাকে বৃষ্টি বর্ষণ, রুজি-রোজগার ও সন্তান দান এবং রোগ ও রোগ নিরাময় করার ক্ষমতা অর্পণ করে। কেমন করে তারা যাকে ইচ্ছা তাকে আল্ল াহর সার্বভৌম কর্তৃত্বাধীন এলাকার একটি অংশের শাসণকর্তা নিয়োগ করে। তাঁর ক্ষমতার মধ্য থেকে যা কিছু যাকে চায় তাকে তারা কেমন করে সোপর্দ করে। কেউ ফেরেশতা, জিন, নবী বা অলী যাই কিছু থাক তাঁর সৃষ্টির কারণেই আছে। যে গুণাবলীই যে কেউ লাভ করেছে তা তাঁরই দান। যাকে তিনি যে কাজে লাগাতে চেয়েছেন, লাগিয়ে দিয়েছেন। তাদেরকে বিভিন্ন কাজের জন্য এভাবে নির্বাচিত করার এ অর্থ কেমন করে হয়ে গেল যে, এ বান্দাদেরকে বন্দেগীর স্থান থেকে উঠিয়ে খোদায়ী মর্যাদায় অভিসিক্ত করতে হবে এবং আল্ল াহকে বাদ দিয়ে তাদের সামনে আনুগত্যের শির নত করে দিতে হবে, তাদেরকে সাহায্য দান করার জন্য ডাকতে হবে, অভাব পূরণ করার জন্য তাদের কাছে আবেদন জানাতে হবে, তাদেরকে ভাগ্য ভাঙাগড়ার মালিক এবং আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের গুণাবলী ও ক্ষমতার অধিকারী আখ্যায়িত করতে হবে। এ গুলো প্রকাশ্য শিরক। আল্ল াহ পবিত্র এবং যে শিরক করে তার অনেক উর্ধ্বে। এ গুলো বাতিল ও মিথ্যা প্রভু।



Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates | السعودية SAUDIA | الإتحاد ETIHAD AIRWAYS | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন



অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY
Authorised IRS e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com





আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন,
হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

MAMUN S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:

Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on

K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

নিউইয়র্কে নিউকো'র সভা, কমিটি গঠন



(শেষ পৃষ্ঠার পর)
নিউইয়র্কের এস্টোরিয়ার ৩৬ অ্যাভিনিউয়ের একটি রেস্টুরেন্টে সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এম. শফিকুর রহমান।
সভায় বিশিষ্ট জনহিতৈষী মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ রফিক উদ্দিন চৌধুরী রানাকে সভাপতি, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ সাইফুর রহমানকে সম্পাদক ও জামাল উদ্দিন আহমদ লিটনকে কোষাধ্যক্ষ করে একটি কমিটি গঠন করা হয়।
সভায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট জনহিতৈষী মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ রফিক উদ্দিন চৌধুরী রানা, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও কলামিস্ট সুব্রত বিশ্বাস, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ সাইফুর রহমান, সমাজসেবক শাহাব উদ্দিন চৌধুরী, অপটিমিষ্টের চেয়ারম্যান মিনহাজ আহমেদ, অপটিমিস্টের চেয়ারম্যান ইলেক্ট শামীম আহমেদ, বাংলাদেশি আমেরিকান সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক আমিন মেহেদী, সমাজসেবী শাহেদ দেলোওয়ার চৌধুরী, সংগঠক জামাল উদ্দিন আহমদ লিটন এবং বিশিষ্ট রেস্টুরেন্টিয়ার আলম উদ্দিন।
উল্লেখ্য, নিউকো কোন চ্যারিটেবল প্রতিষ্ঠান নয় এবং নিউকো কোন অনুদান প্রকল্পের জন্য দাতাদের কাছ থেকে সরাসরি কোন অনুদান গ্রহণ করে না। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে সব অলাভজনক ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান জনস্বার্থে কাজ করে এবং ব্যক্তি পর্যায়ে যারা চিকিৎসা, শিক্ষা, গৃহনির্মাণের মতো বিষয়ে সহায়তা চান তাদের অবস্থার সত্যতা যাচাই করে নিউকো সম্ভাব্য দাতাদের সামনে উপস্থাপন করে। এর ভিত্তিতে দাতারা তাদের সহায়তা কিংবা অনুদান সরাসরি সেসব প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির কাছে প্রেরণ করেন। এই যোগাযোগ ও যাচাই কাজের জন্য নিউকো আর্থিক বা অন্য কোন প্রকার সুবিধা গ্রহণ করে না। নিউকো'র সমন্বয়ে বিগত কয়েক বছর থেকে বাংলাদেশ শমসেরনগর হাসপাতাল, হার্ট ফাউন্ডেশন মৌলভীবাজার, শহীদ ড: আব্দুন নুর প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র, স্থাপন, চিকিৎসা সেবা বাস্তবায়ন ও পারস্পরিক সমাজ কল্যাণ সংস্থা এর সহযোগিতায় বিভিন্ন মানব কল্যাণ মূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

এক স্লিপ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
ভিন্ন রূপ লক্ষনীয়। পালে গেছে বক্তাদের বক্তব্যের সুর! বিগত ১৫টি বছর ছিলো স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিবের শুধু বন্দনা আর হারিয়ে ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা মওলানা ভাসানী, স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ জিয়াউর রহমান (বীরোত্তম), স্বাধীনতার সেনাপতি জেনারেল এম এ জি ওসমানী সহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ। এবার সরকারী-বেসরকারী নানা অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবের নামের পাশাপশি মওলানা ভাসানী, শহীদ জিয়াউর রহমান, জেনারেল এম এ জি ওসমানী সহ জাতীয় নেতৃবৃন্দের নাম উঠে আসছে। যা অনেকের মাঝেই আশার আলো ছড়িয়েছে। সচেতন প্রবাসীদের কথা- এমন বাংলাদেশ-ই তো আমরা চেয়েছি।
১৬ ডিসেম্বর ২০২৪

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
বিক্রির বাজারদর সম্পর্কে অজ্ঞ প্রভৃতি আচার-আচরণ করে থাকে। তাই বাড়ী ক্রয়ের সময় একজন ভালো, বিশ্বস্ত রিয়েল এস্টেট এজেন্টের স্মরণাপন্ন হওয়াই শ্রেয়।
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় বা মর্টগেজ সংক্রান্ত যে কোন সমস্যায় আমরা সঠিক পরামর্শ দিয়ে থাকি। ফ্রি কনসাটেন্সীর জন্য যোগাযোগ করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)।
পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি বিক্রির বাজারদর সম্পর্কে অজ্ঞ প্রভৃতি আচার-আচরণ করে থাকে। তাই বাড়ী ক্রয়ের সময় একজন ভালো, বিশ্বস্ত রিয়েল এস্টেট এজেন্টের স্মরণাপন্ন হওয়াই শ্রেয়।
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় বা মর্টগেজ সংক্রান্ত যে কোন সমস্যায় আমরা সঠিক পরামর্শ দিয়ে থাকি। ফ্রি কনসাটেন্সীর জন্য যোগাযোগ করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)।

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

NIGAR
SULTANA
LICENSED REALESTATE AGENT
929-561-9226
TEXT NSL TO 85377 FOR DIGITAL BUSINESS CARD



ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন। আপনাদের মঙ্গলকর জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে হাসান চৌধুরীর প্রশ্ন

আমার এক চাচা তার ভাইয়ের জন্য আবেদন করেছিল। আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল যে তিনি বিবাহিত এবং তার সন্তান আছে। কিন্তু যখন ইউএস সিটিজেনশীপ এবং ইমিগ্রেশন সার্ভিস থেকে পিটিশন এপ্রুভ হয়েছিল। ওই এপ্রুভাল নোটিশে শুধুমাত্র তার ভাইয়ের নাম উল্লেখ ছিল। এ কারনে এখন জানার বিষয় হচ্ছে তার ভাইয়ের স্ত্রী এবং সন্তানের ব্যাপারে কোন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে কিনা?

হাসান চৌধুরীর প্রশ্ন উত্তর

আমার ধারনা ঐ ভাই অবিবাহিত এবং ২১ নিম্ন বয়সের। 'ডিরাইভেটিভ বেনিফিশিয়ারি' হিসেবে চাচার সাথে ইমিগ্রেশন ভিসার জন্য কোয়ালিফাই করবেন। 'ডিরাইভেটিভ বেনিফিশিয়ারি' হচ্ছে- একজন ইমিগ্রেন্ট হবেন এমন ব্যক্তির স্পাউস এবং অনূর্ধ্ব ২১ ও অবিবাহিত।

এই অবিবাহিত এবং অনূর্ধ ২১ বছর বয়সের সন্তান ঐ ব্যক্তির ফ্যামিলি অথবা এমপ্লয়মেন্ট প্রেফারেন্স ক্যাটাগরিতে পড়ে।

আপনার ঐ চাচা তার ভাইয়ের জন্য পিটিশন ফাইল করেছেন। এরপর 'ডিরাইভেটিভ বেনিফিশিয়ারি'র প্রক্রিয়ায় তার স্পাউস এবং সন্তান পেপার ওয়ার্ক এর জন্য অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

এ ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে ইমিগ্রেশনাল বিষয়ে যেকোন সহযোগিতা ও ধারণা পাওয়ার জন্য কেস সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাবে জানতে হবে। অন্যথায় সঠিক পরামর্শ আশা করা যায় না। সে কারণে এ ব্যাপারে সুপরামর্শ পেতে হলে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নির সাথে প্রয়োজন বোধে আলোচনা করা শ্রেয়। যিনি আপনার কেস সম্পর্কে স্পষ্ট 'ধারণা' নিয়ে আপনাকে পরামর্শ দিতে পারবেন।

কুইন্স থেকে ফারহানা হকের প্রশ্ন

আমি একজন গ্রীনকার্ডধারী। আমি আমার সন্তানসহ এ দেশে এসেছিলাম। এদেশে এসে আবার গ্রীনকার্ড পাওয়ার পর সন্তানসহ আবার দেশে চলে যাই। কিন্তু দেশে যাবার পর আমার স্বামীর সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর বাংলাদেশে আমি আবার বিয়ে করেছি। তারপরে আমার বর্তমান স্বামীকে নিয়ে এদেশে চলে আসি। আর আমার সন্তান বাংলাদেশে তার বাবার কাছে রয়ে যায়। এখন আমার সন্তান এদেশে আমার কাছে আসতে চায়। কিন্তু আমার ওই গ্রিনকার্ডধারী সন্তানেরা বিনা অনুমতিতে এদেশের বাইরে গিয়ে ২ বছরের বেশি সময় অবস্থান করায় তাদের গ্রীনকার্ড নষ্ট করে ফেলেছে।



এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে তাদের এদেশে ফিরিয়ে আনার কোন উপায় আছে কিনা?

ফারহানা হকের প্রশ্ন উত্তর:

আপনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে আপনার সন্তান বিনা অনুমতিতে ২ বছরের বেশি সময় বাংলাদেশে অবস্থান করছে। ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী একজন পার্মানেন্ট রেসিডেন্টকে এইদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হবে। ইউএস ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী একজন গ্রীনকার্ডধারী ইউএস এর বাইরে ১ বছরের কম সময় অবস্থান করতে পারে। যদি এক বছরের বেশি সময় ইউএস এর বাইরে অবস্থান করার পরিকল্পনা থাকে তবে দেশের বাইরে যাবার আগে পুনঃ প্রবেশ এর অনুমতি নিতে হবে। পুন: প্রবেশের অনুমতি (রি এন্ট্রি পারমিট) ইস্যু হবার তারিখ থেকে ২ বছর পর্যন্ত এটা বৈধ থাকে অর্থাৎ ইমিগ্রেশনের লিখিত অনুমতি নিয়ে একজন গ্রীনকার্ডধারী ইউএস এর বাইরে দুই বছর পর্যন্ত অবস্থান করতে পারে। এই নিয়ম ধরে রাখলে গ্রীনকার্ড বৈধ থাকবে।

সাধারনত গ্রীনকার্ডধারীর ছয় মাসের কম সময়ে দেশের বাইরে অবস্থান করে ফিরে আসার সময় ইমিগ্রেশন অফিসার কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে না। কিন্তু এর ব্যত্যয় ঘটলে ফিরে আসার সময় ইমিগ্রেশন অফিসারের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার অধিকার থাকে। এবং এই অধিক সময় অবস্থানের পর পুনঃ প্রবেশের সময় অফিসার এই প্রবেশের অনুমতি প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

ইউএসএ ১ বছর অনুপস্থিত থাকার পর পুনঃপ্রবেশের অনুমতি না থাকায় পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই আইন অনুযায়ী আপনার সন্তান তার গ্রীনকার্ডের স্ট্যাটাস নষ্ট হয়ে গেছে।

এ ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে একজন গ্রীন কার্ডধারী হিসেবে আপনি আপনার সন্তানের জন্য আবার আবেদন করতে পারেন। গ্রিনকার্ডধারীরা তাদের অবিবাহিত সন্তানের জন্য আবেদন করতে পারেন। আমাদের ধারণা আপনার সন্তান ২১ নিম্ন বয়সের। ২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা ২-এ ক্যাটাগরিতে পড়ে। গ্রিনকার্ডধারী তাদের বিবাহিত সন্তানের জন্য আবেদন করতে পারেন না। তবে অবিবাহিত ২১ উর্ধ সন্তানের জন্য আবেদন করতে পারেন। গ্রীনকার্ডধারিরা নিম্নে উল্লেখিতদের জন্য আবেদন করতে পারেন:

১। স্পাউস স্বামী/ স্ত্রী।

২। ২১ নিম্ন এবং ২১ উর্ধ্ব বয়সী অবিবাহিত সন্তান।

একজন গ্রীন কার্ডধারী বিবাহিত সন্তানের জন্য আবেদন করতে পারেন না।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে যেকোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ এটর্নির সাথে পরামর্শ করা ভালো।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪ ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল:

শধুসরধহফৎববাবং@মসধরষ.পড়স

এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

যুক্তরাষ্ট্রে আ. লীগের বিজয় দিবস পালন : বক্তব্য রাখলেন শেখ হাসিনা





(শেষ পৃষ্ঠার পর)
নেতা-কর্মীরা বক্তব্য রাখেন। সভার শুরুতে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।
সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালী বক্তব্যে শেখ হাসিনা তার বক্তব্যে ড. ইউনূস সরকারের তীব্র সমালোচনা এবং জুলাই-আগষ্ট আন্দোলনের ছাত্রজনতা নিহতের ঘটনায় ড. মুহাম্মদ ইউনূস-কে দায়ী করেন। তিনি ইউনূস সরকারকে হটিয়ে আওয়ামী লীগের সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য দলীয় নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি প্রায় এক ঘন্টা বক্তব্য রাখেন এবং তার বক্তব্যের মাঝে মাঝে দলীয় নেতা-কর্মীরা মাঝে-মধ্যেই মুহুর মুহু স্লোগানে সভাস্থল মুখরিত করে তোলেন। সভায় বিপুল সংখ্যক দলীয় নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।
সভার শুরুতে প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী কৃষ্ণা তিথির নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এরপর যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ডা. মাসুদুল হাসান, নিউইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমল সহ ফরিদ আলম, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রহীম বাদশা, সোলায়মান আলী, তারেক হায়দার চৌধুরী, দরুদ মিয়া রনেল, নূরুল আমীন বাবু, নাফিউর রহমান তুরান, শরীফ কামরুল আলম হিরা, ইলিয়ার রহমান, আশ্রাফ লালী, যুক্তরাষ্ট্র মহিলা লীগ সভাপতি মমতাজ শাহনাজ, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক এমদাদ চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চৌধুরী, যুবলীগ নেতা জামাল হোসেন, আলীম উদ্দিন, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা ওয়াহিদুজ্জান লিটন, সৈয়দ গোলাম কিবিরিয়া, ছাত্রলীগ নেতা আলমগীর লিটন, আসাদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও নিউজার্সী আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান, নিউজার্সী ষ্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ, কানেকটিকাট আওয়ামী লীগের সভাপতি জিয়াউল হক জিয়াদ, বোস্টন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল সিদ্দিক, মিশিগান আওয়ামী লীগ নেতা রাব্বী মোহাম্মদ আলম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
সভায় বক্তারা ড. সিদ্দিকুর রহমান সহ একাধিক বক্তা শেখ হাসিনাকে 'প্রধানমন্ত্রী' হিসেবে উল্লেখ করে বলেন শেখ হাসিনা আবার ক্ষমতায় আসবেন। এছাড়াও তারা ড. ইউনূস সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।
উল্লেখ্য, বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের মুখে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা পালিয়ে গিয়ে বিগত ৫ আগস্ট থেকে ভারতে আত্মগোপনে রয়েছেন। এরই মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্ব নিয়েছেন শান্তিতে নোবেল বিজয় একমাত্র বাংলাদেশী প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ ইউনুস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। যার মেয়াদ প্রায় চার মাস হতে চলেছে। ইতিমধ্যে ভারত থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আওয়ামী পন্থী প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাথে মোবাইল ফোনে এবং ভিডিও কলে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়ে চলেছেন শেখ হাসিনা। এরই অংশ হিসেবে সোমবার যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখেন শেখ হাসিনা।
আরো উল্লেখ্য, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'বিদ্বেষমূলক বক্তব্য' প্রচারে নিষেধাজ্ঞা এবং সেগুলো সরানোর জন্য সম্প্রতি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আদালত নির্দেশ দিয়েছে।

প্রবীণদের জন্য

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
প্রোগ্রাম এখন এন. ওয়াই. সি-তে প্রবীণদের জন্য উপলব্ধ
এমটিএ'র সি. ই. ও জ্যানো লাইবার নিউইয়র্ক স্টেট এজেন্সির জন্য ট্যাপ-অ্যান্ড-গো পেমেন্ট প্রোগ্রামে হ্রাস-ভাড়া স্থানান্তরকে একটি "বড় মাইলফলক" হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
তিনি বলেন, "এটা শুধু ঘোষণা নয়। নথিভুক্ত ব্যক্তিরা ইতিমধ্যেই মেইলে কার্ড পাচ্ছেন। যে গ্রাহকরা মেট্রোকার্ড থেকে ওএমএনওয়াই-তে স্যুইচ করেন তারা বর্তমানে এমটিএ বাস, সাবওয়ে, স্ট্যাটেন আইল্যান্ড রেলওয়ে, রুজভেল্ট আইল্যান্ড ট্রাম এবং হাডসন রেল লিঙ্কে প্রাপ্ত একই অর্ধ-মূল্যের ভাড়া পাবেন। আর এ সুবিধাগুলি মেট্রোকার্ডের মতোই।"
জানা গেছে, রাইডাররা তাদের ভ্রমণের প্রতিটি স্টপে তাদের কার্ডে ট্যাপ করলে বিনামূল্যে স্থানান্তর পেতে থাকবে। বর্তমানে হ্রাস-ভাড়া প্রোগ্রামে আবেদন করতে আগ্রহী গ্রাহকরা কেবল লোয়ার ম্যানহাটনের ৩ স্টোন সেন্ট-এ অবস্থিত এনওয়াইসি ট্রানজিট গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করতে পারেন।
তবে এমটিএ কর্মকর্তারা বলেছেন, ২০২৫ সালের প্রথম দিকে পাঁচটি বরো জুড়ে অন্যান্য গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র এবং মোবাইল ভ্যানগুলিতে ব্যক্তিগতভাবে আবেদনের সুযোগ করে দিবেন।

কুলাউড়া-বাংলাদেশী

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
ইউএসএ'র ২০২৫-২০২৭ সালের আসন্ন নির্বাচন ঘিরে 'খসরু-সুয়েব' প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছেন। সোমবার (৯ ডিসেম্বর) এস্টোরিয়ার একটি রেষ্টুরেন্ট অনুষ্ঠিত এক সভায় এই প্যানেলের সভাপতি পদে টাইম টেলিভিশনের অন্যতম পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরুকে সভাপতি এবং সংগঠনের অন্যতম সদস্য মঈনুর রহমান সুয়েবকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়েছে। পূর্নাঙ্গ প্যানেল পরবর্তীতে ঘোষণা করা হবে।
বিশিষ্ট রাজনীতিক লুৎফর রহমান চৌধুরী হেলালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্যানেল ঘোষণা সভায় কুলাউড়ার সাবেক পৌর মেয়র কামাল উদ্দিন আহমেদ জুনেদ, সংগঠনের সাবেক সভাপতি মোশাহিদ জে রাশেদ, উপদেষ্টা শফি চৌধুরী, সভাপতি শাহ আলাউদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাশিদুল মান্নান চৌধুরী হেশাম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ধলা মিয়া, মর্তুজ আলী, সাবেক কর্মকর্তা জামাল উদ্দিন লিটন, ইমরুল জেবুর, আতাফ হোসেন, ভাটেরা এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশীদ তালুকদার, ফারুক মিয়া, ওলিউর রহমান, মঞ্জুরুল ইসলাম মিসবাহ উদ্দিন এনাম, ফরহাদ লিটু, তসিফ আহমেদ সহ আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।
সভায় 'খসরু-সুয়েব' প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটিও গঠন করা হয়। আংশিক কমিটির সদস্যরা হলেন- রাশিদুল মান্নান চৌধুরী হেশাম, জামাল উদ্দিন লিটন, আলতাফ হোসেন, হারুনুর রশীদ তালুকদার ও ফরহাদুল ইসলাম লিটু।
এদিকে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ-কে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মনোনীত করে ইতিমধ্যেই কুলাউড়া-বাংলাদেশী এসাসিয়েশনের নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটে 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস' পালন



(শেষ পৃষ্ঠার পর)
মোঃ নাজমুল হুদা তার বক্তব্যে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের একেবারে চূড়ান্তকালে বাংলাদেশের যে সকল সূর্য-সন্তান, জাতির অত্যন্ত মেধাবী মানুষরা বর্বর হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছিলেন, তাদের স্মৃতির প্রতি বিনশ্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি শহীদ সকল বুদ্ধিজীবীর রূহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য তাদের অতুলনীয় অবদানকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতার ঊষালগ্নে দেশের প্রথিতযশা চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, লেখক-সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, আইনজীবী, শিল্পী, দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদসহ গুণী মানুষদের নির্মমভাবে হত্যা করে জাতিকে মেধাশূণ্য করার হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার প্রয়াস চালায় স্বাধীনতাবিরোধীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক মোফাজ্জাল হায়দার চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, শহীদুল্লাহ কায়সার, গিয়াস উদ্দীন, ডা. ফজলে রাব্বী, আব্দুল আলীম চৌধুরী, সিরাজ উদ্দীন হোসেন, সেলিনা পারভীন, ড. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা সহ আরো অনেকে এই জঘন্য হত্যাকান্ডের শিকার হন।
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে তিনি বলেন, স্বাধীনতা বিরোধীরা এই পরিকল্পিত নৃশংস হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জঘন্য পথ বেছে নেয়। কনসাল জেনারেল বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সবাইকে দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান এবং বিশেষ করে তরুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার উপর গুরুত্বারোপ করেন।
অনুষ্ঠানে শহীদ বুদ্ধিজীবীবৃন্দ এবং শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

IRS ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর

MLS
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445

‘গ্যাং সহিংসতায়’ ১১

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ঘোষণা করেছেন।

তদন্তে জানা যায়, অভিযুক্তরা তাদের এলাকা রক্ষার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী গ্যাং সদস্যদের বিরুদ্ধে সহিংস কর্মকাণ্ড চালায় এবং এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, হত্যাচেষ্টা, এবং অস্ত্র ব্যবহারের মতো গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে।

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মেলিন্ডা ক্যাটজ বলেন, অভিযুক্তরা তাদের সম্প্রদায়ে অযৌক্তিক সহিংসতা সৃষ্টি করেছে, যা জননিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি। সিটির রাস্তাগুলোকে গ্যাং কার্যকলাপের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে না এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তদন্তে দেখা গেছে, অভিযুক্তরা ‘৮ ট্রেই মুভিন ক্রিপস’ গ্যাংয়ের সদস্য। এই গ্যাংটি আলফাটি ‘হ্যাভক’ টেনিস এবং ট্রেভর ‘টিও’ বেইলির নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। গ্যাংটির দুটি প্রধান উপগোষ্ঠী রয়েছে: ‘ওহলে ব্লক বয়েজ’ (ডব্লিউবিবি) এবং ‘স্কোর অন এনিথিং’ (সোয়া)। ডব্লিউবিবি কুইন্সের হলিস এলাকায় এবং সোয়া সাউথ জ্যামাইকা এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই দুটি গোষ্ঠী একত্রে ফলক নেশন, মানি ওয়ার্ল্ড, ম্যাক বাল্লার্স এবং ড্রিম টিমের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে সহিংস কর্মকাণ্ড চালায়।

গুলির ঘটনাগুলো বেশির ভাগ জনবহুল এলাকায় সংঘটিত হয়, যা সাধারণ মানুষের জন্যও বিপজ্জনক ছিল। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রথম ডিগ্রির ষড়যন্ত্রসহ হত্যাচেষ্টা এবং অস্ত্র রাখার অভিযোগ আনা হয়েছে। সাতজন অভিযুক্ত কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হতে পারেন এবং দুইজন রিংলিডারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হতে পারে। অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজন বর্তমানে অন্যান্য মামলায় আটক রয়েছেন, একজনকে হাসপাতাল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আরও দুইজন পলাতক রয়েছেন।

নিউইয়র্ক পুলিশের গ্যাং ভায়োলেন্স সাপ্রেশন ডিভিশন এবং স্থানীয় গোয়েন্দা স্কোয়াডের সহযোগিতায় দীর্ঘমেয়াদি এই তদন্ত সম্পন্ন করেছে।

এনওয়াইপিডি কমিশনার জেসিকা এস টিশ বলেন, নিউইয়র্ক সিটিতে অযৌক্তিক সহিংসতার কোনো স্থান নেই। গ্যাং সদস্যদের চিহ্নিত করে তাদের কার্যক্রম ধ্বংস করার জন্য তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই মামলার ফলাফল কুইন্সের বাসিন্দাদের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করবে। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি দিয়ে গ্যাং সহিংসতা রোধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করছে।

অভিযুক্ত ১১ ব্যক্তি হলেন- ট্রেভর বেইলি (২৯), সেন্ট অ্যালবান্স- প্রথম ডিগ্রির ষড়যন্ত্র এবং অন্যান্য অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত। শীর্ষ অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে, বেইলি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মুখে পড়তে পারেন। তিনি এখনো পলাতক।

শঅন কোল (১৮), সেন্ট অ্যালবান্স- দ্বিতীয় ডিগ্রির ষড়যন্ত্র এবং অন্যান্য অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত। শীর্ষ অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে, কোল ১০ বছরের সর্বাধিক কারাদণ্ডের মুখে পড়তে পারেন। তিনি এখনো পলাতক।

ইসাইয়া গারসিয়া (২৪), ইয়োঙ্কার্স - প্রথম ডিগ্রির ষড়যন্ত্র এবং অন্যান্য অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত। শীর্ষ অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে, গারসিয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মুখে পড়তে পারেন। তাকে ৭ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে।

আমির হারিস (২২), জামাইকা- দ্বিতীয় ডিগ্রির ষড়যন্ত্র এবং অন্যান্য অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত। শীর্ষ অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে, হারিস ২৫ বছরের সর্বাধিক কারাদণ্ডের মুখে পড়তে পারেন। তাকে ২ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে।

সেথ জনসন (২০), জামাইকা- দ্বিতীয় ডিগ্রির ষড়যন্ত্র এবং অন্যান্য অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত। শীর্ষ অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে, জনসন ২৫ বছরের সর্বাধিক কারাদণ্ডের মুখে পড়তে পারেন। তাকে ২০ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে।

রেইনাল্ডো লিঞ্চ (২৩), কুইন্স- প্রথম ডিগ্রির ষড়যন্ত্র এবং অন্যান্য অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত। শীর্ষ অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে, লিঞ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মুখে পড়তে পারেন। তিনি বর্তমানে ম্যাসাচুসেটস রাজ্য হেফাজতে আছেন এবং পরে তাকে হস্তান্তর করা হবে।

তাজ পার্কার জন (২৩), ক্যামব্রিয়া হাইটস- প্রথম ডিগ্রির ষড়যন্ত্র এবং অন্যান্য অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত। শীর্ষ অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে, পার্কার-জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মুখে পড়তে পারেন। তিনি বর্তমানে নিউ ইয়র্ক রাজ্য সংশোধন কারাগারে আছেন এবং পরে তাকে আদালতে হাজির করা হবে।

ইসাইয়া রেমন্ড (২০), কুইন্স ভিলেজ- দ্বিতীয় ডিগ্রির ষড়যন্ত্র এবং অন্যান্য অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত। শীর্ষ অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে, রেমন্ড ২৫ বছরের সর্বাধিক কারাদণ্ডের মুখে পড়তে পারেন। তাকে ২ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে।

ট্যাভিয়ন স্কট (২২), কুইন্স ভিলেজ- প্রথম ডিগ্রির ষড়যন্ত্র এবং অন্যান্য অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত। শীর্ষ অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে, স্কট যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মুখে পড়তে পারেন। তিনি বর্তমানে নিউইয়র্ক স্টেট সংশোধন কারাগারে আছেন এবং পরে তাকে আদালতে হাজির করা হবে।

হিসওয়ান সিমন্স (২২), আরভার্ন- প্রথম ডিগ্রির ষড়যন্ত্র এবং অন্যান্য অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত। শীর্ষ অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে, সিমন্স যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মুখে পড়তে পারেন। তিনি বর্তমানে একটি অপ্রাসঙ্গিক ঘটনায় হাসপাতালে ভর্তি আছেন এবং তার হাজিরা এখনও বাকি।

আলফাটি টানিস (৩৩), জামাইকা - প্রথম ডিগ্রির ষড়যন্ত্র এবং অন্যান্য অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত। শীর্ষ অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে, টানিস যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মুখে পড়তে পারেন। তাকে ২ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে।









Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

Bangladesh Society, Inc
বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক

নব নির্বাচিত কমিটির

অভিষেক

ও মহান বিজয় দিবস উদযাপন

১৬ ডিসেম্বর
সোমবার
সন্ধ্যা ৬:০০

তিব্বতিয়ান কমিউনিটি সেন্টার
57-12 Tibet Way, 32nd Ave
Woodside, NY 11377

অনুষ্ঠান সূচী: উদ্বোধনী অনুষ্ঠান • বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা • বাংলা স্কুলের পরিবেশনা • শপথ গ্রহণ • আলোচনা সভা • সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান • নৈশ ভোজ

সুধী,

আগামী ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪, সোমবার প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক এর নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদ (২০২৫–২০২৬) এর অভিষেক এবং মহান বিজয় দিবস উদযাপনের আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত অনুষ্ঠানে আপনি/আপনারা স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।

অভিষেক উপ-কমিটি

মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান
আহ্বায়ক
৯১৭-৫২৩-১৩৪৪

ফারহানা চৌধুরী
প্রধান সমন্বয়কারী
৭১৮-৬৯৭-৯০৩৫

মাইনুল উদ্দিন মাহবুব
সদস্য সচিব
৭১৮-৩১২-৯৭২১

আমিনুল ইসলাম চৌধুরী
যুগ্ম-আহ্বায়ক

টিপু খান
সমন্বয়কারী

শাহ মিজানুর রহমান
যুগ্ম-সদস্য সচিব

সদস্য: ফারুক চৌধুরী, মোঃ নওশেদ হোসেন, আবুল কালাম ভূইয়া, আবুল বাশার ভুঁইয়া ও মোঃ সাদী মিন্টু

স্মরণিকা উপ-কমিটি

ফয়সল আহমদ *(সম্পাদক)*
মো: আখতার বাবুল *(সহকারি সম্পাদক)*

সাংস্কৃতিক উপকমিটি

ডা: শাহনাজ লিপি *(আহ্বায়ক)*
অনিক রাজ *(যুগ্ম-আহ্বায়ক)*
প্রদীপ ভট্টাচায ও সুশান্ত দত্ত *(সদস্য)*

আমন্ত্রনে

আবদুর রব মিয়া
সভাপতি
৯১৭-৮৫৮-৬৯৯১

মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সাধারণ সম্পাদক
৯১৭-৪৭৬-৫৩৮২

আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি (নব-নির্বাচিত)
৯১৭-২৯৪-০৯৭০

মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক (নব-নির্বাচিত)
৯১৭-৩০২-০৪৪৩

প্রচারে: **রিজু মোহাম্মদ**, *প্রচার সম্পাদক* || www.bangladeshsocietyinc.com



সফলতার ২৮ বছরের
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা

বর্ষ ২৯ : সংখ্যা ১৩ : সোমবার, পৌষ ১, ১৪৩১ / জমাদিউস সানি ১৩, ১৪৪৬
Vol. 29 Issue 13, December 16, 2024 USA.
Free in NY, Other State $1.

প্রবীণদের জন্য ভাড়া হ্রাস করলো এমটিএ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: প্রবীণদের জন্য ভাড়া হ্রাস করলো এমটিএ। ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সী প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধী নিউ ইয়র্কাররা এ সুবিধা পাবেন। এনওয়াইসি-র হ্রাস-ভাড়া পাবলিক ট্রানজিট রাইডারদের এখন ওমনি (OMNY) -তে অ্যাক্সেস রয়েছে। এজন্য মেট্রো কার্ড থেকে ওমনি কার্ডে স্থানান্তর হলে এ সুবিধা পাওয়া যাবে।
শুক্রবার থেকে এমটিএ কর্তৃপক্ষ প্রবীণদের জন্য ভাড়া হ্রাসের এ সুবিধা ঘোষণা করেন। এম. টি. এ-র হ্রাস-ভাড়া ও. এম. এন. ওয়াই
বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

বর্ষ ২৯ ॥ সংখ্যা ১৩ ॥ সোমবার পৌষ ১, ১৪৩১ ॥ জমাদিউস সানি ১৩, ১৪৪৬ ॥ Vol. 29 ॥ Issue 13 / December 16, 2024 USA. Free in NY, Other State $1

সাঈদ তারেকের কলাম

স্মৃতির জামালপুর

প্রথম পর্ব



ট্রেন নিয়ে নামালো বেলা একটার পর। অনেকদিন পর রেল জার্ণি। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। অন্য একদিন লেখা যাবে। স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন ফজলুল করীম ভাই, আমার সফরের আয়োজক খালিদ, টোটন, স্বাধীন। আরও কয়েকজন। করীম ভাই পূর্ব পরিচিত। অন্যদেরকে টে লি ফো নে কথা প্রথম দেখা। নাম পরিচয় জানা হলো। স্টেশনে পা দিয়ে তাকাচ্ছিলাম চারদিকে। প্রায় যেন
বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কের অ্যাডামসের প্রশংসা; শিকাগোর মেয়রকে হুশিয়ারী হোম্যানের

গণ-ডিপোর্টেশনে স্যাঙ্কচুয়ারী দুই সিটির মেয়রের ভিন্ন অবস্থান



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম দুই স্যাঙ্কচুয়ারী সিটি নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামস ও শিকাগোর মেয়র ব্র্যান্ডন জনসন গণ-ডিপোর্টেশন সিদ্ধান্তের পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। গত সপ্তাহে নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বর্ডার জার টম হোম্যানের সাথে বৈঠকে গণ-ডিপোর্টেশনে সহযোগিতা করবেন বলে জানান মেয়র অ্যাডামস। অপরদিকে গণ-ডিপোর্টেশনে অস্বীকৃতি জানান শিকাগোর মেয়র ব্র্যান্ডন জনসন। দুই মেয়রের ভিন্ন অবস্থানে টম হোম্যান তাঁর প্রতিক্রিয়ায় মেয়র অ্যাডামসের ভূয়সী প্রশংসা করেন আর শিকাগোর মেয়র ব্র্যান্ডনকে হুঁশিয়ারি দেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানান।
গত সপ্তাহে টম হোম্যানের সাথে বৈঠকের পর নিউইয়র্কের মেয়র এরকি অ্যাডামস সংবাদ সম্মেলনে বলেন, নিউইয়র্ক সিটিকে অবৈধ অপরাধী অভিবাসীদের স্বর্গরাজ্য হতে দেবোনা। অবৈধ ও অপরাধীদের গণ বিতাড়নে স্যাঙ্কচুয়ারী সিটির আইন শিথিলে একটি নির্বাহী আদেশ জারী করা হবে। নথিপত্র আছে এবং কোন অপরাধে জড়িত নেই এমন অভিবাসীদের পক্ষে আছেন বলে মন্তব্য করেন। এদিকে শিকাগোর মেয়র ব্র্যান্ডন জনসন গণমাধ্যমে জানান, আমাদের সিটি
বাকি অংশ ০৭ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের বিজয় দিবস পালন : বক্তব্য রাখলেন শেখ হাসিনা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় দলীয় সভাপতি ও ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবার বক্তব্য রেখেছেন। গত ৯ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে এই সভার আয়োজন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান সভায় সভাপতিত্ব করেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস আজাদ ও মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক মিসবাহ আহমেদের যৌথ পরিচালনায় সভায় দলীয়
বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটি

সভাপতি শওকত রচি, সম্পাদক মশিউর

নিউইয়র্ক: আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের ২০২৫-২০২৬ সময়ের জন্য নতুন কমিটির সভাপতি হয়েছেন শওকত ওসমান রচি, সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান মজুমদার। গত ৯ ডিসম্বর জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে প্রেসক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভায়
বাকি অংশ ১৫ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে নিউকো'র সভা, কমিটি গঠন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে অনানুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে স্বেচ্ছাসেবক ও জনহিতৈষীদের মঞ্চ "নিজ উদ্যোগে করি" (নিউকো ঘরটকড়)। ৪ বছর ধরে ধারাবাহিক কার্যক্রমে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে নিউকো। এ লক্ষ্যে ১৫ ডিসেম্বর রবিবার
বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়



জ্যামাইকায় যাত্রা শুরু করলো 'ফোকাস টিউটোরিয়াল'

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ও গুণগত শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে তুলতে মেধাবী শিক্ষকদের সমন্বয়ে নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় যাত্রা শুরু করলো কোচিং সেন্টার 'ফোকাস টিউটোরিয়াল'। রোববার ১৫ ডিসেম্বর ঝাঁকঝমকভাবে জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউয়ের ১৪৮ স্ট্রীটের ১৪৮-৪৫এর ২০৩ সি সুইট ঠিকানায় 'ফোকাস টিউটোরিয়াল' এর উদ্বোধন করা হয়েছে।
বাকি অংশ ১৩ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটে 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস' পালন

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ যথাযথ মর্যাদায় 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস' পালন করে। দিবসটি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ বুদ্ধিজীবী এবং অন্যান্য শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।
শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় কনসাল জেনারেল
বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়



কুলাউড়া-বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র নির্বাচন

'খসরু-সুয়েব' প্যানেল ঘোষণা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলা প্রবাসীদের সামাজিক সংগঠন কুলাউড়া-বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব
বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এম কামাল



এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে (শেষ পাতার পর) পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি
এরপর দেখুন পৃষ্ঠা ॥ ২৬

এক স্লিপ



সালাহউদ্দিন আহমেদ: ষোলই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের এইদিনে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের অবসান ও চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। অবিস্মরণীয় এই বিজয়ের মাধ্যমে বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। জাতীয় জীবনে সূচিত হয় নতুন অধ্যায়। ৩০ লাখ শহীদের আত্মদান ও অগণিত মুক্তিকামী মানুষের অপরিসীম আত্মত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত বিজয়ের আজকের দিনে সেই মুক্তিসংগ্রামী, মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও গভীর ভালোবাসা। এবার মহান স্বাধীনতা ও বিজয়ের ৫৩ বছর পূর্ণ হলো। পাশাপাশি স্বৈরাচার-ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা সরকারমুক্ত এবারের দেশ-বিদেশের অনুষ্ঠানমালায়
বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

'গ্যাং সহিংসতায়' ১১ জন অভিযুক্ত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের কুইন্সে গ্যাং সহিংসতার অভিযোগে 'অপারেশন: ডেডলিয়েস্ট ক্যাচ' এ অস্ত্রসহ ১১ জন ক্রিপস গ্যাং সদস্যকে অভিযুক্ত ও তাদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্ত ও গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে চলা তদন্তে কুইন্সের বিভিন্ন এলাকায় সহিংসতা, গুলির ঘটনা এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে বলে জানা যায়।
কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মেলিন্ডা ক্যাটজ এই গ্রেপ্তারের বিষয়ে নিশ্চিত করে অভিযুক্তদের নাম
বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

কমিউনিটির ল্যান্ডমার্ক মদিনা মসজিদটির নির্মাণকাজ সম্পন্নে ৭ মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির ম্যানহাটানের প্রাণকেন্দ্রে জনবহুল লয়ার ইস্ট ভ্যালিতে সাইডওয়াকের একপাশে দেয়া হচ্ছে আজান। আজানে সাড়া দিয়ে মুসল্লীরা সারিবদ্ধভাবে সেখানে দাড়িয়েছেন নামাজে। বাইরে তখন তাপমাত্রা মাইনাস থ্রি। ফিলিংয়ে যা মাইনাস সেভেন। এত কনকনে ঠান্ডার মাঝেও, আল্লাহর আনুগত্যে সবাই আদায় করছেন নামাজ। এটি নিউইয়র্ক সিটিতে বাঙালি কমিউনিটির ল্যান্ডমার্ক হিসেবে পরিচিত প্রায় ৫০ বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী মদিনা মসজিদের বর্তমান চিত্রের বিবরণ।
সরেজমিন গিয়ে দেখা গেছে, ওজুখানা, বেইজমেন্ট, প্রথম ও দুই তলায় চলছে নির্মাণ কাজ। বেইজমেন্টে এবং প্রথম ফ্লোরে ঢালাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। মিস্ত্রিরা ব্যস্ত, খুব দ্রুত নির্মাণ কাজ শেষের জন্য। আর এডিসেম্বর মাসের দুই তারিখ থেকে মসজিদের ভিতরের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। জুম্মার নামাজ ম্যানহাটানের সেন্ট মার্ক চার্চে তিন জামাতের
বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়







Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169Fax: 718 482 9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com